Praan Niye Tanatani

by Shibram Chakraborty

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

প্রান নিয়ে টানাটানি

শিবাম চক্রবর্তী

www.MurchOna.com

মূর্ছনা

মূর্ছনা
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
suman_ahm@yahoo.com

১

প্রাণকেষ্টর সব কাণ্ড লিখতে গেলে একটা প্রকাণ্ড মহাভারত হয়। তার কীর্তিকথা একমুখে বলবার নয়। তা হলেও সবার সম্মুখে বলবার মতো বটে। সেই বিচিত্রকাহিনী এখানে শুরু করা হচ্ছে। প্রাণ নিয়ে টানাটানি রোমহর্ষক সেই ইতিবৃত্ত। ইতির প্রায় কাছাকাছি গিয়েই যার পুনশ্চে বিচরণ, তারই পুনশ্চরণ। ইতি-উতি ছড়ানো সেইসব বৃত্তান্ত।

প্রাণকেষ্টের ধারণা তার শিক্ষার বয়স এখনও পেরোয়নি। সত্যি বলতে, কারওই সে-বয়স পার হয় না। কখনোই না, কিন্তু আশ্চর্য, কারওই প্রায় সে-ধারণা নেই। সেই ধারণাটাই প্রাণকেষ্টের হয়েছে, সর্বসাধারণতার থেকে এইখানেই তার ব্যতিক্রম।

শিখবে তো, কিন্তু কী শিখবে? শেখবার মতো কী আছে? আছে অনেক কিছু যা তার শক্তির বাইরে—শেখবার শক্তি এবং ধারণাশক্তির বাইরেই তার-আবার কিছু আছে যা তার একআধটু আধাখ্যাঁচরা শিখে রাখা।

যেমন এই মোটর-চালানো শিক্ষাটাকেই ধরা যাক-না। একবার একজনের গাড়ি বাগে পেয়ে এই শিক্ষাটা বাগিয়ে আনবার সে চেষ্টা করেছিল কিন্তু দখল হবার আগেই গাড়িটা বে-দখল হয়ে গেল। যার গাড়ি, প্রাণকেষ্টর কৃপায় সে অধিকতর শিক্ষালাভ করে লোহার দরে গাড়িটা বেচে দিয়ে সেই মূলধন নিয়ে লোহার কারবারে জমে গেছে। তার কেমন ধারণা হয়েছিল, প্রাণকেষ্ট যেভাবে লেগেছে তাতে ও-গাড়ি থাকবার নয়-এমনকি, অচিরেই গাড়ি আর প্রাণকেষ্ট দুজনেই যাবে। একসঙ্গে এক সহমরণেই। অতএব বেচে দিয়ে গাড়ির তিন কুল বাঁচানো গেল-গাড়ি, প্রাণকেষ্ট এবং নিজেকে।

লোহার কারবারে এখন সে এত লোহা জমিয়েছে, যাকে জমানো সোনা বা রুপাই বলা চলে,-শোনা কথা নয়, প্রাণকেষ্ট স্বচক্ষেই গিয়ে দেখল সেদিন। লোকটাও লৌহঘটিত হয়ে কেমন যেন লক্কর হয়ে গেছে। সে-লোক থাকলেও সেই লৌকিকতা নেই। এখন তো ইচ্ছে করলে অমন গাড়ি সে চারখানা কিনতে পারে, এমন অলৌকিক কিছু না। কিন্তু প্রাণকেষ্টর প্রস্তাবে সে ঘাড় নাড়ল আর বলল, "আর নয়।" ভাবাখানা যেন এরকম, যে-গাড়ি একবার বেচেছে, আর তার মুখদর্শন করবে না-অন্তত প্রাণকেষ্ট বেঁচে থাকতে নয়। তবুও সে হাল ছাড়েনি, বলেছে, আচ্ছা, আমি যদি ভালো করে মোটর চালাতে শিখি? শিখে আসি যদি? তা হলে? তা হলে কিনবে তো?

"আচ্ছা, শেখো তো আগে। তখন দেখা যাবে।"

জবাবটা যেন একটু আশাবাদীর মতোই। শিখতে আরম্ভ করে পঠদ্দশায় হয়তো সে এমন করেই চালাবে যে, অক্লেশেই নিজেকে পরপারে চালিয়ে নিতে পারবে, সেজন্যে তার বন্ধুর আর আলাদা গাড়ি কেনার দরকার হবে না।বন্ধু হয়েও কী রকম স্বার্থপর হতে পারে প্রাণকেষ্ট তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পায়।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

ওকালতির অবিশ্যি সে কিছু কম করেনি। এও বলেছিল-"বিনে পয়সায় আমার মতো একজন ড্রাইভার পাচ্ছ। অমনি পেয়ে যাচ্ছ-এটা কি তুমি লাভ বলে মনে করও না? অমনি তোমার গাড়ি চালাব, এক পয়সা নেব না, অথচ হুকুম করলেই হাজির। এক পাড়াতেই তো আছি। এক বস্তিতেই। যাব কোথায়?"

তবুও ঘাড় নেড়েছে তার বন্ধু। কী ভেবে কে জানে! বস্তি-ত্ব উভয়ের পাশাপাশিই বটে, কিন্তু মোটর কেনার পর প্রাণকেষ্ট অপঘাতে না গেলেও তার অস্তিত্ব কোথায় থাকবে বলা কঠিন। সত্যি বলতে, কলকাতায় কোথায় না সে থাকবে! টালা থেকে টাশিগঞ্জের মধ্যে সব রাস্তাতেই সে ঘুরছে-উক্ত মোটরের ড্রাইভারের আসনটিতে তাকে দেখা যাবে তখন। তোমার অসুবিধা কি? মাঝপথে হাঁ করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকো, দেখতে পেলেই হাঁক ছাড়ো, গাড়ি তোমার পাশেই এসে হাজির, উঠে পড়ো তখন। অসুবিধেটা কী আর?

কিন্তু প্রাণকেষ্টর বন্ধুত্বে যতখানি আগ্রহ, যেমন অকৃত্রিমতা, বন্ধুর প্রাণকেষ্টত্বে ঠিক ততখানিই ভেজাল। যা-ই হোক, ওর মোটর চালানো শিখতে তো কোনো হানি নেই-নিজের প্রাণহানি বা অন্য কোনো প্রাণী-হানির সে কেয়ার করে না। এখন শিখে চালাবার লাইসেন্স্ পেলে পর, বিনা-দক্ষিণার বদলে নাহয় বেতন নিয়েই শহর প্রদক্ষিণ করবে। তার বন্ধু না হল বয়ে গেল, সোফারের চাকরিই না হয় সে করবে যে-কোনো মোটরওয়ালার কাছে-মন্দ কী? মোটর চালানো একটা কাজ তো? আরামের কাজ! তা ছাড়াও, একটা মোটরকে নিজের আয়ত্তে রাখা—সেও বড় কম কাজ নয়।

এক মোটর-শিক্ষালয়ের ঠিকানা জানা ছিল। শখের খাতিরে বা পেশার জন্য কেউ মোটর চালানো শিখতে চাইলে সেখানে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তার সুব্যস্থা আছে, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনপাঠে একথা সে জেনেছিল। সেইখানেই গেল সে।

শিক্ষালয়টা একটা মেরামতি কারখানা মাত্র, প্রাণকেষ্ট দেখল। কয়েকখানা মোটরগাড়ি নিয়ে মিস্ত্রি-মজুর জনকয়েক উঠেপড়ে লেগেছে। আস্ত মোটরকে ভাঙছে, আর ভাঙা মোটরকে জুড়ছে। একখানাকে তিনখানা, আর তিনখানাকে একখানা করা—এই তাদের কাজ বলে তার মনে হল। মোটরদের তারা দস্তুরমতো শিক্ষা দিচ্ছে-হয়তোবা বলা গেলেও, তাদের কাউকে বিজ্ঞাপন-কথিত উক্ত উপযুক্ত শিক্ষক বলে প্রাণকেষ্টর বোধ হল না।

কারখানার একদিকে আপিসঘরের মতো একটুখানি ছিল। টেবিল-চেয়ারে জমানো জায়গাটা। প্রাণকেষ্ট সেখানে গিয়ে খোঁজ নিল।

আরেকটি যুবক ছিল সেখানে-সভ্য ভব্য স্মার্ট। তাকেই শিক্ষক বলে সন্দেহ করে এগিয়ে গেল প্রাণকেষ্ট-"আজ্ঞে, কিছু মনে করবেন না। আপনিই কি মোটর-শিক্ষক?" জিজ্ঞেস করল ও।

"আজ্ঞে না। আমি শিখতে এসেছি।"

এই সময়ে হৃষ্টপুষ্ট এক ভদ্রলোক সেখানে ঢুকলেন-দিব্বি অমায়িক চেহারার।

"কে যেন মোটর-শিক্ষকের কথা বলছিল না? শুনলাম যেন।" বললেন সেই আগন্তুক।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি।" জবাব দিল প্রাণকেষ্ট।

"আমার ড্রাইভারটা প্রায়ই কামাই করে। মাঝে মাঝে কোথায় যে পালিয়ে যায় জানি না। দেখছি নিজে না চালাতে শিখলে আর চলে না।" যুবকটি তাঁকে জানাল।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

"ও, আসলে তুমি একজন শিক্ষার্থী?" ভদ্রলোক বললেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

এইবার সেই বিপুলবপু লোকটি প্রাণকেষ্টর দিকে ফিরলেন।

"এই শিক্ষার্থীটি ততক্ষণ বসুন। ইতিমধ্যে আমরা একটু মোটরে করে বেড়িয়ে এলে কেমন হয়?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি প্রাণকেষ্টকে।

এই অতিকায় ভদ্রলোক, ডাঃ প্রতুলচন্দ্রের অতিশয় ভদ্রতার কথা সে-অঞ্চলে কারও অবিদিত ছিল না। তাঁর অমায়িকতায় রুগিরা যেমন মুগ্ধ ছিল, তাঁর গিন্নি তেমনি তিত-বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তার কারণ আর কিছু না, তাঁর এই ভাব-বাচ্যে কথাবার্তার ধরন।

রুগি এবং স্বীয় পত্নীর প্রতি (তিনি রুগি না হলেও) তিনি অভিন্ন আচরণ করতেন।

সকালে উঠেই প্রথম কথা তাঁর ছিল—"একবার জিভটা তো দেখতে হয়।"

বউ জিভ বার করতে একটু দেরি করলে তাঁর বাক্যের দ্বিতীয় ভাগ শোনা গেছে-জিভটা একবার আমাদের দেখানো দরকার। লজ্জা কী দেখতে? লোকে তো জিভ বার করে ভেংচিও কাটে গো!"

তারপর জিভ-টিভ দেখে নাড়ি-টাড়ি টিপে হয়তো বলেছেন-"আজকে আমরা বেশ ভালোই আছি মনে হচ্ছে, তবু একটু সিরপ অফ ফিগস্ খেয়ে রাখা ভালো। দুচামচ মাত্রায় সমপরিমাণ জলের সঙ্গে খাব আমরা—কেমন? পেট পরিষ্কার থাকলে কখনও আমাদের কোনো অসুখবিসুখ করবে না।" (বলা দরকার, এই সিরপ তিনি স্বয়ং কখনও খেতেন না।)

রুগি অন্তিম দশায় পৌঁছনোর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর এই আত্মীয়-ভাব বজায় থাকতে দেখা যেত। কেবল সেই চরম ক্ষণে, রুগির যায়-যায় অবস্থাতেই তিনি ভাববাচ্য এবং উত্তম পুরুষের বহুবচন পরিত্যাগ করে অধম পুরুষের এক বচনে নেমে আসতেন। "আমরা ভালো হয়ে উঠব, সেরে উঠব, ভয় কী?" যে-তিনি এই কথাই আগের ভিজিটে বলে গেছেন, সেই-তিনিই, কেন বলা যায় না, "আমাদের আর বাঁচানো গেল না" একথা না বলে "ওঁকে আর বাঁচাতে পারলুম না। অক্কাই পেলেন বুঝি"—এই কথাই বলে ফেলেছেন।

যুবকের কথা শুনে প্রতুলচন্দ্রের মনে হলো তাঁর সোফারেরও তো প্রায় সেই ব্যারাম। পালিয়ে যাওয়া ব্যারাম ঠিক না হলেও, ব্যারাম হলেই পালিয়ে যায়। হয়তো ডাক্তারি চিকিৎসার ভয় ততটা তার নয় যতটা বুঝিবা ডাক্তারের আত্মীয়তার।

এই যেমন আজকে তার আর টিকি দেখা যাচ্ছে না। প্রতুলচন্দ্র মনে করলেন, ঐ যুবকের অনুকরণীয় আদর্শ অনুসরণ করে তাঁর নিজেরও মোটর-চালনাটা রপ্ত করে রাখলে তো মন্দ হয় না। এবং শিক্ষককেও যখন এত সহজে, আসামাত্রই হাতের নাগালে পাওয়া গেছে তখন এ-সুযোগ ছাড়া কেন?

"একটু মোটর চালানো তা হলে শেখা যাক। কেমন?" প্রাণকেষ্টকে তিনি বলেছেন। সাঁতার শেখার মতন মোটর চালানোটা আমাদের প্রত্যেকেরই শিখে রাখা দরকার-কখন কী কাজে লাগে। তা-ই নয় কি? কী বলেন?"

"সেকথা ঠিক।" বলেছে প্রাণকেষ্ট।

ডাঃ প্রতুলচন্দ্র এবং তাঁর ভাববাচ্যের সঙ্গে সম্যক পরিচয় না থাকায় তাঁকেই সে মোটর-শিক্ষক বলে ভ্রম করেছে বলাই বাহুল্য। কিন্তু ডাক্তার যে তাকেই শিক্ষক বলে ঠাউরছেন, এ-তথ্য সে ধরতে পারেনি।

www.MurchOna.com

তাদের কাছাকাছি প্রকাণ্ড একটা সালুন গাড়ি তখনও অটুট অবস্থায় ছিল-তখন পর্যন্ত মিস্ত্রি-মজুররা কেউ তার পেছনে লাগেনি।

"এইখানেই বার করা যাক—কেমন?" ডাঃ প্রতুলচন্দ্র প্রস্তাব করেছেন। "ক্ষতি কী?"

গাড়ীর ভেতরে কে কোন স্থান অধিকার করবে, তা-ই নিয়ে দুজনেই একটুক্ষণ ইতস্তত করেছেন। প্রাণকেষ্ট প্রস্তাব করেছে-আপনি তা হলে চালকের আসনে বসুন।"

"না, না। আমি কেন?" জবাব দিয়েছেন প্রতুলচন্দ্র—কিঞ্চিৎ আশ্চর্য হয়েই, বলতে কি।

"আমিই চালাব তা হলে? প্রাণকেষ্ট বলেছে : "বেশ। আপনি আমার পাশে থাকছেন তো?"

"তা, পাশাপাশি বসতে আপত্তি কী আমাদের?" প্রতুলচন্দ্রের তাড়া দেখা গেছে এবার—"চট করে বেরিয়ে পড়া যাক তা হলে। বাজে সময় নষ্ট করে লাভ কী?"

"কোন দিকে যাব?" ড্রাইভারের আসনে বসে প্রশ্ন করেছে প্রাণকেষ্ট।

"রাস্তায় তো বেরনো যাক আগে! তারপর হাওড়া ব্রিজ হয়ে—"

"য়্যাঁ? একেবারে হাওড়া পর্যন্ত?"

"নিশ্চয়।" বলেছেন প্রতুলচন্দ্র : "এমনকি তারও ওধারে—গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে যদ্দুর যাওয়া যায়। চালাতে শেখার সাথে সাথে যদি একটু হাওয়া খাওয়া যায় মন্দ কী?"

গাড়িতে স্টার্ট দিতেই পত্রপাঠ এঞ্জিনের প্রত্যুত্তর পেয়ে প্রাণকেষ্ট চমৎকৃত—এ রকম গাড়ি এর আগে সে পায়নি। হাতায়নিও এর আগে কখনও।

এক ছুটে বোঁ করে বেরিয়েছে গাড়িটা। এত বড় গাড়ি, যার বনেটাই এতখানি, করায়ত্ত করা প্রাণকেষ্টর এই প্রথম। কিন্তু তা হলেও, একজন ওস্তাদ শিখিয়ের পাশে বসে চালানোয় তার ভয়টা কিসের?

"বাঃ, দিব্বি ফাঁকা রাস্তা। আরও একটু জোরে চালানো যায় না?" প্রতুলচন্দ্রের প্রশ্ন।

"কত জোরে চালাতে আপনি বলছেন?"

"যত জোরে চালানো যেতে পারে।"

অদ্ভুত গাড়ি। অ্যাকসিলিটর পা ছোঁয়াতেই গাড়িটা তীরবেগে ছুটেছে। একটা ঘোড়ার ল্যাজ-ঘেঁষে চলে গেছে উল্কার মতো।

"চমৎকার চালানো! এক চুলের জন্যই বেঁচে গেছে ঘোড়াটা।" চুলচেরা বিচার করে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন ডাক্তার।

এই কৃতিত্ব সত্যিই ওর চালনা-নৈপুণ্য কি না, প্রাণকেষ্ট ভেবেছে। ভেবে একটু অবাক হয়েছে নিজেই।

"আবার কি ঐরকম একটা কিছু করা যায় না?"

"তা—চেষ্টা করলে—বোধ হয়"

"আমাদের সামনে ঐ—ঐ যে রেসিং-কারটা চলেছে দেখা যাচ্ছে—ফিরিঙ্গি ছেলেমেয়েরা চেপে ফুর্তি করে চলেছে—ওর একেবারে ধার দিয়ে—প্রায় দাড়ি কামানো গোছ চেঁছে দিয়ে যাওয়া যায় না? পাশ দিয়ে যাবার সময় খুব জোরসে হর্ন বাজিয়ে যেতে হবে কিন্তু।"

প্রাণকেষ্ট সন্ত্রস্ত চোখে সঙ্গীর দিকে তাকাল। সঙ্গিন পরীক্ষাই একটু বইকি।

www.MurchOna.com

কিন্তু নাচতে নেমে ঘোমটা রাখা যায় না। শিক্ষালাভ করতে এসে পরীক্ষার কালে প্রশ্নপত্রকে ফাঁকি দেওয়া চলে না।

রেসিং-কারের দাড়ি চেঁছে যাবার সময় তার মনে হলো, গাড়িটা যেন শিস দিয়ে চলেছে—সেইসঙ্গে হর্নের এমন কানফাটানো আওয়াজ। আর সঙ্গে সঙ্গে ও-গাড়ির হল্লাকারীদের কী বিচ্ছিরি চিৎকার। বাতাসে আর্তনাদটা গপ করে গিলে ফেলল, তাই রক্ষে। নইলে প্রাণকেষ্টর কান গেছল-বলতে কি!

"তোফা!" উল্লসিত হয়ে উঠলেন ডাক্তার। "আচ্ছা, কত তাড়াতাড়ি তুমি মোড় ঘোরাতে পারো? স্পিড একদম না কমিয়ে মোড় নিতে পারো না?"—অস্বাভাবিক উৎসাহে এমনকি তিনি স্বাভাবিক ভাববাচ্য পর্যন্ত ভুলে গেলেন। প্রাণকেষ্টর মৃত্যু আসন্ন জেনেই কি না কে জানে!

"বলতে পারব না ঠিক"—জবাব দিল প্রাণকেষ্ট। "কখনো চেষ্টা করিনি।"

"আচ্ছা,সামনের বাঁকটায় ঘোরো তো দেখি যতো তাড়াতাড়ি পারা যায়।"

প্রাণকেষ্টর হাত কাঁপতে থাকে স্টিয়ারিং হুইলের ওপর। শিক্ষালাভ করতে হলে প্রাণপণ করতে হয়, এমনকি প্রাণ দিয়ে শিক্ষা পাওয়াটাই আসল শিক্ষা-প্রাণকেষ্টর তা অজানা নয়। "রক্ত দিয়ে কী লিখিব—প্রাণ দিয়ে কী শিখিব—কী করিব কাজ?" রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই কলিও তার মনে পড়ে। কিন্তু তবুও তার হাত কাঁপে।

"তবে তাই হোক। তথাস্তু!" মনে-মনে নিজেকে এই কথা বলে প্রাণকেষ্ট মরিয়া হয়ে পড়ে। মোড়ের মুখের পথিকরা, গ্রহের চক্রান্তে সেই দণ্ডে যারা প্রায় মরবার মুখে ছিল, চিৎকার করে ওঠে—গাড়িটাও এক ধারের দুটো চাকা স্বর্গের দিকে তুলে দেয়। কিন্তু তক্ষুনি আত্মসম্বরণ করে ভূমিষ্ঠ হয়ে নিজেকে সোজা করে নিতে সে দেরি করে না।

এই সুযোগে গাড়িটা মোড়ের পাহারোলার ল্যাজ-ঘেঁষে গেছল। ধনুষ্টঙ্কারের মতো বেঁকে আত্মরক্ষা করে সেও নিজেকে সোজা করে নিয়েছে।

"অদ্ভুত। অদ্ভুত।" উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ডাক্তার।"বিলেতে যেসব মোটরের রেস হয়, তাতে আমাদের যোগ দেয়া উচিত।"

"আপনি—আপনি কি সত্যি বলছেন? আমি—আমি কিন্তু কখনও সেকথা ভাবিনি।" প্রাণকেষ্ট নিজেকে অভাবিত জ্ঞান করে।

"আচ্ছা, এই যে সব গাড়িঘোড়া যাচ্ছে, ডাইনে বাঁয়ে রেখে এঁকেবেঁকে—যেমন করে ফুটবল কেয়ারি করে নিয়ে যায়, তেমনি করে এদের ভেতর দিয়ে যেতে পারি না আমরা?"

"আপনি কি মনে করেন? পারব কি?"

"তুমি সব পারো।" ডাক্তার হাসতে থাকেন "আমার মনে হয়, তোমার অসাধ্য কিছু নেই।"

অকস্মাৎ প্রাণকেষ্টরও মনে হয়, সে সব পারে। এতক্ষণ তাদের গাড়ী বড় রাস্তা দিয়ে ছুটছিল বটে কিন্তু এবার আরও চওড়া রাস্তায় চড়াও হলো। চারিধারে গাড়ী, ঘোড়া, মোটর, লরির ছড়াছড়ি ট্রাম যাচ্ছিল, আসছিল। প্রতুল ডাক্তার প্রাণকেষ্টর কানে-কানে কী যেন বললেন। কানাকানি করবার মতোই কথা বটে। এক মুহূর্তের জন্য প্রাণকেষ্ট ভয়ে জমে যেন জড় পদার্থ হয়ে গেল। তারপর বলল, "কোন ধার দিয়ে যাব? যে-ট্রাম যাচ্ছে তার ডান ধার দিয়ে, নাকি যে-ট্রাম আসছে তার?"

www.MurchOna.com

"তা কেন? যা বললাম। দুটো ট্রামের মাঝখান দিয়ে তারা সামনা-সামনি এসে পড়বার ঠিক আগের মুহূর্তে কেটে বেরিয়ে যাও।"

প্রাণকেষ্ট ঠিক অক্ষরে-অক্ষরে বুঝতে পারে না।—"কী রকম?"

"আহা! এ-ট্রামটা যাবে আর ও-ট্রামটা আসবে—তারা মুখোমুখি এসে পড়বার মুখে তাদের মাঝখান দিয়ে বন্দুকের গুলির যতো শোঁ করে গাড়িটাকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। সিকি সেকেন্ডের এদিক-ওদিক হলে দুটো ট্রামের মাঝখানে পড়ে জাম হয়ে পিষে চ্যাপটা চকোলেট হয়ে যাব আমরা। এবার বুঝেচ?"

প্রাণকেষ্ট ঢোক গিলল। চরম পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে বুক বাঁধল সে। আশ-পাশের ঘর্ঘর-ধ্বনি যেন রেলগাড়ির শব্দের মতো মনে হতে লাগল তার। তার চোখের সামনে সব আবছা বলে বোধ হতে লাগল। তার ওস্তাদজী যদি অন্তত তাঁর একটা হাতও স্টিয়ারিং হুইলের ওপর রাখতেন, তা হলে সে যেন স্বস্তি পেত—নিশ্চিত হত একটু—কিন্তু না, তিনি তা রাখতে প্রস্তুত নন। অগত্যা প্রাণকেষ্টকে স্বহস্তেই সুকঠিন পরীক্ষার উত্তীর্ণ হতে হবে। দুধারের ট্রামের আওয়াজ যেন বজ্রগর্জন বলে তার বোধ হতে থাকে—মুহূর্তের জন্যই। সারা শরীর তার ঝিমঝিম করে। চোখ বোজে সে।

অবশেষে চোখ খুলে—"পার হয়েছি? হতে পেরেছি?" এই কথাই প্রথম সে জিগেস করে।

ডাক্তার বলেন—"শাবাশ।"

এতক্ষণে তারা হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডে এসে পড়েছে—"এর পর কী করব?" জিজ্ঞেস করে প্রাণকেষ্ট।

"কিছু না। ঝড়ের বেগে চালিয়ে যাব আমরা।" হুকুম আসে।

চল্লিশ—পঞ্চাশ—ষাট—সত্তর। গ্রান্ড ট্রাংক রোডের ফাঁকা রাস্তায় ঝড়ের বেগে গাড়ি চলেছে—স্পিডোমিটারে সত্তর মাইলের নিশানা।

"এরকম একজন পাকা ড্রাইভারের পাশে বসে যাবার সৌভাগ্য জীবনে একবারই হয়।" ডাক্তার না বলে পারেন না।

"সত্যি বলছেন আপনি?"— প্রাণকেষ্ট গদ্‌গদ্ হয়ে পড়ে।

"তোমার ব্রেকের খবর কি? ব্রেক ঠিক আছে তো?"

"এখনো পরীক্ষা করে দেখা হয়নি।"

"আমি ভাবছিলাম কি, এই স্পিডের মাথায় যদি হঠাৎ তোমায় গাড়ি থামাতে হয়—সামনে কোনো বিপদ বা দুর্ঘটনা এসে পড়ে—তা হলে কী করবে?"

প্রাণকেষ্টর সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। কথাটা ভাববার মতো বইকি! তার শিরদাঁড়া দিয়ে যেন বরফের স্রোত ওঠা-নামা করতে থাকে।

"তা হলে কী করতে বলেন? ক্ষীণকণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করে।" সেরকম অবস্থায় কী করব তাহলে?"

"মনে হচ্ছে, অদূরে যেন রাস্তাটা ব্লক করে দিয়েছে—একটা লরি লম্বালম্বি খাড়া করে রাস্তাটা যেন আটকে দেয়া হয়েছে মনে হচ্ছে। গাড়ীটা থামাও তো এবার!"

ডাক্তারের ধারণাই ঠিক। দেখতে দেখতে সেই লরির বেড়া সামনে এসে পড়েছে, আর প্রাণকেষ্টও প্রাণপণে ব্রেক টিপেছে। চার চাকাতেই ব্রেক এঁটে গিয়ে হঠাৎ বিশ্রী এক কেকাধ্বনি—এবং সঙ্গে সঙ্গে গোটা গাড়ীটাই কয়েক হাত লাফিয়ে উঠেছে আকাশে।

www.MurchOna.com

"যাক, বাঁচা গেল।" বলেছেন ডাক্তার।

"আপনি যা বলেন। আমার কিন্তু বাঁচনের আশা একদম ছিল না।" প্রাণকেষ্টও হাঁপ ছেড়েছে।

ঠিক পাশেই তার ওতোরপাড়ার থানা। সেখান থেকে দারোগা বেরিয়ে এসেছেন। গ্রান্ড ট্রাংক রোড দিয়ে সন্দেহজনক এক মোটরগাড়ির মারাত্মক গতিবিধির খবর একটু আগেই টেলিফোনে তাঁরা পেয়েছিলেন। রাস্তা আটকে-ছিলেন তাঁরাই।

থানার দারোগা এসে প্রাণকেষ্টকে পাকড়ালেন—"লাইসেন্স দেখাও।"

"আমি তো সবে চালাতে শিখছি। লাইসেন্স কোথায় পাব!" প্রাণকেষ্ট বলেছে "উনিই তো মাস্টার। উনিই আমায় শেখাচ্ছেন।"

"আমি মাস্টার। তার মানে? তুমিই তো আমার মাস্টার হে!" প্রতুলচন্দ্র অত্যন্ত প্রতিবাদ করেছেন। "খুব শেখালে যাহোক।"

"তার মানে?" দারোগা এবার প্রতুলবাবুকে নিয়ে পড়েছেন। "আপনার লাইসেন্সটা দেখান তো মশাই!"

"আমার মেডিক্যাল লাইসেন্স—তার সঙ্গে গাড়ি চালানোর কী?" ডাক্তার প্রতুলচন্দ্র আকাশ থেকে আছাড় খান। "এবং তাও তো আমার সঙ্গে নেই। আমার রেজিস্টার্ড নম্বরটা বলতে পারি। তাতে কিছু সুবিধে হবে কি?"

"কোথথেকে আসছেন আপনারা?"

"ভবানীপুরের এক মোটর গ্যারেজ থেকে।"

"কতক্ষণ আগে রওনা হয়েছেন?"

প্রতুলচন্দ্র ঘড়ি দেখে কাঁটায়-কাঁটায় বলে দেন—"ঠিক সাড়ে চার মিনিট আগে।"

"ভবানীপুর থেকে ওতোরপাড়া সাড়ে চার মিনিটে এসেছেন—ঘণ্টায় কত মাইল বেগে এসেছেন, আপনাদের খেয়াল আছে? এই রেস্ট্রিটেড এরিয়ায় এরূপ বে-আইনি গাড়ি চালানোর জন্য আপনাদের আমরা সোপর্দ করব—

এমন সময় একটি যুবক দৌড়ে এসে হাঁপাতে লাগল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগল—"এই যে..ডাক্তার রায়..কী ভাগ্যিস, আপনি এসে পড়েছেন। ..এত তাড়াতাড়ি আপনি আসতে পারবেন, আমরা ভাবতে পারিনি। আপনাকে ফোন করবার পর থেকে এই ক'মিনিট যে কী করে কাটছে আমাদের! মুখুজ্যে মশায়ের হার্ট ট্রাবলটা হঠাৎ বড্ড বেড়ে উঠেছে—প্রায় যায়-যায় অবস্থা। আসুন তাড়াতাড়ি। থানার পাশের দুখানা বাড়ি বাদ দিয়ে ঐ বাড়িটা আমাদের।"

২

মোটরগাড়ির এই ধাক্কা সামলে উঠতে-না-উঠতেই সেদিন বাসে উঠে আর স্পেস এক বিপত্তি। বাসে উঠে প্রাণকেষ্ট আর-এক কীর্তি করল।

কথায় বলে কীর্তির্যস্য জীবতি। কিন্তু আমাদের প্রাণকেষ্টর বেলা তার অন্যথা দেখা যাচ্ছে। কীর্তি করে সে মারা যাবার দাখিল, ফাঁসি ঠিক না হলেও নিজেকে ফাঁসিয়েছে যে, তার ভুল নেই। যে-পথ দিয়ে লোকে ফাঁসি যায়—এবং তার কাছাকাছি আরও যেসব তীর্থক্ষেত্র—জেল হাজত ইত্যাদি বাস করে—সেই পথে—সেই আদালতেই এসে তাকে হাজির হতে হয়েছে।

কেন যে তার ধৈর্যচ্যুতি হলো বলা যায় না, বাসে যেতে মোটাসোটা এক

www.MurchOna.com

মেমকে সে চড় মেরে বসল হঠাৎ। এবং তার ফলে—আহতটি স্থূল বলে নয়, মেম বলেই বেজায় হুলুস্থুল পড়ে গেছে।

সবাই এসে বলছে, "প্রাণকেষ্ট, এমন কাজ তুমি কেন করলে? এ-কাজ তোমার উপযুক্ত হয়নি।"

কিন্তু প্রাণকেষ্টর কোনো জবাব নেই।

"তোমার মাথা-খারাপ হয়ে গেছল নাকি হে? নইলে হঠাৎ অমন খেপে ওঠবার কারণ?" জিজ্ঞেস করে একজন।

প্রাণকেষ্ট চুপ করে থাকে।

"নাকি-মেম তোমাকে মারতে এসেছিল বুঝি? তাই বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার খাতিরেই বোধ করি-?" আরেকজনের সংশয়প্রকাশ "কিন্তু মেমরা তো ভাই সচরাচর কারুকে কিছু বলে না—কামড়ায়ও না বড় একটা?"

প্রাণকেষ্ট রা কাড়ে না তবুও।

"মাতৃবৎ পরদারেষু একথা কি তোমার জানা নেই প্রাণকেষ্ট? তবে? তবে হ্যাঁ, মেমকে তুমি মাতৃতুল্য মনে না করতে পারো বটে। আমাদের কার বাবা আর কটা মেম বিয়ে করতে গেছে! কিন্তু—কিন্তু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ, এটা তো মানবে? মেম কিছু তোমার নিজের দ্রব্য নয়—? নিজস্ব জিনিস না?" পণ্ডিতগোছের এক ব্যক্তি শাস্ত্রের দ্বারা প্রাণকেষ্টকে আঘাত করেন। চাণক্যশ্লোক মেরে ওকে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা করেন তিনি। "পরের মেমের গায়ে হাত তোলা কি তোমার উচিত হয়েছে ভায়া? তুমিই বলো!"

প্রাণকেষ্ট কিছুই বলে না-কেবল ঘোঁত ঘোঁত করে। এবং ওই ঘোঁতকারের বেশি আর কিছুই তার কাছ থেকে বার করা যায় না।

কেউ দুঃখ করে, কেউবা সহানুভূতি জানায়, কারও কারও চেষ্টা হয় প্রাণকেষ্টকে অভিনন্দন দান করার। সম্বর্ধনাদাতাদের প্রত্যাশা, প্রাণকেষ্টর এই তো সবে হাতেখড়ি, মেম থেকে শুরু হয়েছে, এর পরে আস্তে-আস্তে ও সাহেবের দিকে এগুবে—এবং ক্রমে ক্রমে শহীদ হবে—যদি প্রাণপণে লেগে থাকতে পারে।

বেশির ভাগ লোক অবিশ্যি ছিছি করে। কিন্তু প্রাণকেষ্টর কোনো হাঁ হাঁ নেই।

খবরের কাগজ থেকে ফটো নিতে এসেছিল, একটি সদ্যোজাত সাপ্তাহিকের সম্পাদক বাণী চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, পাড়ার হাতে-লেখা ত্রৈমাসিকের নাছোড়বান্দা ছেলেরা জীবনী ছাপতে রাজি হয়েছিল—তাদের একমাত্র মুখপত্রে যার মুদ্রণসংখ্যা মাত্র ১—কিন্তু প্রাণকেষ্ট তাদের সবাইকে ভাগিয়ে দিয়েছে। এমন কি, প্রাণকেষ্টর এক পাড়াতুতো ভাই বড় মুখ করে এসে বলেছিল, "পানুদা, তুমি একটা বিবৃতি দাও।" প্রাণকেষ্ট তাতেও কোনো উচ্চবাচ্য করেনি।

সেই ঘটনার পর থেকে প্রানকেষ্ট কেমন যেন মনমরা হয়ে রয়েছে।

অবশেষে প্রাণকেষ্টর বিচারের দিন এল। আদালত ভিড়ে ভিড়াক্কার। কাঠগড়ায় দাঁড়াল প্রাণকেষ্ট। মুখে তার সকাতর হাসি। একবাক্যে বীর আর কাপুরুষ আখ্যা লাভ করলে যেমনধারা হতে দেখা যায় মানুষের।

প্রাণকেষ্ট এইবার মুখ খুলবে বলে আশা করে সবাই।

কিন্তু প্রাণকেষ্ট মুখ খোলে না।

প্রাণকেষ্ট উকিল দেয়নি, নিজেও জেরা করছে না—সাক্ষীরা একে একে সাক্ষ্য দিয়ে যায়—আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত—বাসের কিম্বিধ পরিস্থিতির মধ্যে কীরূপ তার অপচেষ্টা—সমস্তই প্রায় ঠিক ঠিক বলে যায়—প্রাণকেষ্ট কান পেতে শোনে। অধোবদন প্রাণকেষ্ট।

www.MurchOna.com

অবশেষে হাকিম নিজেই প্রাণকেষ্টর জবানবন্দি চান। কেন সে এমন হঠকারিতা করে বসল—তার কৈফিয়ত তলব করেন তিনি।

প্রাণকেষ্ট মুখ খুলল। অবশেষে মুখ খুলতে হলো ওকে।

"শুনুন ধর্মাবতার, বলি তা হলে"—ম্লানহাসি হেসে শুরু করলপ্রাণকেষ্ট।—"কেন যে এমনটা ঘটে গেল তা হলে বলি। শ্বেতাঙ্গী মহিলাটি বাসে উঠলেন, উঠে বসলেন। তারপর উনি তাঁর হাতব্যাগ খুললেন, খুলে মানিব্যাগ বার করলেন, তারপর হাতব্যাগ বন্ধ করলেন, মানিব্যাগ খুললেন, খুলে একটা আনি বার করলেন। আনি বার করে মানিব্যাগ বন্ধ করলেন, হাতব্যাগ খুললেন—খুলে মানিব্যাগ রাখলেন, রেখে হাতব্যাগ বন্ধ করলেন—তারপর উনি তাকিয়ে দেখলেন যে কন্ডাকটার বাসের দোতালায় উঠচে। অতএব আবার তিনি তাঁর হাতব্যাগ খুললেন, খুলে মানিব্যাগ বার করলেন, করে হাতব্যাগ বন্ধ করলেন, মানিব্যাগ খুললেন, খুলে আনিটি তার ভেতর রাখলেন। রেখে মানিব্যাগ বন্ধ করলেন, করে হাতব্যাগ খুললেন, খুলে মানিব্যাগ রাখলেন, রেখে হাতব্যাগ বন্ধ করলেন—"

"মানিব্যাগ বন্ধ করলেন, তা-ই বলো।" হাকিম ঠিকমতো অনুধাবন করতে পারেন না। ওর কথার সঙ্গে দৌড়তে কেমন যেন তাঁর গোলমাল হয়ে যায়। দৌড়ের পাল্লায় যেন ঘাল হয়ে যান।

"মানিব্যাগ বন্ধ করলেন? না, হুজুর! মানিব্যাগ খুলে তার মধ্যে হাতব্যাগ রাখলেন? না, হাতব্যাগ খুলে মানিব্যাগ রাখলেন? না— কি—মানিব্যাগ খুলে হাতব্যাগ বার করে তার ভেতর আনিটা রেখে, তারপর হাতব্যাগ বন্ধ করে—নাঃ তাও তো নয়। তা-ইবা কী করে হয়? মানিব্যাগের ভেতরে কি হাতব্যাগ রাখা যায় কখন? আপনি সমস্ত গোলমাল করে দিলেন হুজুর। আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে কেমন। দাঁড়ান হুজুর, আবার তা হলে গোড়ার থেকে খেই ধরি।'

প্রাণকেষ্ট আবার আনুপূর্বিক আরম্ভ করে। যেখানে এসে আটকে ছিল প্রায় সেখান অবধি গড়গড় করে গড়িয়ে আসে এক খেয়ায়।

"—তখন উনি দেখলেন যে কন্ডাকটার বাসের দোতলায় যাচ্ছে। দেখে ফের তিনি তাঁর হাতব্যাগ খুললেন, খুলে মানিব্যাগ বার করলেন, বার করে হাতব্যাগ বন্ধ করলেন, বন্ধ করে মানিব্যাগ খুললেন—"

"বন্ধ করে মানিব্যাগ খুললেন?' হাকিমের খটকা লাগে : "সে আবার কেমন হলো?' পুনশ্চ তিনি বাধা না দিয়ে পারেন না : "বন্ধ করচেন, আবার খুলচেন—দুরকমের দুটো কাজ একসঙ্গে হয় কী করে?"

"কী করে হয় বলতে পারব না হুজুর, তবে এইটুকুই শুধু বলতে পারি যে হচ্ছিল। একটা খুলচেন আরেকটা বন্ধ করচেন—একটার পর একটা ঘটে যাচ্ছে।" প্রাণকেষ্ট প্রাঞ্জল করার জন্যে প্রাণপণ করে।

"বুঝেচি—" হাকিম মাথা নেড়ে বলেন : "আচ্ছা বলে যাও।"

প্রাণকেষ্টর করুণ সুরে শুরু হয় পুনরায়।

"—তখন উনি দেখলেন যে কন্ডাকটার বাসের দোতলার দিকে হেলতে দুলতে রওনা দিল। অতএব, আবার উনি ওঁর হাতব্যাগ খুললেন, খুলে মানিব্যাগ বার করলেন, মানিব্যাগ বার করে হাতব্যাগ বন্ধ করলেন—কোনটার ভাগ্যে কী ঘটচে ভালো করে লক্ষ করুন হুজুর। তারপর হাতব্যাগ বন্ধ করে মানিব্যাগ খুললেন, মানিব্যাগ খুলে তাঁর আনিটি যথাস্থানে রাখলেন। রেখে মানিব্যাগ বন্ধ করলেন, তারপর তাঁর হাতব্যাগ খুললেন, খুলে মানিব্যাগটি রাখলেন

www.MurchOna.com

ভেতরে—রেখে হাতব্যাগ বন্ধ করলেন।...তারপর তিনি কন্ডাকটারকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখলেন—দেখে ফের তাঁর হাতব্যাগ খুললেন, খুলে মানিব্যাগ বার করলেন, বার করে হাতব্যাগ বন্ধ করলেন, তারপরে মানিব্যাগ খুললেন, খুলে একটা আনি বার করলেন এবং মানিব্যাগ বন্ধ করলেন—"

হাকিম আর সহ্য করতে পারেন না। "থামো—থামো।" বিশ্রীরকম চেঁচিয়ে ওঠেন তিনি: "তুমি আমায় পাগল করে দেবে দেখছি!'

"আজ্ঞে,' আমারও ঠিক তা-ই হয়েছিল বোধ হয়।" ম্লান হাসির সঙ্গে করুণ স্বরের মিকচার করে প্রাণকেষ্ট জানায়, "কিন্তু বলচেন সব কথা খুলে বলতে, কিচ্ছু না গোপন করে—আমারও না বলে উপায় নেই। যেমন-যেমনটি আমি দেখেছি তেমন-তেমনটি হুজুরকেও আমি দেখাতে চাই। তারপর তিনি করলেন কি, মানিব্যা বন্ধ করে হাতব্যাগটা খুললেন, খুলে—"

"বটে? দেখাতে চাও? আমাকে দেখাতে চাও? আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকেই দেখাতে চাও? য়্যাদ্দুর আস্পর্ধা!"

হাকিমের চোখমুখ যেন কীরকম হয়ে ওঠে—তাঁর হুকুম কি হুমকি, সঠিক বলা যায় না, আদালতের কড়িবরগা পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়।

"তবে এই দ্যাখো।" এই বলে হাকিম আসন ছেড়ে উঠে, কাঠগড়ার কাছে গিয়ে প্রাণকেষ্টর গালে দারুণ এক চড় বসিয়ে দেন। বলেন—'এই দ্যাখো তবে। হয়েছে এবার?'

"হুজুর, আমিও এর বেশি কিছু আর করিনি।" প্রাণকেষ্ট সকাতরে দেখায়- "এখন দেখলেন তো হুজুর!"

৩

বাসের পর ট্রামপর্ব। মানে ট্রাম থেকেই যার সূত্রপাত হয়েছিল—প্রাণঘাতী সেই কাহিনীতে প্রাণকেষ্টর সঙ্গে এবার আরেক অনুপ্রবেশ। অণুর প্রবেশ। টানাটানির মধ্যে অতঃপর এক অনুস্বর যোগ।

শনিবারের ট্রামে যা ভিড়! প্রাণকেষ্ট তাই বুদ্ধি খরচ করে অণুকে আসতে বলেছিল, অফিস-ফেরতা একসঙ্গে ফিরবে, কিন্তু তার ফলে একটুও সুবিধে হলো না। মেয়ে-সঙ্গীর খাতিরে মহিলা আসনে পাশাপাশি বসবার পাসপোর্ট সে পেল না, অকৃত্রিম মেয়েদের দ্বারাই তা প্রায় ভরতি হয়ে গিয়েছিল।

তবে একটু পরেই সেই পরমার্থ দেখা দিল—একটি মেয়ে উঠে যেতেই প্রাণকেষ্ট অণিমার পাশে বসতে গেল।

"আঃ, বাঁচলাম।" হাঁগ ছেড়ে বলল ও : "লোকে যে বলে পরের ওপর নির্ভর কোরো না, মানুষ হতে চাও তো নিজের পায়ে দাঁড়াও,—তার কি কোনো মানে হয়। বাব্বাঃ, যা ভিড়! এর মধ্যে পরের পা আলাদা রাখি কী করে? পরের পায়ে না দাঁড়ানো কি সোজা ব্যাপার রে দাদা? বলে, কত লোক আমার পায়ে দাঁড়িয়ে গেল মজা করে—তার কী করছি?"

"কী বলছ?" প্রাণকেষ্টর স্বগতোক্তি অণু শুনতে পায় না।

"এই ভিড়ের কথাই বলছি। গাদাগাদির মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘেমে নেয়ে প্রাণ যায়। ইস, যতবার রুমাল বার করার চেষ্টা করছি অন্যের পকেটে হাত ঢুকে যাচ্ছে।"

"কী বলছ?" অণু জিজ্ঞেস করে।

"সত্যি ভারি অদ্ভুত কাণ্ড, সেই কথাই বলছি।" প্রারকেষ্ট বলে।

www.MurchOna.com

"কী বললে?" অণু জানতে চায় : "কিসের অদ্ভুত কাণ্ড?"

যেমন ভিড়—তেমনি গোলমাল ট্রামে। ভালো করে কিছু শোনাও যায় না। তারপর আবার প্রাণকেষ্টর বাগাড়ম্বর থেকে আসল কথা অনুমান করে নেয়াও অণুর পক্ষে কঠিন।

"এই পরের পকেটে হস্তক্ষেপ করা—ইচ্ছে এবং প্রয়োজন না থাকলেও। যারা পকেট মারতে ভালোবাসে তারাও বোধ হয় এমন ঠাসাঠাসি পছন্দ করবে না। এ ধরনের গায়েপড়া ভিড় তাদের নিশ্চয় দমিয়ে দেয়—আমি হলপ করে বলতে পারি।"

"তুমিই জানো।" অণুর একবাক্যে সায়।

"এক মিনিট অন্তর ট্রাম থামছে, কেনই-বা থামছে কে জানে! একজনেরও তো নামবার নাম দেখিনে, সতেরোজন করে ঢুকছে তার ওপর। ঢুকছে তো, কিন্তু কোথায় যে সেঁধুচ্ছে খোদাই জানেন!"

ট্রাম এবং ট্রামযাত্রী—উভয়ের গতিবিধির ব্যাপারে প্রাণকেষ্টকে ভারি খাপ্পা দেখা যায়।

"কোথায় সেঁধুচ্ছে আমি কি তা জানতে চেয়েছি?" অণুর বেখাপ্পা প্রশ্ন।

কিন্তু অণুর ঐ ধরনের প্রশ্ন প্রাণকেষ্টকে নিরত্তর করে দেয়। ওর সমস্ত ঊর্মিমুখরতা যেন অভাবিত তুষারপাতে অকস্মাৎ জমে আসে। প্রাণকেষ্ট চুপ করে থাকে। সামনের আসনের লম্বাপানা এক ছোকরার ঘাড়ের দিকে অণু একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে; চুপটি করে তা-ই সে দেখে।

"দেখেছ?" অণু তার মাথার কাছে মাথা নিয়ে এসে বলে। যুবকটির ঘাড়ের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়।

"দেখেছি। কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে কোপ দেবার মতন বটে!" প্রাণকেষ্ট কেন কে জানে, ছোকরার উপর দস্তুরমতো কোপান্বিত।

"দেখে আমার মনে পড়ল।" অণু জানায় : "ভালো করে তাকিয়ে দ্যাখো না।"

"কী দেখব?" প্রাণকেষ্টর বিষদৃষ্টি দেখা যায়—"দেখছি তো, দেখবার কী আছে?" অনুরোধের উত্তরে অনুযোগ না করে সে পারে না—"ভাঙবার মতন ঘাড় নয়।"

"ভদ্রলোকের কান দুটো-একটু অদ্ভুত নয় কি? লক্ষ করেচ?"

প্রাণকেষ্টকে এতক্ষণ একচোখো দেখা গেছল, কিন্তু এবার সে কানখাড়া করে বলে—"স্‌স্‌স্‌—। চুপ! শুনতে পাবেন ভদ্রলোক।"

ভালো করে তাকিয়ে দেখলে ভদ্রলোকের কান দুটি বেশ একটু বেমানান বলেই মনে হয় বটে, পঠদ্দশায় দারুণ গুরুমশাইসুলভ হওয়ার দরুন কি না বলা কঠিন। রাম-শ্যাম-যদুরা যে-ধরনের কান সচরাচর ব্যবহার করে, এ-দুটি তার চেয়ে একটু বড় মাপের। এতাদৃশ লম্বা-চৌড়া কানের বোঝা ঘাড়ে করে বয়ে বেড়ানোর কোনো মানে হয় না সেকথা ঠিক, কিন্তু কান তো এখন অবধি লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যেই সাব্যস্ত। এবং সাম্যবাদের আমল না আসা পর্যন্ত যতই দৃষ্টিকটু হোক, একজনের কানে অপরর হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার নেই, নজর দেবারই-বা কী আছে? কানের ওপরে সরকার এখন কোনো ট্যাক্‌সো বসায়নি। যদিও অদূর ভবিষ্যতে বসাবেন কি না এখনকার দিনে সেকথা জোর করে বলা খুব শক্ত : তা হলেও, কানকেষ্টর দিকে তাকিয়ে প্রাণকেষ্ট, দৃশ্যটির যতই খুঁত থাক, খুঁতখুঁত করার কোনো কারণ পায় না।

www.MurchOna.com

"দেখে কী মনে হচ্ছে?" জিজ্ঞেস করে অণিমা।

"কী মনে হবে?' প্রাণকেষ্ট বলে। "মনে হওয়া-হওয়ির কী আছে?"

বাস্তবিক, এমন এক কর্ণশালীর বিষয়ে কেবল তার প্রিয়জন ছাড়া প্রয়োজন বোধ করে আর কারও উৎকর্ণ হবার কোনো গরজ আছে বলে প্রাণকেষ্টর মনে হয় না।

"রবিবারের খবর-কাগজের একটা ছবির কথা আমার মনে পড়ছে"—অণু প্রকাশ করে। "কিসের ছবি বলো দেখি?"

"আমি কী করে জানব?"

"খরগোশের।" খবর দেয় অণু।

"খরগোশ?"

"এখন এই ভদ্রলোকের কান দেখে মনে পড়ল। কিন্তু তখনই, সেই ছবি দেখেই আমি এঁচে রেখেছিলাম, কয়েকটা খরগোশ আমাদের চাই—চাইই—না হলেই নয়।"

"তা-ই নাকি?" প্রাণকেষ্ট হাঁপ ছাড়ে।

খরগোশের ছানা পোষার কিছুমাত্র উৎসাহ যে ওর নেই, এই কথাই প্রাণকেষ্ট প্রতিবাদ-ছলে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নামবার জায়গা এসে পড়ায় তাকে থামতে হলো। কিন্তু নামবার পরেও অণু থামল না। নিজের বাড়ি অবধি সারা পথ খরগোশের রূপগুণের ব্যাখ্যা করতে করতে চলল।

প্রাণকেষ্ট চুপ করে চলেছে, বেশি কথা বাড়ায়নি। কী থেকে কিসে গড়ায়, কিছুর ঠিক নেই। রবিবারের কাগজ থেকে ভদ্রলোকের কান, তার থেকে এখন কোথায় এসে হাজির! তেমনি আবার ভুলতেই-বা কতক্ষণ? খরমুজ পেলেই হয়তো খরগোশকে ভুলে যাবে।

কিন্তু পরের রবিবারে অণুদের বাড়ি গিয়েই নিজের অজ্ঞানতার পরিধি তার চোখে পড়ল। খাঁচার মধ্যে আনকোরা একজোড়া খরগোশ। আর অণুর উৎসাহ দ্যাখে কে!

ওর ভালোবাসাই এমনি। কখন কার ওপর যে নজর পড়ে! আর একবার নজর পড়লে হয়। চোখে লাগলেই তাকে মনে ধরে।

আর, মনে ধরলেই হয়েছে। তখন পছন্দসইয়ের জন্যে কী না করে।

এই খরগোশের ব্যাপারেই দ্যাখো-না! প্রথমে সেই ভদ্রলোকের কানের ওপরে মায়া—তারপরে সেই শুভদৃষ্টি থেকে এই কাণ্ড। একজনের কান থেকে, কানের ওপর টান থেকে, কোনখান থেকে এই দু-দুটো প্রাণীর আমদানি। প্রাণকেষ্ট আগাগোড়া সবটা অনুধাবন করে দেখবার চেষ্টা করে। অণুর সঙ্গে দৌড়তে দৌড়তেই অনুধাবন করে—না করে উপায় ছিল না—অণুর যা হ্যাঁচকা টান! উত্তেজিত অণু একতলার থেকে টানতে টানতে চিলেকোঠায় খরগোশের খাঁচার কাছে তাকে ধরে নিয়ে যায়।

"এই—এই। করচ কী? জামা ছিঁড়ে যাবে যে!" প্রাণকেষ্ট বিব্রত হয়ে পড়ে। কিন্তু অণুর কোনো হুঁশ নেই। কে বলছে—আর কেইবা শোনে?

"আহা দেখেচ। কী সুন্দর, দ্যাখো দ্যাখো।" অণু দেখতে দেখতে উছলে ওঠে : "তোমার সারাজীবনে এমন একজোড়া দেখেচ কখনও? আমি তো দেখিনি।"

প্রাণকেষ্ট যে কখন দেখেনি, তা মিথ্যে নয়। ওরা যে দর্শনীয়ের মধ্যে গণ্য,

www.MurchOna.com

তাও তার মনে হয় না। তবু সে কিছু বলে না। কথাটা অনুচ্চারিত থাকাই সে শ্রেয় জ্ঞান করে।

"মাত্র বারো টাকা সাড়ে ছআনা।" অণু বলতে থাকে : "কেবল তাতেই খরগোশ দুটো অমনি আমায় দিয়ে দিল। অমনি ছাড়া কি? বারো টাকা সাড়ে ছআনা কি আবার একটা দাম নাকি? —কেমন, লাভ করিনি খুব? এখন, বলো দেখি, এদের দুজনের মধ্যে কাকে তোমার পছন্দ?"

অগত্যা, বারো টাকা সাড়ে ছআনার বাহুল্যে বিনামূল্যে প্রাপ্ত খরগোশদের সম্মুখে একটা বালতি উপুড় করে প্রাণকেষ্টকে বসতে হয়। ওদের দুজনকেই ওর খুব পছন্দসই লাগছে সেকথা বললে পাছে অণু প্রাণে ব্যথা পায়, তাই বেমালুম চেপে যায়।

"দুজনের কী নাম দেয়া যায় বলো তো? ভালো দেখে দুটো নাম ভাবতে হবে কিন্তু!" অণুকে ভাবিত দেখায়।

প্রাণকেষ্টর ভাবনাটা তখন একটু অন্যদিকে চলেছে। বন্যদৃষ্টিতে সে খরগোশ দুটোকে তাকিয়ে তাকিয়ে দ্যাখে।

"বড্ড ছেলেমানুষ। এখন কোনো জ্ঞানবুদ্ধি হয়নি এদের।" অণু বাতলায়।

"তা বটে। সংসারকে চিনতে শেখেনি এখন।" প্রাণকেষ্ট বলে : "তা বেশ, এখন যখন আমাদের পরিচয় হয়ে গেল তখন আর আলাপ জমাতে দেরি কী? তুমি রান্নাঘরের খবর নাওগে, আমি ততক্ষণ দেখি এদের।"

"কী দেখবে শুনি?" প্রাণকেষ্টর বলার ধরনে ওর খটকা লাগে।

"মানে, সংসারকে এদের চেনানো যায় কি না দেখা যাক।'

"তার অর্থ?"

"তার অর্থ অচিরে স্যান্ডউইচের মধ্যেই টের পাবে।"

"য়্যা-য়্যাঁ-কী বললে?" আর্তনাদ করে ওঠে অণিমা।

"কী হলো?" অণুর চিৎকারে ও চমকে ওঠে। "হলো কী?"

"কী বললে তুমি?" তুমি—য়্যাতো নিষ্ঠুর হতে পারো? এই ননির পুতলি দুটোকে—প্রাণ ধরে—উঃ, তুমি কী নিষ্ঠুর গো!" অণু ওর বেশি আর বলতে পারে না।

"অত কেন ভাবছ তুমি? এমন করে আমি কাজ সারব যে ওরা টেরও পাবে না। একটুও লাগবে না ওদের।" প্রাণকেষ্ট আশ্বাস দেয় : "তুমি নির্ভয়ে আমার হাতে ছেড়ে যেতে পারো।'

"ছেড়ে যাব? তোমার হাতে?" অণু গর্জে ওঠে। "আর আমার চোখের আড়ালে তুমি ওদের ধরে খুন করবে? ইস। কী করে যে তুমি বলতে পারলে তা-ই আমি ভাবছি।"

"কিন্তু—"

"এক্ষুনি তুমি আমার চোখের সামনে থেকে চলে যাও। আমি এ-জীবনে আর তোমার মুখ দেখব না।"

"একথা মন্দ নয়।" প্রাণকেষ্ট বললে : "কিন্তু দেখো, যেন একলা এক শা মুখে তুলো না। ওদের অন্ত্যেষ্টির দিনে আমি যেন খবরটা পাই। শ্রাদ্ধের ভোজে বাদ যাইনে যেন।"

"আশ্চর্য। কী করে যে ভাবতে পারো!" অণু গালে হাত দিয়ে ভাবে : "ওদের আমি প্রাণ ধরে কখন গালে পুরতে পারি, একথাটা ভাবাই যে ভয়ানক! ওদের

www.MurchOna.com

আমি কত ভালোবাসি তা তুমি জানো? ওদের এক গরাসও মুখে তুলতে গেলে দুঃখে আমার বুক ফেটে যাবে।"

বলতে বলতে ওর চোখে জল এসে যায়।

জল প্রাণকেষ্টরও এসেছিল, তবে চোখে নয়, অন্যত্র। জিভের জলাঞ্জলি দিয়ে খরগোশ-স্যান্ডউইচের স্বপ্ন দেখছিল সে। কিন্তু জিনিসটা এমন, স্বপ্নে ঠিক দেখা যায় না-চেখে দেখলেই ঠিক হয়।

"বেশ তুমি যদি ওদের পুষতে চাও, সে আলাদা।" প্রাণকেষ্টও পোষ মানে অবশেষে : "তা হলে আমি ওকথা বলিনি। তা হলে আমার ওকথা তুমি ভুলে যেতে পারো।"

"ও। তুমি বুঝি আমায় পরখ করছিলে? তা-ই বলো!"" অণু বলে : "আমিও তো তা-ই বলি, তুমি এমন অবুঝ হতে পারো কখন? তোমার মন তো পাষাণ নয়। সত্যি, তুমি লক্ষীটি।"

একটু আগের রাগের কথা ভুলতে অণুর যে এক মুর্হূতের বেশি লাগেনি, এই কথাটা জানাতে প্রাণকেষ্টর জন্য তক্ষুনি সে চা-জলখাবার বানাতে বসে। প্রাণকেষ্ট তারপর আর খরগোশের কথা পাড়ে না।

কয়েক রবিবার কেটে গেছে তার পর। অণু আর-একদিন প্রাণকেষ্টকে নিতে এসেছে আপিস থেকে।

"একী। গলায় তোমার ওটা কী? এ যে মহারানির মতো সেজে এসেছি দেখছি!" অণুর পারিপাট্যে প্রাণকেষ্ট চমৎকৃত।

"আমার জামার এই ওপরটা কিসের তৈরি বলো দেখি?" অণু জিগেস করে।

"কী করে বলব? চামড়ার তো দেখছি। হরিণের চামড়া-তা-ই না?"

"হলো না, হলো না। হরিণের কি এত সুন্দর আর এমন লম্বা লম্বা রোঁয়া হয়?" অণিমা হেসে ওঠে-"খুব সুন্দর মানিয়েছে আমায় কি বলো?"

"কিসে তোমাকে খারাপ মানায়-তা তো জানিনে।" প্রাণকেষ্ট জানায়।

"এ তো আমার গত বছরের লেডিজ কোটটা, তুমি ধরতে পারছ না? কেবল এর গলার কলারের কাছটা চামড়া দিয়ে-কিসের চামড়া বলো দেখি? হরিণকে আর এমন চামড়া পেতে হয় না।"

হরিণের না হলে বাঘ, ভাল্লুক, গণ্ডার-আর কার ঋণ হতে পারে প্রাণকেষ্ট ঠিক ঠাওর পায় না। তবে তার নিজের চামড়া যে নয়, এইটুকু জেনেই সে অপ্যায়িত।

"আমার...আমার সেই—আমার সেই খরগোশের——" অণু আস্তে-আস্তে ভাঙে।

"য়্যাঁ? তুমি-তুমি বলেছিলে না যে-"

"বলেছিলাম ঠিক। বলেছিলাম যে ওদের আমি ভালোবাসি। সেকথা আমার মিথ্যা নয়।" অণুর গলার স্বর গাঢ় হয়ে আসে : "তাই তো ওদের স্মৃতিচিহ্ন আমার গলায় জড়িয়ে রাখলাম। কোনোদিন কি ওদের কথা আমি ভুলতে পারব-তুমি ভাব? আহা, কী মিষ্টিই যে ওরা ছিল!"

"য়্যাঁ-চেখেও দেখেছ নাকি?" প্রাণকেষ্ট অবাক আরও : "কেবল গলদেশেই নয়, গলার তলদেশেও ঠাঁই দিয়েছ বুঝি?"

"পাগল? তা কখন পারা যায়? এতদিন ধরে এত ভালোবাসবার পর? আমি কি মানুষখেকো নাকি? বলেছিলাম না যে, ওদের এক গ্রাসও আমি মুখে তুলতে পারব

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

না? পারলামও না। মা খুব ভালো করেই রেঁধেছিলেন-কী চমৎকার গন্ধ যে বেরিয়েছিল! কিন্তু মুখে তুলতে গিয়ে আমার চোখে জল এসে গেল।"

"আহা, বেচারিরা!" প্রাণকেষ্টর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। ভালোবাসা এমনই মারাত্মক যে, তার ছোঁয়াচ পাত্রাপাত্র বিচার করে না। খাদ্য-খাদকের ভেদ বিলোপ করে। এক থেকে অন্যে গড়ায়।

"পাশের বাড়ির মেয়েটি আমার বন্ধু। তাকেই ডেকে এনে খাইয়ে দিলাম। তার খরগোসের চামড়ার কোটটা দেখেই জামার আইডিয়াটা আমার এসেছিল কিনা?"

৪

এহেন অণুকে নিয়ে প্রাণকেষ্ট সেবার তার দেশের বাড়িতে এসেছে। শহরের একঘেয়ে জীবন থেকে খানিকটা হাওয়া বদলাতে রাজি করিয়েছে ওকে। পাহাড়ে, পশ্চিমে যাওয়া, সে তো আছেই-এবার নাহয় দেশের দিকেই ফিরে তাকাল একবার।

কিন্তু দেশে কী যে আছে দেখাবার, এবং দেখবারও বটে, সেটা হাড়ে-হাড়েই টের পাচ্ছে দেশপ্রেমিক প্রাণকেষ্ট। শহরে তবু একঘেয়ে জীবন-এখানে শুধুই বন। কচুবন, ঘেঁটুবন, আম, জাম, কাঁঠাল-রাজ্যের যত বনেরা বনবন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে।

অণুর মন যোগাতে প্রাণকেষ্ট তাই সদাসন্ত্রস্ত। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই প্রাতরাশের কথা মনে পড়ল ওর।—"কী খেতে চাইবে এখন কে জানে!" আপনমনেই বলল ও।

অণু তখন গাঢ় নিদ্রায় অচেতন। তার কপালে রেখা পড়তে দেখা গেল। সূর্যের কিরণলেখা যেমন উষার ললাটে অবলীলাক্রমে লীলায়িত হতে থাকে প্রায় তেমনি। "ডিমসেদ্ধ কি অমলেট পেলে খেতে পারি।" নিদ্রাজড়িত স্বরে জবাব দিয়েছে সে।

"বেশ। ডিম আছে, বাড়িতেই আছে, আমার বিশ্বাস।" উঠে পড়ল প্রাণকেষ্ট : "ঝিয়ের কাছে খবর নিচ্ছি আমি।'

"ডিম আছে বাড়িতে?" ঝিকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছে সে।

"না। নেই তো!"

কেন নেই, কেনই-বা যোগাড় করে রাখা হয়নি? এই প্রশ্ন প্রাণকেষ্টর গলায় ঠেলা মেরে উঠলেও সে সামলে নিল। নিরীহ সুরে বলল : "গোটা দুয়েক যোগাড় করতে পারো ঝি? যদি মুরগির নেহাত না পাও, হাঁসের হলেও চলবে।—নিদেন একটা?"

"কোথায় পাব? এই সাতসকালে?" ঝিয়ের ঝঙ্কার।

"আচ্ছা আমি নিজেই দেখছি। তুমি উঠে হাতমুখ ধুয়ে তৈরি হও, আমি আনছি ডিম। তারপর স্টোভ ধরিয়ে আমি নিজেই তোমায় অমলেট বানিয়ে দেব।" এই কথা বলে (ঝিকে নয়, অণুকেই বলে) প্রাণকেষ্ট মুখহাত না ধুয়েই বেরিয়ে যেতে প্রস্তুত। আগে ডিম, তার পরে অন্য কথা।

"একবার ভাঁড়ারঘরটা খুঁজে দেখি আগে। থাকতে পারে ডিম।"

ভাঁড়ারঘর এবং রান্নাঘরের সমস্ত হাঁড়িকুড়ি হাতড়ে দেখা গেল-কিন্তু সব

www.MurchOna.com

ভাঁড়েই ভবানী। এঘরের ওঘরের আনাচ-কানাচ তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো-কোথাও নেই।

"কী আশ্চর্য! কোথাও একটা ডিম নেই গো! অদ্ভুত বাড়ি বটে!" হাঁপ ছাড়ল প্রাণকেষ্ট।

এ-তাক ও-তাক-বাক্স প্যাঁটরা তোরঙ্গ তছনছ করে ফেলা হলো-বৃথাই। অবশেষে সুটকেস হাতড়াতে গিয়ে শার্ট পাঞ্জাবি ইত্যাদির তলায় ডিমের মতন কী যেন একটা ঠেকল ওর হাতে। অশেষ উৎসাহে তুলে নিয়ে দেখল প্রাণকেষ্ট, নাঃ, ডিম নয়। দাড়ি কামাবার সেফটি সেট। সাগ্রহে একবার দেখে তারপর সুটকেসেই অবশেষে তাকে রেখে দিল-"না, এখন নয়। ফিরে এসেই কামানো যাবে।— পাড়ায় ডিম পাওয়া যায় কি না দেখা যাক।"

"খুব বেশি দেরি হবে না তো ফিরতে তোমার?" জিসে করল অণু।-শুয়ে শুয়ে এতক্ষণ সে মুগ্ধদৃষ্টিতে প্রাণকেষ্টর কার্যকলাপ দেখছিল।

"নাঃ, দেরি কিসের? যাব আর আসব।" প্রাণকেষ্ট জানায়। সীতার জন্যে স্বর্ণমৃগের সন্ধান বেরুতে রামচন্দ্রের প্রাণ কেমন করেছিল কে জানে, কিন্তু অণুর খাতিরে ডিমের মৃগয়ায় বার হতে প্রাণকেষ্টর বেশ আরাম লাগে। মনের মধ্যে ভিন্ডিম বাজে।

দৃঢ়চেতা প্রাণকেষ্ট হনহন করে বেরিয়ে পড়ে। এত সকালে তাকে দেখে জনৈক পড়শি পথের মধ্যে থমকে দাঁড়িয়েছিল, প্রাণকেষ্টর প্রশ্নাঘাতে একটু দাড়ি চুলকে সে বলল-"ডিম? ডিম কোথায় পাওয়া যায় তা তো বলতে পারব না। তবে একটু এগিয়ে বাজারের কাছটায় নতুন চায়ের দোকানে দেখতে পারেন। যদি থাকে ঐখানেই থাকবে। তবে সঠিক করে কিছু..."

কিন্তু শ্রোতা ততক্ষণে নতুন চায়ের দোকানের এলাকায় গিয়ে পৌঁছেছে।

"না মশাই, ডিম আমরা রাখি না। ডিম আর পাড়াগাঁয় কটা লোক খায় বলুন রোজ? ডিম রাখলে পচে যায়। দুপয়সা কাপ চা, তারই দাম পাই না মশাই, তার ওপর আবার ডিম?—"

অত কৈফিয়ত শোনবার তার সময় নেই। ততক্ষণে সে পাশের বেগুনির দোকানে পাশ ফিরেছে।

গ্রহবৈগুণ্য আর কাকে বলে? বেগুনিওয়ালি তো ডিমের নামোচ্চারণেই নৃত্যকালী। কপালে করাঘাত করে সে চেঁচিয়ে উঠেছে- "ডিম? এই সকালে ডিম? এখন বউনি করিনি আর প্রথমেই তুমি অযাত্রা ওই ডিমের নাম করলে?—" সে হায় হায় করতে থাকে।

সেখান থেকে পালিয়ে প্রাণকেষ্ট আরেক দোকানে হানা দিল। দোকানের মাথায় আলকাতরা-লাঞ্ছিত দেবাক্ষরে তক্তার সাইনবোর্ড লাগানো : "আমরা গেরস্থর যাবতীয় জিনিস সর-বরাহ করি।"

এখানে আবার পাছে সেই বউনির গেরো বাধে-প্রাণকেষ্ট আগেই আধসেরটাক গুড় কিনে বসল। তারপর দোকানির কানের গোড়ায় ফিসফিস করে বললে, (ঠিক যেমন করে লোকে কোকেনের খোঁজ করে থাকে) "ভায়া, আমাকে গোটা দুই ডিম দিতে পারো? বড্ড দরকার।"

শুনে দোকানদারের হাসি আর ধরে না। "ডিম? শহরে বাস করলে লোকে রসিক হয় বাস্তবিক-শহরের লোকেরা-"

রসিক ছাড়াও আরও কী কী হয়, গোরু ভেড়া গাধার মতো কোনো চতুস্পদ

www.MurchOna.com

হয় কি না এই ধরনের আর মন্তব্য হয়তো ওর ছিল, কিন্তু আট্টহাসির দ্বিতীয় চোট এসে পড়ায় সেটা চাপা পড়ে যায়।

প্রাণকেষ্ট বিরক্ত হয়ে আধসের গুড় ঘাড়ে করে বেরিয়ে পড়ে। এবার গাঁয়ের চৌকিদারের সঙ্গে দেখা। যে-লোকটা এত চোর-ডাকাতের খবর রাখে সে কি আর একটা ডিমের খোঁজ দিতে পারে না? আইনের রক্তচক্ষু যদিও, তবু অণুর কোমল দৃষ্টির কথা স্মরণ করে তার সামনে এগিয়ে যেতে সে ভীত হলো না। চৌকিদারকেই গিয়ে পাকড়াল।

"ডিম? ডিম ইখানে কুথাও পাবা না। দাগি আসামির মতো ডিম সব চালান যায়। এই রাস্তা ধরে দেড় মাইল গেলে রহমান মিঞার বাগান মিলবে, তিনি মুরগি পোষে আমি জানি। তার লগে গিয়ে মাগলে দুএকটা ডিম তিনি দিতে পারে, মর্জি করে যদি।" বলে চলে গেল চৌকিদার।

ডিমের লালসা পরিত্যাগ করবার প্রাণকেষ্টর বাসনা হলো বারেক। কিন্তু লালসা তার নিজের নয়, নইলে ঘোড়ার ডিমের পাঠশালা থেকে একদা যেমন সে পালিয়েছিল, তেমনি এই ডিমের ত্রিসীমানা থেকে পালিয়ে যেতেও তার কোনো দ্বিধা ছিল না। কিন্তু লালসা তার নিজের নয়, ঐখানেই বাধা এবং ঠিক এই কারণেই ওর এই প্রাণপণ।

এবার প্রাণপণ হন্টন শুরু হলো ওর। নিজের গাঁ ছাড়িয়ে, ছোটখাটো আরও দুএকটা গণ্ডগ্রাম ডাইনে বাঁয়ে রেখে আড়াই মাইল হেঁটে গেলে রহমতপুরে রহমান খাঁর বাগান। বাগান এবং বাড়ি।

দেড় মাইল কখন পেরিয়ে গেছে কিন্তু রহমান খাঁর বাগান আর আগায় না। সূর্য আকাশে কত মাইল উঠে গেল বলা কঠিন, বেলাবোধ হয় ন-দশটার কম নয়, হেঁটেই চলেছে প্রাণকেষ্ট। একটা ডিমের জন্য তার যথাসর্বস্ব যায়-যায়।

যেতে যেতে হঠাৎ, কোকিলের কুহুধ্বনি শুনে কবিরা যেমন চমকে ওঠে, প্রাণকেষ্টও তেমনি বিচলিত হয়ে উঠল। অদূর থেকে একটা আওয়াজ শোনা গেল—'কোকরকোঁ...'।

থমকে দাঁড়াল প্রাণকেষ্ট। বেড়াঘেরার আড়ালে একটা বাগানের মতো না? এইটাই কি তবে সেই আস্তানা—রহমান সাহেব এবং তাঁর মুরগিদের? কিন্তু কোন দিক দিয়ে পথ এবং কোন ধারে তাঁর রহমতখানা কিছু বোঝবার উপায় নেই। অগত্যা, বেড়া ফাঁক করে হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকাই প্রশস্ত বোধ করল প্রাণকেষ্ট।

এভাবে বেড়ানো, বিশেষত অপরের বাগানে, খুব নিরাপদ নয়। তবু যতটা দৃষ্টির ওপরে নির্ভর করা যায়, কোনো ধারে কেউ কোথাও নেই ভালো করে সে দেখে নিয়েছে। তারপর অদৃষ্টের ভরসা। দূরদৃষ্টি সত্ত্বেও দূরদৃষ্ট আটকানো যায় না, অনেক সময় দেখা যায়।

বেড়ার ফাঁক না বলে বেড়ার ফাঁকি বলাই উচিত। কেননা গর্তটা যেমন বেঁটে, প্রাণকেষ্ট নিজে তেমনটা খাটো নয়। কাঁটাঝোপের বেড়া, প্রাণকেষ্ট নিতান্ত সঙ্কুচিত হয়ে প্রবেশ করলেও তাদের তেমন ভদ্রতাবোধ নেই—পিঠের থেকে পাঞ্জাবির খানিকটা খাবলে নিয়েছে।

তা নিক, প্রাণকেষ্ট পৃষ্ঠভঙ্গ দেবার পাত্র না—কাঁটার আক্রোশে হাত, পা, গা এবং গাল ছড়ে গেলেও এত ক্রোশের পর সে ডিমের নাগালে এসেছে। কাঁটাকে কাটিয়ে ধুলোয় কাদায় মাখামাখি এবং কণ্টকিত প্রাণকেষ্টর বাগানে হস্তক্ষেপ—পদক্ষেপও বলা যায়। কিন্তু সমস্ত কষ্ট মুহূর্তের মধ্যে সে ভুলল, যখন

www.MurchOna.com

দেখল তার সকল কাঁটা ধন্য করে বাগানের মধ্যে ফুল ফুটে আছে। প্রায় ডজনখানেক মুরগি ঘোরাফেরা করছে এখানে-সেখানে। তার মধ্যে একটি মুরগি তো একেবারে নিস্পন্দ—নিবাত নিষ্কম্প—আসন্ন সম্ভাবনাদ্যোতক অদ্ভুত এক একাগ্রতা চোখে নিয়ে সে বসে আছে অদূরে। বড় বড় অধ্যবসায় নিয়ে বিরাট কর্মবীররা যেমন করে বসে থাকে।

একটু পরেই মুরগিটা উঠে গেল। কী যেন এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে গেলেন এমনি ডগমগ তার চালচলন। এবং তার পরিত্যক্ত স্থলে সে দেখল—স্পষ্টই দেখল মণির চেয়েও মহার্ঘ তেমনি উজ্জ্বল একটি ডিম। প্রাণকেষ্ট তার প্রাণ দেখতে পেল যেন।

সেই প্রাণের ডিমটি হাতে নিয়ে প্রাণকেষ্ট যেন তার প্রাণ হাতে গেল। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে ডিমটি তুলে যেমনি-না পকেটজাত করা, অমনি তার নজরে পড়ল এক বাঘা কুকুর। কুকুরটাও তাকে দেখেছিল।

দেখেছিল অনেক আগেই। এতক্ষণ হয়তো অবাক হয়ে ওর কাণ্ডকারখানা দেখছিল, কিন্তু এবার তেড়ে এসে প্রতিবাদ না করে পারল না। আর...সে কী প্রতিবাদ !

কুকুরের ওষুধ হচ্ছে মুগুর ও লগুড়ও হয়তো-বা, কিন্তু প্রাণকেষ্টর হাতের কাছে গুড় ছাড়া আর কিছু ছিল না। তাও ওজনে আধসেরটাক মাত্র, অগত্যা তা-ই ছুড়েই সে কুকুরটাকে তাক করল। এবং সেই ফাঁকে, ক্ষিপ্রতর হামাগুড়ি-প্রদানে বেড়ার শুঁড়িপথ ধরে লম্বা দেবার চেষ্টা দেখল।

এদিকে, গুড়ের তাল সামলে কুকুরটাও ওর পেছনে এসে লেগেছে। এসেই তার কাছায় বসিয়েছে এক কামড়। সে এক প্রাণ নিয়ে টানাটানি কাণ্ড—প্রাণকেষ্টর টানাপোড়েন। কুকুর টানে কাছা আর প্রাণকেষ্ট টানে আপনাকে। এধারে কাঁটা-ঝোপের পক্ষপাতিত্বে তার আগাপাশতলা ছড়ে যেতে থাকে।

অবশেষে উভয়পক্ষেরই জিত। প্রাণকেষ্ট প্রাণ নিয়ে গলে এল, কুকুর ওর কাছা নিয়ে চলে গেল।

যাকগে, দুঃখ নেই, ডিমের কোনো অঙ্গহানি হয়নি। অটুট অবস্থাতেই রয়েছে তার পকেটে। প্রাণে তার কোনো ক্ষোভ ছিল না, বিজাতীয় আনন্দে বরং একটা বিজয়ীসুলভ মৃদুহাস্যই বিজড়িত ছিল ওর মুখে।

প্রাণকেষ্ট এখন ফিরতি পথে। ছিন্নবেশ, ভিন্নকচ্ছ, পাগলের মতো চেহারা প্রাণকেষ্টর।

ভাবতে ভাবতে চলেছে। পৃথিবীতে অন্নকষ্টই সব নয়। অন্যান্য কষ্টও আছে। যেমন এই ডিমের কষ্ট। ভেবে দেখলে, জীবনধারণ করাই কষ্টকর। কষ্ট করার জন্য—কষ্টের ধারণা করার জন্যই মানুষের এই জীবন।

তবু মানুষের অন্নকষ্ট দূর হওয়া দরকার, কেউ-কেউ বলেন। সত্যিই কি দরকার, প্রাণকেষ্ট ভেবে দ্যাখে। যাদের অন্নকষ্ট আছে তাদের ঐ কষ্টটাই একমাত্র, আর-কোনো বালাই নেই তাদের। ডিমের কথা তারা চিন্তাই করে না।

যদি তাদের অন্নকষ্ট দূর হয়, তখনই তাদের জীবনে, প্রাণকেষ্টর মতো, ডিমের কষ্ট দেখা দেবে।

বারোটা বাজিয়ে প্রাণকেষ্ট বাড়ি ফিরল। বিমুগ্ধদৃষ্টিতে অণুর দিকে তাকিয়ে বলল ও! "ফিরতে বড্ড দেরি হয়ে গেল—না?"

www.MurchOna.com

অণিমার চোখেও পলক নেই।—"একী! এ-দশা কে করল তোমার গো?"

যে করল, তাকে চোখের সামনে দেখা গেলেও তার চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো যায় না। অন্তত : এই মুহূর্তে প্রাণকেষ্ট সেটা বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করে না।

"যেতে দাও। ও কিছু নয়। কী এনেছি দ্যাখো।" এই বলে প্রাণকেষ্ট স্মিতমুখে পকেট থেকে সেই বস্তু বার করে অণুর করপদ্মে তুলে দেয় : "এক্ষুনি পাড়া—এ জিনিস রাজারাও পায় না।" প্রাণকেষ্টর গর্ব ধরে না, তার নিজের হাতে ধরে না আর।

অণু তার হাত থেকে ডিমটা নিল। শাদার উপর বাদামি আমেজ—অদ্ভুত আভা। ডিমের রাজ্যে একটি ভিন্ডিম—নিঃসন্দেহ ! নিজেই নিজের হয়ে নিজের জয়বাদ্য বাজচ্ছে—অপর কারও পরিচয় দানের অপেক্ষা ওর নেই।

অণু বলেছে—"বাঃ !" হঠাৎ হাত ফসকে মেঝেয় পড়ে চৌচির হয়ে গেছে ডিমটা !

প্রাণকেষ্ট একেবারে হাঁ। হতভম্বতায় হতবাক। তার কপালের শিরাগুলি শক্ত হয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

"এ—এ কী করলে তু—তুমি? য়্যাঁ?"

"যাকগে ! যেতে দাও ! একটা ডিম গেলে কী যায়-আসে?" জবাব দিয়েছে অণিমা : "তুমি অমন উত্তেজিত হয়ো না। ডিমের কোনো দরকার নেই। আমার আর খিদে নেই এখন। একটু আগেই বেগুনি দিয়ে তেল-নুন-মাখা মুড়ি খেয়েছি এক ঝুড়ি—ঝি-ই এনে দিয়েছে। তেল-নুন-মাখা মুড়ি খেতে বেশ কিন্তু—যা-ই বলো বাপু !"

৫

কলকাতায় ফিরে ফিরিওয়ালার অত্যাচার ফেরারিই হতে হয় বুঝি! কলকাতার দাক্ষিণাত্য-বালিগঞ্জে এসেও নিস্তার নেই। উত্তরাপথে যাদের শুধু হাঁকডাকই শোনা যেত-রকম-বেরকমের সুরে আর ব্যঞ্জনায় এবং তাতেই ত্রাহি ত্রাহি ছিল, এখানে তারা ভদ্রবেশ ধরে বাড়ির ভেতরে এসে হামলা দেয়। উপরচড়াও হয়ে ঝামেলা করে। দূরের বিকটাসুররা এখানে নিকট। কারে কাছের থেকেও আরও কাছে। মূর্তিমান হয়ে চোখের সামনে আরও চোখা হয়ে হাজির। চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে নিজমূর্তিতে প্রকট-এখানে তাদের ক্যানভাসার-রূপ এবং এখানেও তারা তেমনি মুহুর্মুহু। আর তদ্রূপ দয়ামায়াহীন। চোখাচোখি হলেই মুখোমুখি এবং-তার পরে, হয়তোবা হাতাহাতি কাণ্ডই এক!

খবরের কাগজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে প্রাণকেষ্ট।

"কী পড়চ এত?" জিজ্ঞেস করল অর্ণিমা।

"একটা নতুন খবর-"

"নতুন খবর? কী এমন নতুন খবর শুনি?"

"একজন লোক বিজ্ঞাপন দিয়েছে-"

"বিজ্ঞাপন?" অণিমার নির্মল মুখে বিকার দেখা গেল : "বিজ্ঞাপন কি আবার একটা খবর নাকি?"

"তা হলে কী খবর-তোমার ঐ যুদ্ধ? সে তো কালকেও যা বেরিয়াছে আজকেও তা-ই-আবার কাল-পরশুও অবিকল সেই একই খবর পাবে। তারিখ-

www.MurchOna.com

পালটানা একটানা একঘেয়ে ব্যাপার-তার মধ্যে নতুনত্ব কী আছে? ওকেই বরং বিজ্ঞাপন বলতে পারো। ওর চেয়ে বিজ্ঞাপনের মধ্যে অনেক নতুন খবর থাকে-অনেক জানবার জিনিস আর অজানা জিনিস জানা যায়-তা জানো? তা ছাড়া, পড়তেও বেশ।"

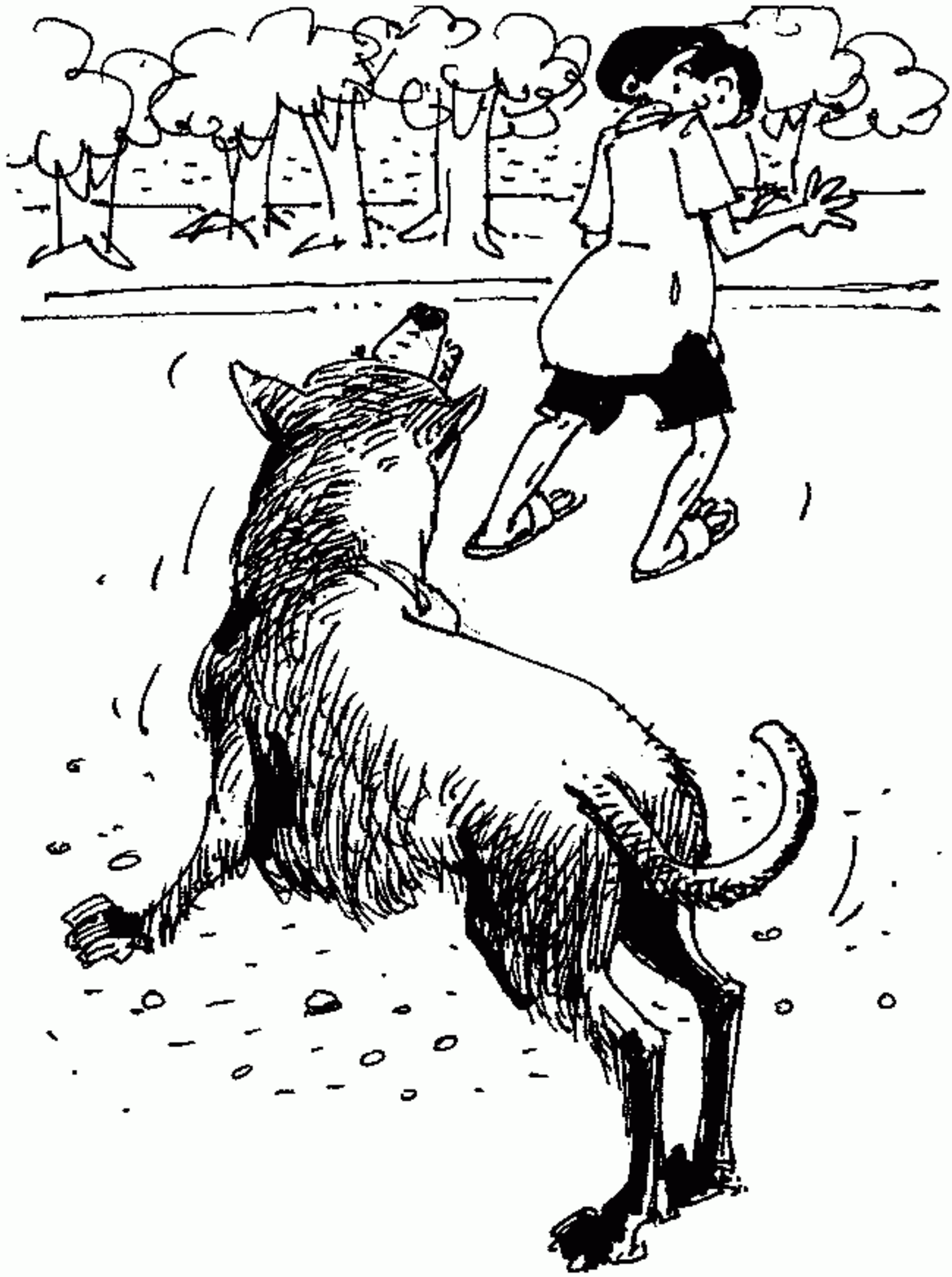

www.MurchOna.com

"তোমার মাথা! তোমার মতো বোকাদের ঠকাবার জন্যেই বিজ্ঞাপনের ফাঁদ পাতা হয়, তা বোঝো? বিজ্ঞাপনের কথায় ভুলে তোমরা যাতে-"

"যা পড়ছিলাম সেটা সেরকমের বিজ্ঞাপন না। খুব দরকারি-অবশ্যজ্ঞাতব্য একটা খবর। প্রত্যেক গৃহস্থেরই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস। ইঁদুর ধরবার আশ্চর্য এক কল-"

"ইঁদুর নয়, তোমাকে ধরবার জন্য।" অণু বাধা দিল : "বেছে বেছে আমাদের এই ধেড়েইঁদুরটিকে ধরবার এক কল বের করেছে তা কি আর আমি জানিনে?"

প্রাণকেষ্ট মুষড়ে পড়ে। একটা ইঁদুরের চেয়েও ওকে বেশি ম্রিয়মাণ দেখা যায়।

"সেবারে যেমন বিজ্ঞাপন দেখে তুমি এক ভৌতিক আয়না আনালে।" বিজ্ঞাপন এবং প্রাণকেষ্ট দুজনের বহরের আরেক দৃষ্টান্ত এনে ফেলল অণু : "ওমা, তার মধ্যে নতুন ভূত কী দেখব আবার? যা দেখলাম তাতে উঠতে-বসতে রাতদিনই দেখতে হচ্ছে।"

প্রাণকেষ্ট আড়চোখে দেয়ালের বড় আয়নাটার দিকে চেয়ে কেমন এক অদ্ভুত আকার ধারণ করল। মুখে কথাটি নেই। এই মুহূর্তে বাইরের কড়াটা নড়ে উঠল হঠাৎ। কড়া আওয়াজ শোনা গেল দরজার।

একটু কর্কশধ্বনি করেই দরজাটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে। এবং তার উন্মুক্ত পথে প্রবেশলাভ করে অত্যন্ত পরিচিতের মতো আপ্যায়িত-করা-হাসি হেসে-অণিমাকে সম্বোধন করে এগিয়ে এসেছে এক অভিব্যক্তি।

"নমস্কার গিন্নিমা-"

"দরকার নেই।" বলল অণিমা। সম্বোধনে প্রথমা হয়েই সে সম্বন্ধ চুকিয়ে দিতে চায়।

"নতুন ডিজাইনের ভালো ভালো-" তবুও সে-লোকটা বলতে ছাড়ে না।

"কোনো দরকার নেই।" আরম্ভর সূচনাতেই তার আড়ম্বর থামাতে চায় অণু।

"খুব পছন্দসই কতকগুলো জিনিস এনেছিলাম।" আদৌ দমবার পাত্র নয় আগন্তুক।

"একদম দরকার নেই-বলছিনে?" সেও যেমন মরিয়া, অণিমারও তেমনি মারমূর্তি।

"যদি দেখতেন একবারটি দয়া করে। এমন সব জিনিস এত সস্তায় এর পরে আর পাবেন না দিদি।"

"পেতেও চাইনে। একেবারেই দরকার নেই আমাদের। তুমি অন্য বাড়ি দ্যাখো বাপু।" দৃঢ়স্বরে এই বলে অণু ততোধিক দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে, মাছি তাড়ানোর মতোই লোকটাকে ভাগিয়ে দিয়ে দরজা ভেজিয়ে এল।

প্রাণকেষ্ট এতক্ষণ বিস্মিত নেত্রে অণিমার ক্রিয়াকলাপ দেখছিল। ওর শক্তিমত্তায় একটু ঈর্ষাও বোধ করছিল বুঝি। সপ্রশংস গলায় সে গলে পড়ল এবার-

"তুমি বাহাদুর বটে অণু!"

"ওদের সঙ্গে এ ছাড়া আর অন্য কোনো ব্যাভার নেই। ও-পাড়ায় কেবল-কানের মাথা খেত-এ-পাড়ায় ভোল বদলে চোখে ধুলো দিতে আসে।"

"বলেছ ঠিক। কিন্তু আমি বোধ হয় এতটা কঠোর হতে পারতুম না।"

"তাই তো ভুলিয়ে-ভালিয়ে যত রাজ্যের ভ্যাজাল সব গছিয়ে যায় তোমায়। সেদিন এমন এক মুগো কিনলে"-ক্ষোভে অণিমার গলা জড়িয়ে আসে।

www.MurchOna.com

বাস্তবিক, সে-দুঃখ ফুরোবার নয়। আড়াই টাকা গজের মুগা, এক-আধ গজ নয়-পুরো এক থান-এক ধোপেই ছোলা হয়ে দাঁড়াল। কাপড়ের সর্বাঙ্গে চাকা-চাকা গুটি বেরিয়ে গেল-এমন চাকচিক্য যে, তার দিকে তাকানোই যায় না। বসন্ত-লাঞ্ছন সেই বুটিদার চেহারা দেখলে তাক লাগে। তার শার্ট পরে প্রাণকেষ্ট বাড়ির বাইরে বেরুতে পারে না, আর তার ব্লাউজ গায়ে দিয়ে ঘরের মধ্যেও অণিমা লজ্জায় ঘেমে ওঠে।

"মুগার কথা আর বোলো না।" প্রাণকেষ্ট সকাতরে বলে।

মুগার কথা আর বলে না অণিমা। এখন আর বলে না। আপাততর মতন ক্ষান্ত দেয়।

"আমি সেলাইটা শেষ করিগে। তুমি ততক্ষণ বসে বসে কাগজ পড়বে তো এখানে? ফের যদি কোনো হতভাগা এখানে মরতে আসে, ফেরি করতে আসে কিছু, হাঁকিয়ে দিতে দেরি কোরো না। বুঝেচ?"

প্রাণকেষ্টও বুঝছে, আর তার একটু পরেই বোঝা-হাতে আর-এক জন হাজির।

"আপনার বন্ধু চৌধুরীমশায়ের কাছ থেকে আসচি। আপনি-আপনিই কি-?"

"হ্যাঁ, আমিই শ্রীপ্রাণকেষ্ট পতিতুণ্ডি। আমার বন্ধু চৌধুরীমশাই?—"-প্রাণকেষ্ট একটু বিস্মিত হয়েই বন্ধুবর চৌধুরীমশাইকে স্মরণ করার চেষ্টা করে। "কে-চৌধুরী মশাই?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনিই আমাকে আপনার খবর দিলেন। বললেন আমার বন্ধুর উপকারটাও তা হলে করুন, এই কথাই বললেন তিনি।"

উপকারের কথা শুনে বন্ধুকে স্মরণ করার দুশ্চেষ্টা প্রাণকেষ্ট ছেড়ে দিল : "কী? কিসের উপকার?"

"আজ্ঞে, চেহারার উপকার। সেটাই কি কম কথা? আজকের দিনে অন্যান্য নানান সমস্যার মতো চেহারা ভালো রাখাও কি একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি মশাই?"

কিন্তু এ-সমস্যা নিয়ে তো সে মাথা ঘামায়নি এর আগে। তার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে জীবিকা-সমস্যার জন্য সামান্য একটু জায়গা থাকলেও চেহারার কোনো স্থান সেখানে ছিল না। নিজের চেহারা যে চাইবার জিনিস, অন্তত, নিজের চেয়ে দেখবার জিনিস, একথা কখনও তার মনে হয়নি।

"তা-ই নাকি?" অবাক হয়ে গেল প্রাণকেষ্ট।

"মুখের থেকেই শুরু করুন-না। দাড়ি যে ভালো চেহারার একটা বিরাট অন্তরায়, এটা তো আপনি মানবেন? অথচ নিয়মিতভাবে না কামালে দাড়ি আপনা থেকেই বাড়বে, বাড়বে না কি?"

"বাড়বে বইকি।" সায় দেয় প্রাণকেষ্ট : "টাকা না কামালে বাড়ে না, কিন্তু দাড়ি না কামাতেই বাড়ে।"

"ঠিক বলেছেন।" লোকটি বলে : "কিন্তু দাড়ি তো কামাবেন, কিন্তু নিয়মিতভাবে কামাতে হলে ব্লেড চাই। সেই ব্লেড পাচ্ছেন কোথায়?"

"পাচ্ছি না তো! কামাচ্ছিও না।" প্রাণকেষ্ট নিজের দাড়িতে হাত বুলিয়ে দেখাল। হাতে-হাতেই প্রমাণ।

"তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু দেখে কোনো সুখ নেই। দাড়ি কেবল মুনি-

www.MurchOna.com

ঋষিদেরই শোভা পায়। আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের শোভা পেত। আপনি কি ঋষিত্ব পেতে চান? রবীন্দ্রনাথ হবার অভিলাষী?"

"না, না, কক্ষনো না, কক্ষনো না।" প্রাণকেষ্টর ভীষণ আপত্তি দেখা যায়।

"তবে? তবে দাড়ি কেন? আমাদের ব্লেডের দ্বারা কামাতে আরম্ভ করুন। কামিয়ে ফেলুন পাত্রপাঠ। এ-ব্লেডে যাঁরাই কামিয়েছেন তাঁরাই কীরূপ আরাম পেয়েছেন, নিজমুখেই তার গুণগান করে গেছেন। মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করেছেন, এমনকি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। তাঁদের প্রশংসাপত্র আপনি দেখতে চান?"

"আপনার ব্লেড, তার মানে?" প্রাণকেষ্ট বাধা দিয়ে জানতে চায়।

"আমাদের তৈরি স্বদেশী ব্লেড। আপনার বন্ধু চৌধুরীমশায়ের ধারণা, নিয়মিত দাড়ি না কামিয়ে আপনি ভারি খারাপ হয়ে গেছেন। অবিলম্বেই কামানো আপনার পক্ষে নাকি অত্যাবশ্যক। আর, এই ব্লেড ব্যাভার করলে আপনি অতিশয় উপকার লাভ করবেন। এইজন্যই তিনি আমাকে আপনার ঠিকানা দিলেন। আমাদের এই ব্লেড-বাজারে এর তুলনা নেই।"

"কিন্তু না কামিয়ে তো আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না।" প্রাণকেষ্ট জানায়।

"কষ্ট আমাদের। কষ্ট চৌধুরী মশায়ের। আপনার বন্ধুবান্ধবদের কষ্ট। মানে, যাঁদের আপনার মুখদর্শন করতে হয়-উঠতে-বসতে আপনাকে দেখতে হয়ে থাকে—"

প্রাণকষ্টে আর সহ্য করতে পারে না, তাড়াতাড়ি বলে : "আচ্ছা, দাও তা হলে এক ডজন, দিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাও। গিন্নি এসে পড়তে পারে।"

বেশি বলতে হয় না। বারোখানা ব্লেড, প্রত্যেকটা আট আনা হিসেবে ৬ টাকা, কেবল চৌধুরীমশায়ের খাতিরে ১ টাকা কমে, নামমাত্র পাঁচ টাকা দামে দান করে ব্লেড সরবরাহকারী চক্ষের পলকে সরে পড়ে।

"পাঁচ-পাঁচটা টাকা, জলে ঠিক নয়, দাড়িতে ফেলে দিলাম। অণু কী বলবে কে জানে!" অণুমাত্র ভাবনায় ভাবিত হয়ে প্রাণকেষ্টকে বিচলিত হতে হয়। নাঃ, সদরঘরে বসে থাকলেই বিপদ। এক্ষুনি কোন মজুমদার মশায়ের প্রেরিত কে আবার এসে পড়বে হয়তো। মজা করে আরকিছু গছিয়ে আরও কিছু খসিয়ে নিয়ে যাবে। তার চেয়ে বিছানায় গিয়ে লম্বা হয়ে খবরের কাগজ নিয়ে শুয়ে পড়াই শ্রেয়। ফিরিওয়ালা সামালানো সহজ কর্ম নয়, সবার কম্মো না, অণুই পারে কেবল, আর, যার কর্ম তাকেই সাজে, অন্য সবার পক্ষে তা সাজা ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রাণকেষ্ট লোকটার পেছনে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ফিরতেই অণুর মুখোমুখি পড়ে যায়।

"উঃ, লোকটাকে ভাগাতে এত সময় লাগল তোমার! তবু তাড়াতে পেরেছ যে তাই রক্ষে! কথা শেষ হচ্ছে না দেখে ভাবলাম, লোকটা বুঝি তোমাকে শেষ করেই যাবে। তাই তাড়াতাড়ি—কী—ও কী-কী—লুকোচ্চে কী। তোমার হাতে ও কী?"

"ওঃ—অণু? আমি ভেবেছিলাম সেলাই করতে করতে তুমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছ।" অপরাধীর সুরে বোকার মতো প্রাণকেষ্ট শুরু করে।

"কী কিনেচ দেখি।" অণু এগিয়ে আসে। প্রসঙ্গান্তরে যাবার বিন্দুমাত্র ওর উৎসাহ দেখা যায় না।

"কী আবার কিনব! এই সামান্য-এই কখানা ব্লেড-লোকটা বলল, এর দ্বারা আমার চেহারার নাকি যারপরনাই উন্নতি হবে। বিলিত ব্লেড তো আজকাল মিলছে না সেই বিবেচনায় দামও খুব বেশি নয়-এক ডজন মাত্র পাঁচ টাকা।"

www.MurchOna.com

"মাত্র পাঁচ টাকা?" অণুর কণ্ঠস্বর মাত্রা ছাড়িয়ে যায় বুঝি। "পাঁচ টাকা-মাত্র? এধারে খেটে খেটে আমার হাড় কালি হয়ে গেল, পুরনো ব্লাউজ সেলাই করে জোড়াতালি দিয়ে পরতে হচ্ছে আমায়, গয়লার দুধের দাম বাকি, লাইফ ইন্সিওরের টাকা দেয়া হয়নি-আর তুমি কিনা এদিকে মনের সুখে নিজের চেহারা বাগাচ্ছ? বলি কে তোমায় দেখবে শুনি? পাঁচ-পাঁচ টাকা জলে দিয়ে ময়ূরপুচ্ছ কাক না সাজলে শোভার খোলতাই হচ্ছিল না তোমার?"

এহেন ঝাপটার সামনে প্রাণকেষ্ট আর দাঁড়াতে পারে না। বলতে পারে না, পুচ্ছসংগ্রহ নয়, পুচ্ছকে তাড়িয়ে তুচ্ছ করতেই চেয়েছিল সে। বাড়ি ছেড়ে তাড়াতাড়ি সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।

প্রাণকেষ্ট চলে গেলে অণু হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর গাল থেকে হাত নামিয়ে হাঁকার দূর করে দুশ্চিন্তা-সূত্রের সঙ্গে ছুঁচের সুতোর জটপাকানো খুলে আবার সেলায়ে হস্তক্ষেপ করতে যাচ্ছে, এমন সময়ে প্রাণকেষ্ট-পরিত্যক্ত মুক্তদ্বারপথে আরেকজনের আবির্ভাব হয়।

আরেক তৃতীয় ব্যক্তি। আজকের সুপ্রভাতের তৃতীয় আরেক আবির্ভাব। লম্বা মিশকালো ছুঁচলো গোঁফওয়ালা একজন।

"আমাদের কিছু কেনবার দরকার নেই আজ।" অণু জানায় ! প্রথম দর্শনেই জানিয়ে দেয়।

"আপনি ভুল করছেন। আমি কোনো জিনিস বেচতে আসিনি। আপনিই কি শ্রীমতী পতিতুক্তি, আমার ভুল হচ্ছে না বোধ হয়?" সেই তৃতীয় ব্যক্তির জিজ্ঞাস্য জানা যায়।

"হ্যাঁ !" বেচারাম নয় জেনেও বেচারার ওপর অণুর অণুমাত্র সহানুভূতি জাগে না।

"আমি আপিস থেকে আসচি। অ্যাটর্নির আপিস থেকে। আপনার ঠাকুরদার ভাই—মানে, আপনার খুড়তুতো ঠাকুরদা—হরিমোহন রায়কে আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই? প্রাতঃস্মরণীয় লোক ছিলেন তিনি।"

চেষ্টা করেও আজকের প্রাতঃকালে সেই কবেকার ঠাকুরদাকে স্মরণ করা না গেলেও অণু হ্যাঁ-নার মাঝামাঝি একটা জবাব দেয়।

"তাঁর সাম্প্রতিক পরলোকগমনের সংবাদ আপনাদের কাছে পৌঁছায়নি বলেই যেন মনে হচ্ছে?"

"কই না—আমি—আমরা তো কিছু শুনিনি!"

"তাঁকে এখন ভালো করে আপনার মনেও পড়ে না বোধ হয়?'

"সত্যি বলতে, আমি ঠিক আন্দাজ করতে পারছিনে।"

"আশ্চর্য নয়। এমনকি, মনে পড়াটাই আশ্চর্য। আপনার অতি শৈশবে, হয়তো আপনার জন্মাবার আগেই তিনি বর্মায় চলে যান। সেখানে কাঠের ব্যাবসা ফেঁদে বিপুল সম্পত্তির তিনি অধিকারী হয়েছিলেন—সেই সম্পত্তির সমস্তই—প্রায় দেড় লক্ষ টাকা—আপনাকে তিনি দিয়ে গেছেন।"

অণুর পরমাণুতে গিয়ে যেন ধাক্কা লাগে—বিদ্যুৎ-ঝলকের মতোই তীক্ষ্ণ, তীব্র আঘাত। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়—

"ও-হ্যাঁ। মনে পড়েছে বটে। আমার হরিদাদুর কথা একটু একটু মনে পড়ে বইকি ! বাবাকেই বলতে শুনেছি কতবার ! আমাকে তিনি বড্ড ভালোবাসতেন।"

"বর্মাতে তিনি দেহ রাখলেও তাঁর নগদ টাকার অধিকাংশই তাঁর কলকাতার

www.MurchOna.com

ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিতে পেরেছিলেন—জাপানীরা আসবার আগেই। এই যা রক্ষে ! যাতে বেশি হাঙ্গামা না করে টাকাটা আপনার হাতে পড়ে, তার সব ব্যবস্থাই আমাদের আপিস থেকে করা হবে। আমরাই তাঁর একমাত্র অ্যাটর্নি ছিলাম—আর আপনিই তো তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশ—তাঁর উইলের মর্ম থেকে যদ্দুর জানা গেছে। এখন আপনাকে করতে হবে কি, এই ডকুমেন্টে টিকিটের উপর একটা সই করে দিতে হবে এবং দিনকয়েকের মধ্যে আমাদের আপিসে আপনাকে যেতে হবে একটিবার। রেজিস্ট্রি আপিসে যাবার প্রয়োজন হবে কিনা। আশা করি, আপনার খুব অসুবিধা হবে না এর জন্যে?"

"না-না, অসুবিধা কী? এ তো সুখের কথাই।" অণু সই করবার জন্যে তৈরি।

"হ্যাঁ, এইখানে।—দেখি, বাঃ, দিব্বি সই হয়েছে। এইবার রেজিস্ট্রি করার স্ট্যাম্প খরচা বাবদে কুড়ি টাকা আপনাকে দিতে হবে। আর এক টাকা মুহুরি ফি, সই করার সাথে সাথেই ওটা দেয়—জানেন বোধহয়?"

"তা আর জানিনে? নিশ্চয়ই জানি।" অণু একগাল হেসে জানায় : "অ্যাটর্নি-ফি যে দিতে হয় তা কে না জানে? টাকা ছাড়া কি এটর্নিরা একটা কথা বলে নাকি? অ্যাটর্নি-আপিসের নিয়ম-কানুন একেবারেই জানিনে তা নয় মশাই।"

"তা হলে টাকাটা একটু তাড়াতাড়ি—" ভদ্রলোকের তাড়া দেখা যায় যেন।

অণু হেসে বলে, "এক্ষুনি আমি এনে দিচ্ছি আপনাকে। বসুন। যাতে রেজিস্ট্রি করার হাঙ্গামাগুলো চটপট চুকে যায়, আপনাদের আপিস থেকে আশা করি দয়া করে সেটা—"

"না না। এতে দয়া করাকরির কী আছে? আমাদের কর্তব্যই হলো এই। রামের সম্পত্তি শ্যামকে দেওয়া, এই তো আমাদের কাজ। আপনাকে দেড় লক্ষ টাকা ধরে দিতে আমাদের কোনো দুঃখ নেই, যত শীঘ্র দিতে পারি ততই ভালো, কেবল আমাদের অফিসিয়াল প্রাপ্য এই একুশ টাকা নিয়েই আমরা খুশি।"

"না না, একথা কেন বলছেন? পরে আপনাদের আমি আরও ঢের খুশি করে দেব।" অণু বাধা দিয়ে বলে।

ভদ্রলোক কিন্তু ততোধিক বাধা দেন : "না না, সেকথা বলবেন না। অন্যায় হবে। জুলুম করা হবে। বেআইনি কোনো অর্থ নিতে আমরা অত্যন্ত অপারগ জানবেন। ভগবানের দয়ায় আইনমতোই আমরা যা পেয়ে থাকি, চুরি ডাকাতি রাহাজানি করেও তার বেশি পাওয়া যায় না।"

"আপনি একটু দাঁড়ান, টাকাটা আমি নিয়ে আসি।"

অণুর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণকেষ্টর প্রাদুর্ভাব হয়। সে প্রস্তুত হয়েই ফিরেছে এবার। এর পর অদূর-ভবিষ্যতে কোনো একটা ফেরিওয়ালাকে ফের একবার বাড়ির চৌহদ্দির ভেতর পেলে হয়। তাকে উচিতমতো শিক্ষা দিতে এক মুহূর্ত তার বিলম্ব হবে না।

আর মেঘ না চাইতেই জল। দরজা ঠেলে ঢুকতেই আস্ত একজন মূর্তিমানকে দণ্ডায়মান দেখা যায়। ভদ্রবেশী ফেরিওয়ালা ছাড়া আর কে?

"মাপ করতে হবে মশাই । দয়া করে সরে পড়ুন দিকি। আমার কিম্বা আমার পত্নীর পার্থিব বা অপার্থিব কোনো পদার্থে বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই। আপনাকে সাফ কথা বলে দিচ্ছি শুনুন।" এই বলে সেই ছদ্মবেশী ফেরিওয়ালাকেই সে সাফ করতে চায়।

"আপনিই বোধ হয় শ্রীযুত প্রাণকেষ্ট পতিতুণ্ডি। তাই না?"

www.MurchOna.com

ভাড়া খেয়েও ভদ্রলোক খাড়া থাকেন।

"ঠিক তা-ই। আমার নামের প্রতি আপনার এত মোহ কেন তা তো আমি ঠিক ঠাওর করতে পারছি না এবং সেটা আমি ভালোও বোধ করছি না। এই দণ্ডেই এখান থেকে চলে যেতে আপনাকে আমি সবিনয়ে সানুনয় অনুরোধ জানাই।"

"কিন্তু প্রাণকেষ্টবাবু, আমার স্ত্রীর ঠাকুরদা—মানে-ঠাকুরদার ভাই—"

"ঠাকুরদার ভাই? ওরকম কোনো ভদ্রলোকের অস্তিত্বের কথা তো কোনোদিন শুনিনি আমার স্ত্রীর কাছে। কী মতলবে মশায়ের আসা হয়েছে জানতে পারি কি?"

"আমি অ্যাটর্নি-আপিস থেকে আসছি।—"

"বুঝতে পেরেছি, আর বলতে হবে না। কোনো চৌধুরীমশাই নন বুঝি? কিম্বা কোনো মজুমদারও নন এবার? বোঝা গেছে। আপনি এবার দয়া করে আপনার পথ দেখবেন?"

প্রাণকেষ্ট রেগেমেগে এগোয়।

"আপনার পত্নীর ঠাকুরদা ছিল না—আপনি বলচেন কী?" তথাপি ভদ্রলোক বলতে চেষ্টা করেন।

"আমার পত্নীর তিন কুলে কেউ ছিল না, এবং আমারও নয়। আপনি স্বেচ্ছায় যাবেন, নাকি আমাকে বাধ্য হয়ে বলপ্রয়োগ করতে হবে?"

"আপনার ভাগ্য ফেরাতেই আমি এসেছিলাম—কিন্তু আপনি ভুল বুঝে—" ভদ্রলোক ভারি হতাশ হয়ে পড়েন শেষটায়।

"ভাগ্য ফেরাতে? চেহারা ফেরাতে নয়? আমার দুর্ভাগ্য!" প্রাণকেষ্ট আর অধিক বাক্যব্যয় না করে প্রাণপণ কঠোরতায় একরকম ধাক্কা দিতে দিতেই লোকটিকে দরজার বাইরে পাঠিয়ে দেয়। সদরে খিল এঁটে দিয়ে প্রত্যাবৃত্ত অণুর প্রতি সগর্বে সে ফিরে তাকায়—"কেমন? কীরকম দিলাম তাড়িয়ে? আমি নাকি শক্ত হতে পারিনে? কেমন—দেখলে তো এবার?"

"তাড়িয়ে দিলে? কী সর্বনাশ! করেছ কী তুমি?"

"কেন, কী করলাম আবার! একটা বাজে লোক ধাপ্পা মেরে আমাদের ভাগ্য বদলাতে এসেছিল—এক নম্বরের জোচ্চোর—কথা শুনলেই তো বোঝা যায়—গ্রহশান্তি করতে কিম্বা কোনো মাদুলি-টাদুলি গছাবার মতলবে এসেছিল লোকটা-ফাঁক পেলেই—"

"হায় হায়, কোথায় গেল, ঠিকানা-টিকানা কিছুই দিয়ে যায়নি যে!...আর কি ও ফিরবে?"

"যাতে আর না ফেরে—এপথ না মাড়ায় আর—তার দাবাই দিয়ে দিয়েছি। কাবুলি দাবাই—এক ফাঁকে বেশ ঘাকতক কোঁৎকা আর গাঁট্টা আচ্ছা করে বসিয়েছি। কেউ বাড়ি বয়ে এসে আমার দাড়ি ওপড়াতে চান—কেউ চান বরাত ফেরাতে—যতসব!"

"তোমার কি কোনোদিন আক্কেল হবে না? ঘটে কি এক ফোঁটা বুদ্ধি হবে না কোনোদিন? আমার ঠাকুরদা—হরিদাদুর উইল—"

অণু হায় হায় করে।

"হরিদাদুর উইল! উইলের কথা কী বলছ?"

"দেড় লক্ষ টাকার বিষয়ের আমাকেই উত্তরাধিকারী করে গেছেন দাদু। তাঁর অ্যাটর্নি-আপিসের কাগজপত্র নিয়ে এসেছিল লোকটা। সই করে একুশ টাকা দিতে

www.MurchOna.com

হবে স্ট্যাম্প-খরচা—অ্যাটর্নি-ফি নাকি। আমি টাকা আনতে ওপরে গেছি আর তুমি এর মধ্যে—"

অণুর ক্ষোভ দুঃখ রাগ সব একসঙ্গে মিকশ্চার হয়ে বেরয়—"ওঃ! কী সর্বনেশে লোক তুমি গো!"

প্রাণকেষ্ট হতভম্ব হয়ে থাকে।

কিন্তু সেদিনকার প্রাতঃকালের সেই শেষ আগমনী নয়। তার পরে আর একজনা আসে। আরেকবার করাঘাত শোনা যায় দরজায়।

"ইস। বোধ হয় সেই লোকটাই।"

অণু ছুটে গিয়ে খিল খোলে।

কিন্তু না। একজন পুলিশের লোক এবার।

"আপনাদের বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত।" আগন্তুক পুলিশ কর্মচারী বলেন—"লম্বা কালো ছুঁচলো গোঁফওয়ালা কোনো ভদ্রলোকের সঙ্গে কি আজ একটু আগে দেখা হয়েছে আপনাদের?"

"হ্যাঁ, এইমাত্রই তো তিনি চলে গেছেন। আমার ঠাকুরদার অনেক টাকা উনি আমাকে পাইয়ে দিতে এসেছিলেন"—বলতে গিয়ে অণু যেন ভেঙে পড়ে। তার বেশি বলতে পারে না।

"কেবল আপনাকেই না, এই পাড়ায় আরও আটজন ভদ্রমহিলাকে তিনি রাজা করে দিতে এসেছিলেন। রাজা কিম্বা রানি যা-ই বলুন। ললিতা দেবীকে তিনি গোলকুণ্ডার হীরার খনি দিয়ে গেছেন, যমুনা দেবীকে বিপুল জমিদারি—আপনার টাকাটা কত?"

"দেড় লাখ।" অণুকে এবার যেন একটু অপ্রতিভ দেখা যায়।

"স্ট্যাম্প খরচা কিম্বা অ্যাটর্নি-ফি বাবদে একুশটা টাকাও নিতে তিনি ভোলেননি আশা করি?" দারোগাবাবু শুধান।

অণু কিছু বলতে পারে না।

"আজ্ঞে আমার একটু ভুলের জন্যেই ঐ টাকাটা ওঁকে ভুলতে হয়েছে।"

প্রাণকেষ্টই জবাবটা দেয়।

৬

ঠিক এমনি ধারাই আর একটি দুর্ঘটনা আর-একদিন ঘটল। ঘটাল প্রাণকেষ্ট আর অণুর আনুকূল্যে।

সেদিনও সবেমাত্র খবরের কাগজখানা নিয়ে প্রাণকেষ্ট বসেছিল। ভালো করে তখনও পড়াও হয়নি—অণু এসে চড়াও হলো তার ওপর।

প্রাণকেষ্ট খবর-কাগজ থেকে মুখ তুলতেই অণিমার চোখে একটা ঝিলিক দেখা গেছে। "অপদার্থ!" সেই ঝিলিক চোখে নিয়ে অণিমা বলেছে।

বিদ্যুতের ঝিলিক লাগিয়ে আকাশ যেমন কড়কড় করে ওঠে প্রায় তেমনি। প্রাণকেষ্ট নড়েচড়ে বসেছে—কিন্তু কোনো রা কাড়েনি।

"নোংরা। মেরুদণ্ডহীন। স্যাঁতসেঁতে— বিচ্ছিরি!"

"ও। পাউরুটির কথা বলছ বুঝি? সত্যি, রুটিটা ভারি খারাপ। তা ছাড়া, চা-টাও ভালো না। কিন্তু কী করা যাবে—এই কালোবাজারের হিড়িকে যে যা পাচ্ছে-যাকে পাচ্ছে—চালিয়ে দিচ্ছে।" প্রাণকেষ্ট অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়।

"মোটেই আমি রুটির কথা বলছিনে। তোমার কথাই হচ্ছে। কবে যে তুমি

www.MurchOna.com

মানুষ হবে! শক্ত হবে একটুখানি!.....মানুষের মতো মানুষ হতে কোনোদিন তুমি পারবে কি না, মা গঙ্গাই জানেন।"

"কেন, আমি কী অমানুষিকতা করলাম আবার?" সে অবাক।

"তবু যদি তোমাকে মানুষ করতে পারতাম! কিন্তু তুমি তো আমার কথামতো চলবে না।" অণিমা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে।

"তোমার কথায় তো আমি "অচল" হয়ে আছি। এর বেশি আবার কী চলব?" বলে আর ভাবে প্রাণকেষ্ট। অচলের পরে আর এক ধাপ শুধু এগুনো যায়। অ-চ-ল—অ-ধ-ম। অধম হওয়া যায় কেবল। কিন্তু তার কি কিছু বাকি রয়েছে এখন?

"অচল না বলে চালুনি বললেই হয়। ঐ বুদ্ধির সহস্র ফুটো দিয়ে সব যে গলে পড়ল! বাড়িঘরের কিচ্ছু থাকল না যে আর!"

মালক্ষ্মীর প্যাঁচার মতো অচল লক্ষ্মীছেলেকেও এবার চঞ্চল হতে হয়—বাড়িঘরের গলাগলি আবার কী বাবা?—"কেন, কী হয়েছে?"

"কী আবার হবে, যেমন তোমার বুদ্ধি! ফার্নিচার কোম্পানির কাছ থেকে যে-আসবাবগুলো এনেছ সেগুলো কিস্তিবন্দির কড়ারে কেনা বলেই কি তার আসল দামের চারগুণ তাদের ধরে দিতে হবে?'

"না, তা কেন দেব? তবে নগদ কিনতে পারলে আরও একটু সস্তায় পাওয়া যেত বোধ হয়। কিন্তু কিস্তিবন্দিতে—"

"কিস্তিবন্দিতে কিনেছি বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে নাকি? কিস্তিবন্দির টাকাটা বুঝি টাকা না?" অণিমা টাকার মতোই ঝম্‌ঝম্ করে : "আসল কথা, তুমি একটি অপদার্থ! ভীতু আর কাপুরুষ! এবং তারাও তোমাকে চিনে নিয়েচে এক আঁচড়ে।.....বেড়ালের আর দোষ কী, নরম মাটি পেলে তারাই-বা কেন ছেড়ে কথা কইবে!'

প্রাণকেষ্ট বলল, "তুমি তা হলে আমায় কী করতে বলো?"

"আমি বলব? আমি বলব তোমায়? তুমি একটা পুরুষমানুষ না? কোথায় কী বলতে হবে, করতে হবে তাও তোমায় বলে দিতে হবে? বলি, এইকটা দেরাজ আলমারি টেবিল চেয়ারের ন্যায্য দাম কত হতে পারে? কত তাদের চাওয়া উচিত? হলোই-বা যুদ্ধ। কাঠে কাঠে কিছু যুদ্ধ বাধেনি যে কাঠের বাজারে আগুন লাগবে? সামনে দাঁড়িয়ে তাদের মুখের ওপর এই কথাটা বলবারও তোমার মুরোদ হয় না? তুমি আবার নিজেকে পুরুষ বলো? আমি পুরুষমানুষ হলে প্রথমেই তো আচ্ছা করে তাদের ঘাকতক দিতুম—তার পরে অন্য কথা কইতুম। দরদস্তুরের কথাটথা শেষ হত।"

আপিসফেরতা ট্রামের লোকারণ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে অদ্য প্রাতঃকালের এইসব বাক্যালাপ আবার তার মনে অনুরণিত হলো। এর ভেতর একজন লোক ভিড়ের চোটে তার পা মাড়িয়ে গেছে, প্রাণকেষ্ট বলেছে, "মাপ করবেন।" সনমস্কারে বলেছে। আরেকজন সিগ্রেটির ছাই তার চোখের ওপর ঝেড়েছে, প্রাণকেষ্ট কিছু বলেনি। প্রাণকেষ্ট যতই ভাবে ততই আরও কাবু হয়ে পড়ে। সত্যি হয়তো সে নিরীহ নয়, তবে নির্বিরোধ—কোনও বিষয়ে কারো সঙ্গেই ওর বিবাদ বাধে না। বাধাতে চায়ও না ও। এই কারণেই কি আসবাবগুলো কিম্বা অণু কারও কাছেই পেরে ওঠে না সে?

এই সময়ে ট্রামে একজন লোক উঠল—উঠল না বলে নামমাত্র উঠল বলাই

www.MurchOna.com

উচিত—নিজের একটি পা ট্রামে রেখে, কিনারায় থেকে হ্যান্ডেলের এক কোণ পাকড়ে কোনোরকমে তটস্থ হয়ে রইল লোকটা। তবে হ্যাঁ, তাকিয়ে দেখার মতো লোক বটে একটা! ইয়া জোয়ান আর এইসা বুকের ছাতি। একেই বোধহয় অণু-উচ্চারিত 'পুরুষমানুষ' বলা যায়। প্রাণকেষ্ট চিন্তা করে দ্যাখে—দ্যাখে আর চিন্তা করে। লোকটি যেমন অচিন্তনীয় তেমনি বুঝি চিন্তনীয়।

লোকটা কোথাও অনুচ্চারিত নয়, সারা দেহের সবটাই যেন তার চেঁচিয়ে কথা বলছে। পেশিবহুল হাত-পা যেন ডাক দিচ্ছ তার, তবে লোকটার নাকটা ভাঙা, এইটুকুই খুঁত। প্রাণকেষ্ট একটু খুঁতখুঁত করে। তা হোক, তবু নাক বাদ দিয়েও তার দেহের অনেক থাকে যা তাক লাগাবার মতো। ঐ নাক ছাড়াও পাহাড়প্রতিম লোকটা যেন মৈনাক। প্রাণকেষ্ট তাকায়। তাকিয়ে তাকিয়ে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালে, তার মনের ভেতরটা খচখচ করে।

লোকটা ট্রামের তট ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল, তার বিরাট কাঁধ এবং তদুপযোগী মাথাটা ট্রামের আওতায় বাইরে গিয়ে পড়েছে—এবং ওধার থেকে যে একটা ডবল-ডেকার ট্রামের ধার ঘেঁষে ছুটে আসছে সেটা তার নজরে পড়েনি। কিন্তু প্রাণকেষ্ট দেখেছিল। সে দেখল, লোকটাকে এই ভিড়ে আর গোলমালের ভেতর চেঁচিয়ে সতর্ক করার চেষ্টা বৃথা, স্বহস্তে টানতে যাওয়াও সুদূরপরাহত, কারণ লোকটি অনেকগুলি মাথার ওপারে তাই নাগালের বাইরে। তার হাতে ছিল ছাতা, উপস্থিত ছাতা আর আকস্মিক বুদ্ধির সাহায্যে, ছাতার বাঁট লোকটার ঘাড়ে লাগিয়ে সে প্রাণপণ টান দিল।

মুহূর্তের অপেক্ষাই মাত্র। প্রাণকেষ্টরও ঘাড় টানা—বাসটারও বেরিয়ে যাওয়া—প্রাণে প্রাণে বেঁচে গিয়ে একটু হাসল সে। কেমন যেন হাসিটা । ভাঙা নাকের বাঁকা হাসিতে কৃতজ্ঞতা বোঝাল কি না কে জানে! "আচ্ছা, দেখে নেব।" এই গোছের একটা কথাই যেন সে স্বগত বলল, সেই হাসি দেখে এই মনে হলো তার।

অবশেষে ক্রমে ক্রমে ভিড় পাতলা হয়ে এলে লোকটা প্রাণকেষ্টর কাছে এল। তার হাতে একটা সিগ্রেট দিয়ে বলল—"তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ বন্ধু।"

কৃতজ্ঞতায় প্রাণকেষ্ট বিগলিত হয়ে পড়ে। তার জীবনে এরূপ বলবান লোকের কাছ থেকে এহেন ব্যবহার একেবারে অপ্রত্যাশিত, "না-না, এমন কী, এমন কী আর!" বলতে গিয়ে আরও গদগদ হয়।

"ছাতার এমন সদ্ব্যবহার এর আগে আমি দেখিনি।"

ছাত্র এবং ছত্রের মধ্যে আ-কারের তারতম্য থাকলেও প্রথমোক্তের প্রশংসায় গুরুর যে-আনন্দ হয়, প্রায় তদ্রূপ গুরুতর আনন্দে প্রাণকেষ্ট যেন গলে যায়। কী বলবে ভেবে পায় না।

"ছাতা দিয়ে লোক নিজের মাথাই বাঁচায়, কিন্তু পরের মাথা বাঁচাতেও যে ছাতাকে লাগানো যায় তা আমি এর আগে জানতাম না।"

"অত করে বলবেন না—" প্রাণকেষ্ট একটু কিন্তু-কিন্তু হয়ে পড়ে।

"তুমি আমার বন্ধু। আমাদের মধ্যে আবার 'আপনা-আপনি' কেন ভাই? স্রেফ তুমি।"

"আপনার সেবায় লেগে আমার ছাতা ধন্য হয়েছে। তার জন্ম সার্থক। এর বেশি কিছু নয়। এর বেশি বললে লজ্জিত হব।"

"আবার 'আপনি'?"

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

"তোমাকে বাঁচাতে পেরে—" কাঁচুমাচু হয়ে সে পুনরুক্তি করে। কিন্তু ওর বেশি আর সে বলতে পারে না।

"ব্যস। ওই হলেই হবে। তুমি আমার বন্ধু। তোমাকে দিয়ে বেশি বলাতে আমি চাই না। বন্ধুকে অকারণ কষ্ট দেয়া উচিত নয়।" এই বলে বলবান সুহৃদ প্রাণকেষ্টকে আরও কাছে টেনে জিগেস করেছে—"তোমার নাম কী বন্ধু?"

"প্রাণকেষ্ট। প্রাণকেষ্ট পতিতুণ্ডি।"

"আমার নাম বিচ্ছিরি রায়। অন্যের দেওয়া নাম। ঐ ডাকনামেই আমায় চেনে সবাই। আমি বক্সার—বকসিং লড়া আর শেখানোই আমার পেশা। ঘুসির চোটে লোককে বিচ্ছিরি করে দিই বলে ওই নাম হয়েছে। কিম্বা নিজে দেখতে বিচ্ছিরি বলেও হতে পারে।...ভালো কথা, এখানে কোথায় তোমার থাকা হয় ভাই?"

প্রাণকেষ্ট ঠিকানা বাতলালো।

"তুমি আমার বড্ড উপকার করেছ। যদি কিছু না মনে করো—"

লোকটা এবার মনিব্যাগ খোলে।

"না না—ওকী—ওকী—" প্রাণকেষ্টর অতিশয় আপত্তি।—"এটা বোধ হয় ঠিক বন্ধুর মতো কাজ হচ্ছে না।"

"তা ঠিক। বন্ধুকে নগদ বিদায় করা—নগদ-নগদ বিদায় করা উচিত নয়। কিন্তু উপকারের প্রতিদান না দিতে পারলে আমার যেন কেমন লাগে।"

"না না, আমার কিছু চাই না। আমার কোনো অভাব নেই।"

"তুমি তো আশ্চর্য লোক হে! অভাব নেই এমন লোক আছে নাকি দুনিয়ায়? অভাব কিছু-না-কিছু একটা থাকেই। আমারও আছে—তোমারও আছে। ভেবে দ্যাখো। টাকার অভাব না থাক—অন্যকিছু। ভেবে বলো আমায়, তোমার প্রতিশোধ না দেয়া পর্যন্ত বন্ধুত্বে আমি সমান-সমান হতে পারছি না। কারও কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হয়ে চিরঋণী হয়ে থাকতে আমার ভারি খারাপ লাগে—এমনকি বন্ধুর কাছেও।"

প্রাণকেষ্ট ঢোক গেলে। "আমার যা অভাব, যা দুঃখ তা একেবারেই আমার ব্যক্তিগত, তা অন্য কারও মোচন করার সাধ্য নেই। তাকে ঠিক অভাব বলা যায় না। ধরো এক ফার্নিচার কোম্পানি। আমাকে ভালোমানুষ পেয়ে, নিরীহ পেয়ে, এক গুণ জিনিসের চার গুণ দাম আদায় করছে, কিন্তু অপর লোক তার কী সুরাহা করবে। এইসব ছোটখাটো দুঃখ আমার—কিন্তু এতে অন্য কারও হস্তক্ষেপ করবার কিছু নেই। আমার এই দুঃখ তো আর অন্য কেউ দূর করতে পারে না।"

নিজের মনোদুঃখের গোপন কাহিনী ব্যক্ত করে প্রাণকেষ্ট যেন বিড়ম্বিত বোধ করে। "এটাই আমার জায়গা—নামব এবার। আচ্ছা তা হলে আসি এখন।" বলে হট করে উঠে চট করে সে নেমে যায়।

"আবার দেখা হবে।" বিচ্ছির রায় হাত নেড়ে জানায়।

বাড়ির কাছে এসে প্রাণকেষ্টর তাক লাগে। একী! সামনে একটা লরি দাঁড় করানো।—তারই দোরগোড়ায়। ড্রাইভার দাঁড়িয়ে কাকে যেন কী ইঙ্গিত করছে। রাস্তার এক ধারে তার ঘরের জিনিসগুলো জমানো আর অপর ধারে পড়ার লোকদের জমায়েত।

বুঝতে আর বিলম্ব হয় না। এ-মাসের কিস্তি দিতে দিনকয়েক দেরি হয়েছে আর ফার্নিচার কোম্পানি লরি পাঠিয়ে তার আসবাবপত্র সব বাজেয়াপ্ত করছে। তার এতদিনকার মাস-মাস এত টাকা গুনে দেয়া সমস্তই বৃথা হলো। এ কীরকমের জবরদস্তি?

www.MurchOna.com

বাসায় ঢুকতেই বাচ্চা চাকরটা কাঁদো কাঁদো সুরে জানাল—ঘন্টাখানেক আগে মা বেরিয়ে গেছেন—এর মধ্যে এরা এসে আলমারি দেরাজ সব নিয়ে চলে যাচ্ছে। কোনো কথা শুনছে না।

প্রাণকেষ্ট টপাটপ সিঁড়ি টপকে উঠল। ড্রাইভারটাও তার পেছনে পেছনে এসেছে। ষন্ডা গোছের চোয়াড়ে একটা লোক দেরাজ ধরে টানাটানি করছিল। আরেকজন নামছিল টেবিলটা মাথায় করে।

"নামাও টেবিল।" প্রাণকেষ্ট চিৎকার করে উঠেছে। "দেরাজের গায়ে কেউ হাত দিয়ো না বলছি। খবর্দার! মানা করছি আমি।"

"তার মানে?" ড্রাইভার জিগেস করে।

প্রাণকেষ্ট রাগে কাঁপতে থাকে। "শোনো, তোমাদের সোজা কথা আমি বলে দিই, তোমাদের কর্তাদের বলোগে, আমার ওপর এ-ধরনের জবরদস্তি চলবে না আর। এতগুলো কিস্তির টাকা আমি দিয়েছি—কয়েক দিনের দেরি হওয়াকে কখনোই কিস্তি খেলাপ কেউ বলে না। আর বললেও তার বিচারের জন্যে আদালত খোলা রয়েছে। তোমাদের কর্তার এখানে কর্তৃত্ব করবার কোনো এক্তিয়ার নেই। আর বলোগে তোমাদের কর্তাকে—তাঁরা কি জোচ্চুরির আর জাগয়া পাননি? দামি সেগুনকাঠের জিনিস বলে বাজে কী কাঠ তাঁরা চালিয়েছেন তাঁরাই জানেন। আমি কাঠ চিনিনে বটে, তবে একেবারে আকাঠ নই। তাঁদের কাষ্ঠহাসি দেখে ভুলে গিয়ে বেগুনকাঠকে সেগুনকাঠের দরে গোছায় গোছায় টাকা গুনে দেব অত বোকা আমি নই। বেগুন না হোক, যে-কাঠই হোক, সেগুনকাঠ যে নয় তা আমি হলপ করে বলতে পারি। ভালো চাও তো যেখানকার টেবিল সেইখানে ভালোয়-ভালোয় রেখে দাও। নইলে ভালো হবে না কিন্তু!"

প্রাণকেষ্টর এত কথার পরে টেবিল-ঘাড়ে-করা লোকটা একটি কথা বলল কেবল : "সরে দাঁড়ান বাবু। আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

লোকটার দুকানেই চুল গজানো। সেই উদ্ভিদগুলোর দিকে তাকিয়ে, উদ্ভিন্ন করার জন্যই হয়তো, প্রাণকেষ্টর হাত নিশপিশ করে।

টেবিল-কাঁধে লোকটা টলমল করে নামতে থাকে।

প্রাণকেষ্ট জানে তার বাড়ির সামনে পাড়ার লোক মজা দেখবার জন্যে জমেছে। তার নিশ্বাসও যেন জমাট হয়ে আসে, বুক ঢিপঢিপ করে। ঢিপঢিপুনিটা তার গলার কাছেই হচ্ছে বলে মনে হয়।

"রাখো টেবিল।" প্রাণকেষ্ট টেবিলওয়ালাকে ধাক্কা মারে। টেবিলসমেত সে কাত হয়ে যায়।

ড্রাইভার এগিয়ে আসে এবার—"কী? ইয়ারকি পেয়েছ?"

প্রাণকেষ্টর কবজি ধরে সে ঝাঁকুনি লাগায়। "ভারি যে গায়ের জোর দেখাচ্ছ। এবার?...." প্রাণকেষ্টকে ধরে আচ্ছা করে সে পাঞ্জা কষতে থাকে। "এবার কেমন?.....আরও দু'প্যাঁচ কষে : "কেমন লাগছে এবার? বেশ আরাম হচ্ছে, না?'

প্রাণকেষ্ট উলটে বেঁকে দুমড়ে অদ্ভুত আকার নেয়। তার পায়ের সঙ্গে মাথার সমান্তরাল থাকে না। তাকে নিতান্ত অসংলগ্ন বলে বোধ হয়।....সিঁড়ির ধাপগুলো তার চোখের সামনে ওঠানামা করতে থাকে।....চকিতের মধ্যে চোখের সামনে সব যেন ওতপ্রোত হয়ে যায়...

"ওঠো, প্রাণকেষ্ট ওঠো।" প্রাণকেষ্ট শুনতে পায়। "ওঠো প্রাণ, গা তোলো।" কে যেন বলে তার কানের কাছে।

www.MurchOna.com

প্রাণকেষ্ট উঠে বসে। তার মাথা ঝিঁঝি করছে। কত দূর থেকে যেন কথাগুলো ভেসে আসছে মনে হয়।

দুটি সবল বাহু তাকে তুলে ধরে-বজ্রাদপি দৃঢ় দুটি বাহু অথচ কুসুমের ন্যায় কোমল। এক হাতে তাকে ধরে আরেক হাতে সস্নেহে তার পিঠের ধুলো ঝেড়ে দেয়। "লেগেছে কি তোমার? ওরা কি তোমার গায়ে হাত তুলেছিল?'

কুয়াশা ভেদ করে লোকটি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে আসে-আস্তে-আস্তে প্রাণকেষ্ট তাকে চিনতে পারে। তারা সারা দেহে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়।

"কে তোমার গায়ে হাত তুলেছে বলো তো? তাকে আমি দেখে নিচ্ছি একবার।"

"বিচ্ছিরি-।" প্রাণকেষ্ট বলে ওঠে-ভগ্নকণ্ঠে। তারপরে যন্ত্রচালিতের মতো সিঁড়ির উর্ধ্বে দণ্ডায়মান লোক তিনটিকে দেখিয়ে দেয়।

"বটে? তিনজনে মিলে তোমায় একলা পেয়ে গায়ের জোর ফলিয়েছে-বটে?"

"-রায়।" প্রাণকেষ্ট এতক্ষণ বাদে রায় দেয়।

"ভ্যাগিস, তুমি ট্রামে তোমার ছাতা ফেলে এসেছিলে-আর ভাগ্যিস সেটা আমি আজই ফেরত দিতে এসেছিলুম।"

গোলমালের গন্ধে পাড়ার লোকেরা বাড়ির মধ্যে এসে জমেছিল। বিস্ময় আর কৌতুহলে তারা হাবুডুবু খাচ্ছিল এতক্ষণ। এবার বিচ্ছিরি রায়কে গজেন্দ্রগমনে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখে আরও গণ্ডগোলের আশায় তাদের চোখ গোল গোল হয়ে গেল।

সিঁড়ির মাথায় বিচ্ছিরি রায় সেকেন্ড দুই স্থির হয়ে থাকল। "তোমাদের মধ্যে কে এ-কাজ করেছে?" এই তার জিজ্ঞাসা।

তিনজনের মধ্যেই একটা উসখুসুনি দেখা দিল। কানে চুলগজানো লোকটা দুপা পিছিয়ে বলল—"আমি করিনি সার।"

ড্রাইভার এগিয়ে বলল- "কেন, আমি করেছি-কী হয়েছে তার?"

গুন্ডামির জন্যে তার এতদিনকার সুনাম সে খোয়াতে পারে না।

"ও, তুমি!" বলল বিচ্ছিরি। বলতে বলতেই, নিমেষের মধ্যে ধার-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে এক ঘুসি লাগিয়েছে তার চোয়ালে। একেবারে বিচ্ছিরি রকমের। ফলে মুহূর্তখানেক আগের বীরপুরুষ ছ'টা ধাপ টপকে তুলোর বস্তার মতো নিতান্ত অসহায় সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে নিচে গিয়ে পড়ে।

পতনোন্মুখ তার আওতা থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রাণকেষ্টকে সরে দাঁড়াতে হয়। মানুষের এমন অধঃপতন এর আগে সে দেখেনি।

এবারে কানে চুলগজানোকে ধরে টান মারল বিচ্ছিরি। সামান্য একটু ধাক্কাতেই পিছনে হেঁটে সে তরতর করে নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। মুহূর্তমাত্রও থামল না। সেও এক অদ্ভুত নামা।

"তুমি আবার কীজন্যে দাঁড়িয়ে?"

তৃতীয় ব্যক্তিকে এর বেশি আর বলতে হয় না। এই প্রশ্নের সাথেই তিন লাফে সিঁড়ি টপকে সে উধাও।

"আর কী করব ওদের বলো?"

"যথেষ্ট হয়েছে, আর না।" বলল প্রাণকেষ্ট, "ছেড়ে দাও এবার।'

"দাঁড়াও, গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি ওদের।"

তিন নম্বর তো পিঠাটান মেরেছিল, ১নং ও ২নংকে তুলে দু-বগলদাবাই করে

www.MurchOna.com

নিয়ে বিচ্ছিরি রায় লরিতে বসিয়ে দিয়ে এল। "ফের যদি তোমাদের এ-বাড়িতে পা দিতে দেখি, একদম পিষে ফেলব। মশলাবাটার মতো পিষব! মনে থাকে যেন।"

ড্রাইভারের কোনো কথা নেই। চুলকর্ণ লোকটি কানের চুল চুলকে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, বিচ্ছিরি রায় ধমক দিল—"চুপ। কোনো কথা না। সোজা নিজের বাড়ি যাও চাঁদ।"

চলে গেল লরি।

"ধন্যবাদ বন্ধু।" প্রাণভরে বলে প্রাণকেষ্ট টেবিল চেয়ার দেরাজ ইত্যাদির টানাটানিতে লাগল। যাদের নিচে নামানো হয়েছিল দুই বন্ধু মিলে উপরে এনে খাড়া করল তাদের। প্রত্যেককে যথাযথ স্থান দিয়ে, এমনকি বিচ্ছিরিকেও একটা সোফায় স্থাপিত করে, প্রাণকেষ্ট নিজের আরাম-চেয়ারে আপনাকে লম্বা করে দিল।

অণু বাড়ি নেই। কোথায় গেছে কে জানে! এসে যখন এই কথা জানবে তখন। প্রাণকেষ্ট মনে-মনে হাসে। তার মুখের আয়নাতেও সে-হাসির ছায়া একটু পড়ে বইকি। তার পাড়াপড়শিরাও এর পর থেকে তাকে একটু সমীহ করে চলবে। সবার চোখেই, এমনকি নিজের কাছেও সে আজ একটু উচ্চতা লাভ করেছে। আর সে অনুচ্চ নয়। অনুচ্চারিতও নয় আর। অণু আর তাকে চরাতে পারবে না।

প্রাণকেষ্ট সাহসভরে পাশের টেবিলে নিজের পা তুলে দিল-তারপর অণুমাত্র ভীত না হয়ে অণুর প্রতীক্ষা করতে লাগল সে।

তার কীর্তিকাহিনী শুনে অণুর চোখ চকচক করবে নিশ্চয়। প্রাণকেষ্ট আর সে-প্রাণকেষ্ট নেই। যাকে এতদিন সে নিজের তেলোর তলায় দাবিয়ে এসেছে সে নিজেই আজ এক দাবাই। মোক্ষম এক কাবুলি দাবাই।

কিন্তু সুখস্বপ্নও ভেঙে যায় স্মৃতি আর ক্ষুধার বৃশ্চিক কামড়ালে। প্রাণকেষ্টকে উঠে পড়তে হয়-"এসো, কিছু খাওয়া যাক আগে। রান্নাঘরে খাবার আছে আমার। দুজনে ভাগ করে খাওয়া যাবে এখন।"

ঢাকনা-ঢাকা পরোটা তরকারি প্রতিদিন থাকে, আজ ছিল না। সেখানে ছিল এক চিরকুট।...অণুর বুদ্ধিকে বলিহারি! সে জানে আপিস থেকে প্রাণকেষ্ট খাঁখাঁ করে ফিরবে। এবং ঠিক কোনখানে যে ফিরবে তাও তার অজানা নেই। অবশ্য-জ্ঞাতব্য সংবাদটা ঠিক সেইখানেই সে রেখে গেছে।

চিরকুটে লেখা-"ওগো, কী বরাত দ্যাখো। ফার্নিচার কোম্পানির কর্তাকে আমি এখানে ধরে এনেছিলাম। আসবাবগুলো দেখালাম। ওগুলো যে সেগুন-কাঠের খাঁটি জিনিস নয় তা উনি স্বীকার করেছেন। জিনিসগুলো বদলে দিতে তিনি রাজি হয়েছেন এবং আগেকার ঠিক অর্ধেক দামে। বিকেলে তাঁদের লোক এসে আসবাবগুলো নিয়ে যাবে-তুমি তাদের সাহায্য কোরো। আমি আমার সইয়ের বাড়ি গেলাম-বিশেষ এক জরুরি ডাকে। ফিরতে সন্ধ্যা হবে।-অণু।

পুনশ্চ:-তোমার খাবারটা কোম্পানির কর্তাকে খাইয়েছি। কিছু মনে কোরো না। ভদ্রলোক বাড়িতে এলে একটু চা-টা না খাইয়ে কি থাকা যায়? যায় কি?"

চিঠি পড়ে প্রাণকেষ্ট সেখানেই উবু হয়ে বসে রইল-তার মুখে আর কথা নেই। অনেকক্ষণ। বিচ্ছিরি রায়ও সেই চিরকুট দেখেছে—সেও চুপ।

"সত্যি, ভারি বিচ্ছিরি ব্যাপার!" বলেছে বিচ্ছিরি রায়—অনেকক্ষণ বাদে।

www.MurchOna.com

৭

খবর-কাগজের জের ধরেই ফের হলো সূচনা।

"অণু আজকের কাগজে আমরা স্থানলাভ করেচি।" সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে মুখ তুলে—সমুজ্জল মুখ তুলে—প্রাণকেষ্ট ঘোষণা করল।

"তা-ই নাকি?"

"এই শোনো-না! আনন্দ-সাহায্য-সমিতিতে এ-পর্যন্ত প্রাপ্ত চাঁদার মোট পরিমাণ—"

"ওঃ, একেই তুমি বলচ খবরের কাগজে ওঠা?" অণিমা ধাক্কা দিল মাঝখানে।

"অবিশ্যি—নাম ঠিক ছাপায়নি আমাদের—কারও নামই ছাপেনি—কাগজের টানাটানি কিনা আজকাল, কিন্তু তা হলেও ঐ মোট পরিমাণের মধ্যে কিছু-পরিমাণে আমরাও রয়েছি তো!"

"ওকে খবরের কাগজে ওঠা বলে না। সংবাদপত্রে স্থান পাওয়া কাকে বলে যদি জানতে চাও, তা হলে আমাদের প্রতি বেশী মাননীয় ভট্টশালী মশাইকে দ্যাখো। প্রায় প্রত্যেক দিনের কাগজেই কেমন বড় বড় হরফে ওঁর নাম বেরুচ্ছে। কোথায় গেলেন, কী করলেন, কিসের সভাপতি হলেন, কী বক্তৃতা দিলেন, কবে কোন অসুখে পড়লেন—সমস্তই বার হচ্ছে কাগজে। সংবাদপত্র-জগতের হিরো যদি কাউকে বলতে হয় তো ওঁকেই।"

"তা—তা—বটে।" প্রাণকেষ্টকে কথাটা মানতে হয়। ওরকম নামজাদা দৃষ্টান্তের সামনে এসে নিজেকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে করে সে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে।

"আজ এক মিনিস্ট্রি ভাঙচেন, কাল এক মিনিস্ট্রি গড়চেন—কিংমেকার একজন। মানুষের মতো মানুষ ওকেই বলে। তোমার মতো মুখচোরা ভীতু অপদার্থের নাম আবার কাগজে ছাপবে? তা হলেই হয়েছে।—ওইরকম হতে পারো তুমি?"

ঐখান থেকে কয়েক পা বাড়িয়ে খানকতক বাড়ি পেরুলেই বারো নম্বরে অনারেবল ভট্টশালীকে আমরা পেতে পারি। তাঁর তর্জনগর্জনে কেবল অতবড় বাড়িখানাই নয়, সমস্ত পাড়া সারাক্ষণ সরগরম। বাড়ির সম্পর্কে বারো নম্বরের হলেও, বীরপুরুষ হিসেবে ওঁকে এক নম্বর বললে কিচ্ছু অত্যুক্তি হয় না।

এই মুহূর্তে তিনি তাঁর সেক্রেটারিকে দাবড়াচ্ছিলেন।

"তোমাকে আমি কী বললুম কালকে? আমার দ্বারা প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনের খবরটা কাগজে ছাপাতে বলেছি কি বলিনি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বলেছি কি বলিনি—কী হ্যাঁ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আমার ছড়ি নিয়ে এসো। ছড়িটা গেল কোথায়?"

"আজ্ঞে, আপনার হাতে।"

"হাতেই তো। হাতে না তো কোথায় থাকবে আবার? কানের পাশে থাকবে নাকি? কোথাকার উজুবক একটা! যাও, আমার বড় গাড়ীটা বার করতে বলোগে।"

সেক্রেটারি হাঁপ ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ছড়ি-হাতে ভট্টশালী মশাই ঘরময় দাপাদাপি করতে লাগলেন। অন্যদিক থেকে মুচকি হাসিমুখে শ্রীমতী ভট্টশালী যে

www.MurchOna.com

আবির্ভূতা হয়েছেন, সেদিকে পর্যন্ত তিনি ছক্‌পাত করলেন না। পত্নীর উপস্থিতিও তাঁকে ওর বেশি বিচলিত করতে পারল না।

"বলি হয়েছে কী—? এরকম করে নাচছ কেন গা?"

"ধেৎ।" বললেন মাননীয় ভট্টশালী। তার বেশি আরকিছু বললেন না।

"রাগ কোরো না, সত্যি আমি আমার কথা রেখেছিললাম। গিয়ে দেখলাম তুমি চলে গেছো।"

"কথা রেখেছিলে? ক'টার সময় ফার্পোয় মিট করবার কথা ছিল শুনি?" ভট্টশালীর কথাগুলো টগবগ করতে থাকে।

"একটু দেরি হয়েছিল বটে—"

"একটু দেরি! কেন যে আসতে পারনি তাও জানি, কোথায় গেছলে তাও আমি জানি।"

শ্রীমতী ভট্টশালী একখানা ঘৃণাব্যঞ্জক কটাক্ষে তাকালেন। স্ত্রীর এই নাকবাঁকানো চাহনি কোনোদিনই ভট্টশালী মশাই সইতে পারেন না—এতে যেন কেবল তাঁর প্রতিই নয়, তাঁর বংশমর্যাদার প্রতিও কটাক্ষপাত করা হয়। পত্নীর বনেদি মহিমার কাছে তাঁর বানানো মহিমা যেন খাটো হয়ে, তুচ্ছ হয়ে পড়ে। এই দৃষ্টি আজকে তাঁর আরও অসহ্য বোধ হলো।

শ্রীমতী ভট্টশালী জবাব দিলেন "তোমার জানার ত্রিসীমানায় ছিলাম না। কালকে আমি বালিগঞ্জে গেছলাম। হঠাৎ বোনোর অসুখের খবর পেয়ে যেতে হলো—সেখানেই ছিলাম সারারাত। ফার্পোয় তোমাকে দেখতে না পেয়ে খবরটা জানিয়ে যেতে পারিনি।"

"তুমি সত্যি কথা বলছ না।" বললেন ভট্টশালী।

"আমার বোনকে ফোন করো না কেন? করে জানো না কেন এক্ষুনি?" শ্রীমতী ভট্টশালীর চোখ ঝকমক করে উঠল।

"তোমার বোনকে আমার জানা আছে। তোমার যে-কোনো সাপ-ব্যাং গল্পে সে সায় দেবে। তোমারই বোন তো!"

"বেশ, যা তোমার খুশি বুঝে নাও।"

বলেই শ্রীমতী কক্ষচ্যুত হয়ে গেছেন। মাননীয় ভট্টশালীর মনে হলো পিছু পিছু যান—কিন্তু তক্ষুনি তিনি পিছিয়ে এলেন।

"রাইট অনারেবল মিস্টার সরকার এসেছেন।" সেক্রেটারি এসে জানাল।

বলতে-না-বলতে দরজা ভেদ করে মিস্টার সরকার এসে উপস্থিত হলেন।

"কী রে ভেটো, কেমন আছিস বল।"

"কালু যে, কী মনে করে হঠাৎ?"

"মিনিস্ট্রি তো যায়-যায়। গভর্নর ফের আবার বিগড়েছেন। পেছন থেকে যে-রকম প্যাঁচ কষে মন্ত্রিসভায় ভাঙন ধরিয়েছিস, তাতে মাইরি ভট্টশালী, তোকে দুশো বাহাদুরি দিতে হয়।"

"সেকথা আমি ভাবছিনে। বউকে নিয়ে ভারি বিপদে পড়া গেছে ভাই!"

"কেন, কী হলো তার আবার? ভট্টশালিনীও কি বিগড়েছেন নাকি?" কালু জিজ্ঞেস করলেন।

"আর বলিস না ভাই। মাঝে মাঝে কোথায় যে যায়! শ্যামবাজার গেলে বলবে বালিগঞ্জ—বালিগঞ্জ গেলে বেলেঘাটা।"

www.MurchOna.com

এমন সময়ে বেয়ারা এসে খবর দিল, মাইজি এলাহাবাদের গাড়িতে বাপের বাড়ি চলে গেলেন।

"শুনলি? শুনলি তো? বাপের বাড়ি না ছাই! এলাহাবাদের নাম করে হয়তো সার্কাস দেখতে গেছে। এরকম বউকে নিয়ে কী করা যায়? কুচিকুচি করে কাটলেও তো রাগ যায় না।"

"তাই বলে কাটাকুটির ফ্যাসাদে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? তার চেয়ে বরং—বউকে ত্যজ্যপুত্তুর করে দে।"

"সে-ই ভালো কথা।" আর্তকণ্ঠে বলে উঠলেন ভট্টশালী। "এক্ষুনি ডাকাচ্ছি আমি আমার অ্যাটর্নিকে। কিন্তু—কিন্তু—একেবারে চরম পন্থা নেওয়ার আগে আর-কিছু কি করা যায় না? খবরের কাগজে নোটিস দিয়ে বউকে যে আমার সম্পত্তি দেব না তার একটা বিজ্ঞাপন দিলে কেমন হয়?"

প্রত্যুত্তরে মাননীয় সরকারের শ্রীমুখ থেকে কিছু খসবার আগেই সেক্রেটারির কাছ থেকে জবাব এল : "খুব ভালো হয় সার। তাতে করে প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনের খবরের চাইতেও আরও বেশি আপনার নাম ছড়িয়ে পড়বে।" গতকল্যকার ক্ষতিপূরণ করতে সে উদ্‌গ্রীব।

"ঠিক বলেছ।" বললেন ভট্টশালী : "কিন্তু এই বিজ্ঞাপন দেওয়ার ভার তোমার ওপরে দিয়ে ভরসা করা যায় না। তুমি যা কাজের লোক! হয়তো এমন জায়গায় ছেপে বেরুবে, চোখেই পড়বে না কারও। ডলুর চোখই ফসকে যাবে। তার তো আর তোমার মতন আগাপাশতলা খবরের কাগজ পড়ার বদভ্যেস নেই। অ্যামিউজমেন্টের কলমে ছাপতে হবে এটা—যেখানে সব সিনেমার বিজ্ঞাপন বেরয়। আমি নিজেই যাব খবরের কাগজের আপিসে।"

এই বলে হাতের ছড়ির এক আঘাতে টেবিলের উপরস্থ আঠারো ক্যারেট সোনার ফ্রেমে বাঁধানো তাঁর স্ত্রী ডলুর ছবিটিকে তিনি চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলেন।

"কী লাভ রেখে?" বললেন তিনি।

"কর্মখালির বিজ্ঞাপন আপনার? এই কাগজটায় বেশ স্পষ্ট করে কপিটা লিখে দিন। এক ইঞ্চির জন্য পাঁচ টাকা পড়বে। চার লাইনে এক ইঞ্চি ; গড়ে পাঁচটা শব্দে এক লাইন ধরা হয়।"

"এই কাগজটায় লিখব?"

"হ্যাঁ।—দেখি—হয়েছে।—এই নিন টাকার রসিদ।—আপনার কিসের? সিচুয়েশন ওয়ান্টেড?—আমাদের বক্সনম্বরে দিতে চান? বেশ, লিখুন এইখানে, এই কপিটায়।"

খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন-বিভাগে বসে প্রাণকেষ্ট বিজ্ঞাপনদাতাদের বার্তা নিচ্ছিল, এমন সময়ে ঝড়ের বেগে অনারেবল মিস্টার ভট্টশালীর প্রাদুর্ভাব ঘটল সেখানে।

"কে? কে এখানে বিজ্ঞাপন নিচ্ছে? তুমি? তুমিই নাকি?" প্রাণকেষ্টর প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি বর্ষিত হলো।

"হ্যাঁ, মশাই।"

যে-কয়জন বিজ্ঞাপনদাতা সেখানে জড়ো হয়েছিল, ভট্টশালীকে দেখে তাদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা গেল।

"আমার এই বিজ্ঞাপনটা আমি দিতে চাই—" বললেন ভট্টশালী।

www.MurchOna.com

"সবুর করুন একটু। এঁরা আপনার আগে এসেছেন, এঁদের কপিগুলো আগে নিই, তারপর শুনছি আপনার—।" প্রাণকেষ্ট ভট্টশালীকে জানাল।

"এঁ্যা, কী বললে? আমি সবুর করব? আমি? তুমি জানো আমি কে?" গর্জন করে উঠলেন ভট্টশালী।

"এখুনি জানতে পাব, তাড়া কী তার? আপনার বিজ্ঞাপনের দ্বারাই তো জানা যাবে। দয়া করে একটু বসুন—আপনার আগে এই তিনজন মোটে রয়েছেন—আপনার আগে এসেছেন এঁরা, এঁদের হয়ে যাক।"

"পাগলামি রাখো তোমার। আমি অনারেবব মিস্টার ভট্টশালী। আগে আমার বিজ্ঞাপনটা নাও।"

"ব্যস্ত হবেন না। আমি ঠিক পরের পর নেব।" প্রাণকেষ্ট অচঞ্চল।—মাপ করবেন আমায়।"

"কী। কী বললে? এখনও তোমায় ভালো কথায় আমি সাবধান করে দিচ্ছি—গর্দভ কোথাকার! অপেক্ষা করতে আমি অভ্যস্ত নই, জানিয়ে দিচ্ছি তোমায় সোজা কথায়।"

"দয়া করে ঐ চেয়ারটায় বসুন—"

"কী। আমি বসব—আমি বসব চেয়ারে? বটে! জানো, তোমার এই কাগজের ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে বলে এক্ষুনি তোমার এই লাটসাহেবের চাকরি আমি ঘুচিয়ে দিতে পারি, তা জানো?—"

"না যদি বসতে চান আপনার খুশি। হ্যাঁ, কী বললেন আপনি? সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশীয়া সুন্দরী উচ্চশিক্ষিতা পাত্রীর জন্য—?" ভট্টশালীর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে প্রাণকেষ্ট অন্যত্র কর্ণপাত করল।

অনারেবল ভট্টশালী টেবিলটার ওপরে এক ঘা বসিয়ে দিলেন—তাঁর ছড়ি দিয়ে। "তাকাও এদিকে। এখনও বলছি—নইলে ভালো হবে না কিন্তু—" রাগে তিনি গরগর করতে থাকেন।

প্রাণকেষ্ট অদ্ভুতভাবে তাঁকে উপেক্ষা করল। "আপনার বিজ্ঞাপনটা কী? একটি মোটরগাড়ি, সেড্যান বডি, সম্পূর্ণ নূতন অবস্থায়, সুলভ মূল্যে বিক্রি করতে চান? এই তো? বেশ লিখুন, এই কাগজটায়....এইখানে।"

"দ্যাখো, এই ছড়ির এক বাড়িতে তোমার মাথা উড়িয়ে দিতে পারি, তা জানো?"

"আপনার পড়বে সাত টাকা বারো আনা। এই রবিবারের কাগজেই বেরুবে—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

"রাখো তোমার আদিখ্যেতা। ভালো চাও তো—"

"আপনার পালা আসুক। এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?"

কানে শুনলেও প্রত্যয় হয় না। এ-লোকটা কাকে একথা বলছে? জানে আমি অনারেবল মিস্টার ভট্টশালী? "প্রভু। এরা জানে না এরা কী করছে।" অনেকটা এইজাতীয় যিশুখ্রিষ্টসুলভ বিস্ময় মিস্টার ভট্টশালীর আননে।

"আমার কাছে আপনি একজন বিজ্ঞাপনদাতা মাত্র। অন্যান্যদের মতোই একজন। পাঁচশো টাকার বিজ্ঞাপন নিয়ে এলেও তা-ই। খোদ লাটসাহেব হলেও তা-ই। আপনি এসেছেন তিনজনের পর। আপনার আগের সবার হয়ে গেলেই আপনার দিকে আমি নজর দেব, আমায় বলতে হবে না।—বলুন, আপনার কী?"

"আমি কোনো বিজ্ঞাপন দেব না, বিজ্ঞাপন নেব।"

www.MurchOna.com

"বিজ্ঞাপন নেব! তার মানে?" বিজ্ঞাপনদাতার কথায় প্রাণকেষ্ট অবাক হয়।

"মানে, আমি বিজ্ঞাপন নিতে এসেছি। আমার বিজ্ঞাপনটা ফেরত নিতে এসেছি আমি।"

"কিছু বুঝতে পারছি না, পরিষ্কার করে বলুন।"

"আজ সকালে আপনাদের অফিসে—এই কাউন্টারেই—আমি একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে গেছলাম না? আমার কুকুর হারানোর বিজ্ঞাপন.....সেই যে আমার কুকুর.....দামি বিলিতি কুকুর, মাথার কাছটা শাদা, আর সারা গায় হলুদের ছোপ-ছোপ.....সেই কুকুরটা—চিনতে পেরেছেন?"

"আজ্ঞে না, আপনার কুকুরের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়নি।....তারপর?"

"মনে পড়ছে না আপনার? এই কাউন্টারে তখন আরও পাঁচ-ছজন কাজ করছিলেন যে! তাঁরা সব গেলেন কোথায়?"

"বলতে পারি না। কে কী কাজে বেরিয়ে গেছেন কে জানে। সব কাজ দয়া করে চাপিয়ে গেছেন এই অভাগার ঘাড়ে। বলুন তারপর?"

"আহা, তাঁরা থাকলেও তো মনে করিয়ে দিতে পারতেন আপনাকে। তাঁরা সকলেই বিজ্ঞাপনটায় খুব আগ্রহ দেখালেন দেখলাম। তাতে আমার পাঁচশো টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা ছিল। যে-কেহ আমার কুকুরকে—যার মাথাটা শাদা আর সারা গায় জায়গায় জায়গায় হলদের ছোপ—জীবিত ধরে এনে দিতে পারবে তাকে আমি নগদ পাঁচশো টাকা পুরস্কার দেব...."

"হ্যাঁ, মনে পড়েছে এইবার। সারাদিনে সাতশো বিজ্ঞাপন নিতে হয়। কত আর খেয়াল থাকে মশাই! তা, সেই বিজ্ঞাপনটা তো আপনার কালকের কাগজে বেরুবে, কাল সকালের কাগজেই দেখতে পাবেন।" প্রাণকেষ্ট বলে : "বিজ্ঞাপনটার প্রুফ চান নাকি?"

"না, প্রুফ আমি পেয়ে গেছি। কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে যে হাতে-হাতে ফল হয় বলে থাকে লোকে, তার প্রমাণ আমি পেয়ে গেছি। আপনাদের কাগজের বিজ্ঞাপন যে সত্যিই অব্যর্থ তাতে আর কোনো ভুল নেই....।"

"যথার্থই! কত হাজার সার্কুলেশন জানেন আমাদের কাগজের? দেখবেন আমাদের কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার ফলে নিশ্চয় আপনার কুকুরকে ফিরে পাবেন....."

"পেয়ে গেছি। বিজ্ঞাপনটা দিয়ে বাড়ি গিয়ে দেখি আমার হারানো কুকুর ফিরে এসেছে।"

"দেখলেন তো, আসতেই হবে। তবু তো এখনও বিজ্ঞাপনটা তার.....মানে, আপনার কুকুরের নজরে পড়েনি। বেরয়নি এখন..."

"আর সেটা বার করার দরকার নেই। বিজ্ঞাপনটা আমি নিতে এসেছি....."

"তা কী করে হয়? সে তো ছাপতে চলে গেছে প্রেসে.....'

"আটকান ছাপানো। বিজ্ঞাপনের জন্য যে-টাকা দিয়েছি সেই টাকাটাও আমি ফেরত পেতে চাই।"

"কোনো রিফান্ড তো দেয়া হয় না। বিজ্ঞাপনের টাকা ফেরত দিতে আমরা সম্পূর্ণ অপারগ। তা ছাড়া ছাপাখানাকে আটকানোর এক্তিয়ার আমার নেই.....তা ছাড়া....তা ছাড়া আরো ঝামেলা আছে মশাই....."

www.MurchOna.com

"আরও ঝামেলা? আরও কিসের ঝামেলা আবার?" ভদ্রলোক উদ্‌গ্রীব হন জানতে, উদ্বিগ্নও হন একটু।

"সে-ঝামেলা আমার নয়, আপনার! মনে পড়ছে আমার এখন। আমার সঙ্গে যাঁরা তখন কাজ করছিলেন তাঁরা সবাই আপনার পুরস্কারের লোভে আপিস ছেড়ে তক্ষুনি আপনার সেই কুকুরের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন। বলেছেন কুকুর না বের করে তাঁরা ফিরবেন না।"

"বলেন কী মশাই!" ভদ্রলোক তো হতবাক।

"হ্যাঁ, মনে হচ্ছে তাঁরা ছজনায় ঐ রকম ছটা হলদে শাদা কুকুর যোগাড় করে পুরস্কারের জন্য আপনার বাড়িতে গিয়ে বসে আছেন এখন আপনার অপেক্ষায় দেখুন গিয়ে, আপনি চটপট বাড়ি চলে যান এক্ষুনি।" বলে প্রাণকেষ্ট এবার তাঁর পাশের ব্যক্তিকে সম্বোধন করে : "বলুন এবার আপনার—কিসের বিজ্ঞাপন বলুন!"

"আমি একটা মূল্যবান জিনিস কুড়িয়ে পেয়েছি। একটা লেডিজ রিস্টওয়াচ। বালিগঞ্জের ট্রামে পেয়েছি কাল রাত্রে—"

"দ্যাখো, আমি আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করব না। এক্ষুনি আমার কথা তোমায় শুনতে হবে।" ভট্টশালী চেঁচিয়ে ওঠেন।

"ঠাণ্ডা হোন। এই তো হয়ে গেল। আর তো মোটে একজন রয়েছেন—এই এঁরটা হয়ে গেলেই আপনার কাজে হাত দেব। হ্যাঁ, বলুন—কী বলছিলেন? বালিগঞ্জের ট্রামে—"

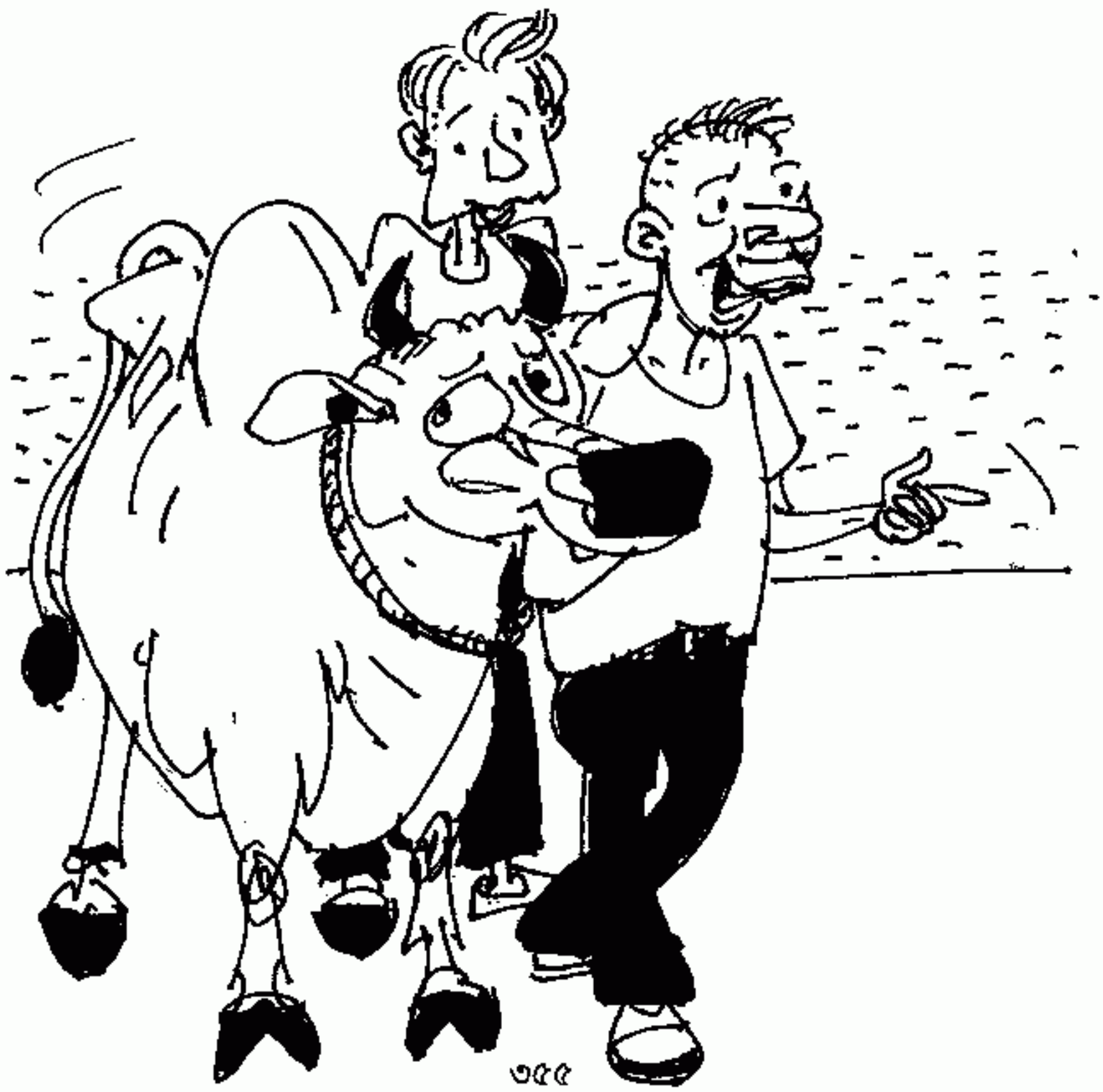

www.MurchOna.com

"অসহ্য—অসহনীয়—অপরিসীম বেয়াদবি।" ফেটে পড়লেন ভট্টশালী।

তারপর সহসা নিজেকে তিনি সামলে নিলেন। না, সামান্য এক কেরানির কাছে তিনি সম্পূর্ণ পরাভূত হয়েছেন। এরপর থেকে তিনি রাগের চোটে আপনমনে স্বগতোক্তি করে চললেন—কিন্তু কেউ তাতে আর কান দিচ্ছিল না।

"আপনি বলছেন যে, একটা মূল্যবান জিনিস কাল রাত্রে বালিগঞ্জের ট্রামে আপনি কুড়িয়ে পেয়েছেন? আপনার বিজ্ঞাপনটা হারানো এবং প্রাপ্তি বিভাগে স্থান পাবে। একটা লেডিজ রিস্টওয়াচ—তা-ই বললেন না?"

"হ্যাঁ মশাই।"

(উঃ, কী বদমাইশি।—দেখে নেব আমি।—তুমিও দেখে নিয়ো—দেখো তোমার আমি কী করি—কী দুর্দশাই-না করি!—জেনে রেখো এটা—তখন টের পাবে যে আমি কে?—)

"ট্রামের কোথায় পড়েছিল? কীভাবে কুড়িয়ে পেলেন বলুন তো?" প্রাণকেষ্ট শুধায়।

"লেডিজ সিটের ঠিক তলাতেই। বসতে গিয়ে চোখে পড়ল আমার।"

"কোন সময়ে?"

"রাত্তির নটা হবে তখন। ট্রামে তখন লোক ছিল না বিশেষ। শীতকালের রাত্তির তো!"

(আমার জন্মেও এরকম দেখিনি। দেখব এমন আশাও করিনি কখন। হতভাগ্যটার কী আস্পর্ধা দেখেচ।)—

"রিস্টওয়াচে কোনো বিশেষ কিছু চিহ্ন ছিল কি?"

"হ্যাঁ, ডালার দিকটায় ডি-ভি খোদাই করা। এই দেখুন-না, আমি নিয়েই এসেছি সঙ্গে করে।"

ভট্টশালী গোঁগোঁ করে উঠলেন। হঠাৎ বাজখাঁই বদলে অন্য আওয়াজ বেরুল যেন তাঁর।

"আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?" জয়গৌরবে পরিতৃপ্ত প্রাণকেষ্টর এতক্ষণ পরে বিজিতের ওপরে যেন একটু মায়া হয়।

"দেখি রিস্টওয়াচটা।" বলে ভট্টশালী হাত বাড়ালেন, প্রাণকেষ্টর ঘোরতর প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করেই গায়ের জোরে ঘড়িটি তিনি হস্তগত করলেন।

"ডি-ভি-এ-এ তো ডলির রিস্টওয়াচ, কী সর্বনাশ।"

"এই রিস্টওয়াচের মালিককে কি আপনি চেনেন নাকি?" জিজ্ঞেস করল প্রাণকেষ্ট।

"চিনি বলে চিনি! হাড়ে-হাড়ে চিনি। আমার স্ত্রীর রিস্টওয়াচ তো! ডলু ভট্টশালী—ওরই নামের আদ্যাক্ষর ঐ ডি-ভি। আপনি বলছেন, কাল রাত ন'টার সময়ে বালিগঞ্জের ট্রামে এটা পেয়েছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। রাত প্রায় নটাই হবে তখন।"

"বলুন, আপনার কী? আপনার পালা এসেছে এইবার।" বলল প্রাণকেষ্ট। ভট্টশালীকে সম্বোধন করেই বলল।

"র্য্যা—?" চমকে উঠলেন ভট্টশালী।

"আপনার পালা—"

"ধন্যবাদ।" ভট্টশালী বলে উঠলেন হঠাৎ—"তোমার—তোমার নাম কী?"

"প্রাণকেষ্ট। প্রাণকেষ্ট পতিতুণ্ডি।"

"আমাকে মাপ করো ভাই। আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে তুমি আমার অসীম

www.MurchOna.com

উপকার করেছ। তোমার কর্তব্যনিষ্ঠায় আমি বিমুগ্ধ। তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ কখনও শোধ করতে পারব কি না জানি না। তুমি আমাকে বড্ড বাঁচিয়ে দিয়েছ আজকে।"

"কিছু না—কিছুমাত্র না। এটা আর উপকার করা কী? সাংবাদিকের কর্তব্য করেছি মাত্র। সংবাদপত্রের কার্যালয়ে কাজ করি—সামান্য সাংবাদিক আমি, তার বেশি আর কিছু নই।"

"সাংবাদিকের চেয়ে বড় এখন কে—তার চেয়ে বেশি কাজ আজকের দুনিয়ায় কে করছে শুনি? কিন্তু সেকথা থাক—" বলে মাননীয় ভট্টশালী মশাই নিজের মান্যগণ্যতা সব বিসর্জন দিয়ে হোহো করে হাসতে লাগলেন : "যেকথা আমি জানতে চাই, তা হচ্ছে—হ্যাঁ, এখন আমার পালা এসেছে কি?'

"আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয়। এবার আপনারই পালা তো! কী বিজ্ঞাপন দিতে চান বলুন?"

"আমি আর বিজ্ঞাপন দিতে চাই না। এবং ঐ ভদ্রলোকেরও হারানো-প্রাপ্তির বিজ্ঞাপন দেবার দরকার নেই। এলাহাবাদের গাড়ি ক'টার সময়ে কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে, সেইটি আমি কেবল জানতে চাই এখন।"

"সে তো এখানে না—এনকোয়ারি আপিসে। আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন মশাই।"

"সে-আপিসটা আবার কোন্ ধারে?"

"আজ্ঞে, এখানে নয়। হাওড়া স্টেশনে।"

৮

আপিস থেকে বেরিয়ে প্রাণকেষ্ট এসপ্ল্যানেডের মোহানায় এসে পৌঁছেছে। ঘন ঘন হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। অণুর এতক্ষণে এসে পড়ার কথা, সে এলে দুজনে মিলে আড়াইটার শোয়ে সিনেমায় যাবে। মেট্রোর সামনে মেলার কথা ছিল দুজনার।

কিন্তু অণু বোধহয় এখন বিছানাতেই শুয়ে। একবার গড়ালে সহজে সে উঠতে চায় না, ঘুম তার তত ভঙ্গুর নয়। বেলা গড়িয়ে তবে সে ওঠে।

"শুনছেন মহাশয়?"

"এঁ্যা!" অণু নয়, গাঢ় ঘুম ভেঙে প্রাণকেষ্ট নিজেই যেন জেগে উঠল হঠাৎ।

"আজ্ঞে—আপনি—আপনি কি আমায় বলছেন?" সুদর্শনা প্রশ্নকর্ত্রীর দিকে তাকিয়ে প্রাণকেষ্ট একটু থতমতই খেল বুঝি।

"হ্যাঁ, মহাশয়—আমি কি দাবি করতে পারি—অর্থাৎ—আপনি কি কৃপা করে আমাকে একটু পথ বাতলাবেন—" আর্থাৎ—হিন্দুস্থানি ঢঙের ভাঙা-ভাঙা বাংলায় মূর্তিমতী সমস্যার মতোই মেয়েটি যেন প্রাণকেষ্টর সামনে সমুদিত হলো।

"কী করব বলুন?" বলল প্রাণকেষ্ট।

"আমি বলতে চাই যে—যে—আমি—আমি হারিয়েছি—"

"আপনার কিছু হারিয়েছে বলছেন?"

"নেহি নেহি—হামকো নেহি—হাম। রাস্তা তো নহি মিলতি : আমি এই কথা বলছি যে—হাম খো গয়ি—অর্থাৎ কিনা, আমি না, আমার রাস্তা।"

"ও।" যদিও রাস্তা খোয়া যাবার জিনিস নয়, এমনকি, রাস্তায় খোয়া থাকলেও নয়, হাজার খোয়ার থাকলেও, রাস্তাকে যে কখন খোয়ানো যায় না—এসব

www.MurchOna.com

জেনেও, কেমন করে যেন প্রাণকেষ্ট রহস্যটা বুঝতে পারে।—"আপনি রাস্তায় খোয়া গেছেন, এই কথাই বলছেন তো?"

মেয়েটি ভারি চটে যায় হঠাৎ।—"ওঃ, এই বাংলা—এ আমি কক্ষনোই শিখতে পারব না। বাংগালি লোক কিসতর সে বাংলা বোলতি, ই তো শিখনা বহুৎ মুশকিল হ্যায়।"

এমন সময় প্রাণকেষ্ট পেছনে যেন অণুর ছায়া দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

"আজ্ঞে—আমাকে মাপ করবেন। আমার স্ত্রী...আমার দেরি করবার সময় নেই। নমস্কার।"

"কিন্তু কৃপা করে আপনি একটু পথ দেখিয়ে"—মেয়েটি অনুনয় করে : "আমায় যদি নিয়ে যান তো বহুৎ ভালো হয়।"

"আজ্ঞে—মাপ করবেন—আমি এখন চলি। নমস্কার।" বলতে বলতে প্রাণকেষ্ট তীরবেগে সেখান থেকে সরে পড়ে।

প্রাণকেষ্ট ঘটনাটা অণুর কাছে বিবৃত করল তার পরে। অণুমাত্রও গোপন না করে।

"মেয়েটি কী ভাবলো বলো তো? ভাবলো বাঙালি মাত্রই বুঝি এমনি অভদ্র।"

জাতীয় কলঙ্কবৃদ্ধির কারণ হয়ে প্রাণকেষ্টকে বিজাতীয় কাতর হতে দেখা যায়।

"যা খুশি ভাবুকগে। তুমি ঠিকই করেছ। দিনকাল যা হয়েছে—কারও সাতে—পাঁচে না থাকাই ভালো।" অণুর সাফ জবাব।

"আহা, বেচারি! বিপদে পড়েছিল নিশ্চয়। কলকাতার যা গোলমেলে রাস্তা সব—বিদ্‌ঘুটে অলিগলি বাপু! বিদেশী লোকের দোষ কী। ভবানীপুরের লোকই শ্যামবাজারে পাত্তা পায় না—দর্জিপাড়ায় বাসিন্দে বালিগঞ্জে বেকুব। নাঃ, আমার ভারি মন কেমন করছে।"

"কী আজেবাজে বকছ।"

অণু ধমক দেয়।

"না অণু, না। আমি নিদারুণ অপরাধ করেছি। বাঙালি বড় একলষেঁড়ে। অন্য প্রদেশবাসীর সঙ্গে সহজে মিশ খায় না। খেতে চায় না। তার এই দোষের জন্যেই ভারতের সর্বত্র সে কোণঠাসা—সকলের দুচোখের বিষ। নাঃ, আমার লজ্জা কেবল বাঙালির জন্যে নয়, আমার নিজের জন্যেও বটে। আমাদের এই মজ্জাগত অপরাধ আমি ক্ষালন করব। আমরা হিন্দি জানি না বলেই তো এমন। হিন্দি শিখব আমি—সবারই সব প্রদেশের ভাষা শেখা উচিত।"

"কী করে শিখবে শুনি।" অণুর ভুরু আকাশে ওঠে।

"এক ঘণ্টা করে রোজ। হিন্দি শেখাবার ক্লাস আছে, আমি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছি। সেইখানে গিয়ে শিখব-রোজ সন্ধ্যায় দুঘণ্টা করে। মাস-দুয়েকের মধ্যেই নিছক বঙ্গবাসী থেকে ভারতের অধিবাসী হয়ে উঠতে পারব—নিশ্চয়।'—প্রাণকেষ্টর ধনুর্ভঙ্গ পণ।

অতএব অণু আর কথা বাড়ায় না। ইচ্ছে করেই চুপ করে থাকে।

পরদিনই প্রাণকেষ্ট গিয়ে হাজির হলো খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের উদ্দিষ্ট সেই ঠিকানায়।

"মশাই, এটা কি হিন্দি শেখনোর ক্লাস? তাই যেন মনে হচ্ছে। আমি—আমি একজন নতুন ছাত্র।"

www.MurchOna.com

নিজের বগলের বইখাতাকে একটু বাড়াবাড়ি বলেই প্রাণকেষ্টর বোধ হতে থাকে হঠাৎ।

"চলে আসুন। কোনো ভয় নেই।" ছাত্রদের একজন ওকে অভ্যর্থনা জানায়। প্রাণকেষ্টর তুলনায় সকলেই সেখানে স্বল্পবয়সী। নামমাত্র যুবক তাদের বলা যায়।

"কদ্দুর পড়েছেন হিন্দি?" জিগেস করল একজন। "মোটামুটি রকম বেশ জানেন তো?"

"বেশি না। মোটেই না বলতে গেলে। বাংলা ছাড়া আর কোনো ভাষাই বেশ জানি যে, তা বলা যায় না।"

"সুলোচনা দেবী তা হলে আপনার প্রাণ বের করে ছাড়বেন।"

"সুলোচনা দেবী ?"

"হ্যাঁ, তিনিই তো মাস্টার। মাস্টারনিও বলা যায়। তবে কখন যে কী, ঠিক করে বলা মুশকিল। হিন্দিতে ভারি গ্রামারের গোলমাল মশাই।" ছেলেটি পরিষ্কার করে : "কখন স্ত্রীং কখন পুং, কোনটা স্ত্রীং কোনটা পুং, কোনটা কখন স্ত্রীং পুং...,"

"খুব কড়া মাস্টার বুঝি?" প্রাণকেষ্ট বাধা দিয়ে জিগেস করে। পুঙ্খানুপুঙ্খ অত জানতে চায় না সে।

"প্রায় পাঠশালার পণ্ডিতের মতোই। আর সেইসাথে এমন ভুল বাংলা বলেন, বাপ্‌স্‌। ক্লাসে আমাদের সবাইকে হিন্দিতে কথা বলতে হয়—বুঝেছেন? ঐ। ওই আসচেন উনি।"

আর সবার সঙ্গে একযোগে উঠে দাঁড়াতেই বহুকাল পূর্বের পঠদ্দশা মনে পড়ে গেল প্রাণকেষ্টর। ছেলেবেলাকার ইস্কুলের কথা। বেঞ্চির ওপরে দাঁড়ানো, চেয়ার হওয়া, কানমলা খাওয়া—ইত্যাদি। উঃ, কীসব দিন গেছে।

হঠাৎ সে ভারি কাহিল বোধ করতে থাকে।

"নমস্তে।" ক্লাসের সবাই চেঁচিয়ে উঠল সমস্বরে।

প্রাণকেষ্টর বাঁধারের ছেলেটি ফিসফিস করল, "নমস্কার করুন। হিন্দি নমস্কার।" আর ডান ধারের ছেলেটি তাকে তাড়া লাগাল, "নমো করুন, নমো করুন, করছেন কী!"

প্রাণকেষ্ট বলল : "নমো নমঃ।"

বলে ভালো করে তাকিয়ে দেখতেই তার চোখ যেন ট্যারা হয়ে গেল। এবং তার মুখ দিয়ে, বিস্ময়াবেশে, হিন্দি নয়, উর্দুতেই বেরিয়ে গেল কেমন—'ইয়াল্লা!" ইয়া গলায় সে বলে ফেললে।

"কী, হয়েছে কী?" জানতে চাইল পাশের ছেলেটি।

"সেই হারানো মেয়েটি।" বলল প্রাণকেষ্ট।

শিক্ষয়িত্রী ফিরে তাকালেন। তাঁর দুই চক্ষের তীব্র দৃষ্টিতে বেচারা প্রাণকেষ্টকে কিছুক্ষণ বিদ্ধ করে কড়া গলায় তিনি বললেন : "কিলাস্‌মে ফালতু বাৎ মৎ বোল্‌না। আগড়ম্‌ বাগড়ম্‌ ছোড় দেও। পড়ুনামে মন লাগাও।" তার পরে টেবিলে একটা চাপড় লাগিয়ে (প্রাণকেষ্টর জ্ঞান হলো তার পিঠেই ওটা পড়ল যেন) তিনি বইয়ের পাতা ওলটালেন : "নয়ী কাহানী। পাচ্‌পান পরিচ্ছেদ খুলো। নবীন কাহানী—পাচ্‌পান পরিচ্ছেদ।"

কর্ণবিদায়ী একটা শব্দ হলো হঠাৎ। "উস তরফ কোউন গোল লাগায়া?"

সব চুপ।

"ওই আওয়াজ কে কোরলো? কে?"

www.MurchOna.com

"আজ্ঞে—এই—আমি। আমার বইখাতা সব পড়ে গেছে।" বিড়বিড় করল প্রাণকেষ্ট—নতুন এক বিড়ম্বনায় পড়ে।

"হিন্দিমে বাৎলাও। ফিন বোলো।"

"আজ্ঞে—আমি—"

"হিন্দিমে।"

"মাপ করবেন। হিন্দিতে আমি বলতে পারব না। হিন্দির হও আমি জানি না।"—প্রাণকেষ্ট থ হয়ে গেল। কিংবা হাড়গোড়-ভাঙা দ—ই বোধহয়।

"উয়াহ্। হিন্দিতে বোলতে পারবে না আর বোসে বোসে বইখাতা ফেলতে পারবে—উয়াহ্ উয়াহ্!"

প্রাণকেষ্ট যেন এতটুকু হয়ে গেল। প্রায় খণ্ড ৎ। এর জবাবে কিছুই সে বলতে পারল না, না বাংলা না হিন্দি। অবশেষে সাহস সঞ্চয় করে আমতা-আমতা করল—"বাস্তবিক কিন্তু—আমি ফেলিনি—আমার পিছনের ভদ্রলোক—অসাবধানতাবশতই বোধহয়—"

"আমি কিছু করিনি। হাম কুছ নেহি কিয়া দেবী।" পিছনের লাকটির না—জবাব শোনা গেল—চটপট এবং চোটপাট।

"চুপ করো—দুই ব্যক্তি তোমরা। দোনো চুপ যাও। পড়ায় মন দাও—ক্লাসের প্রত্যেকে।"

কিন্তু কতক্ষণ? একটু বাদেই আবার এক আর্তনাদ শাণিত হয়ে ওঠে।

"ফিন কা হুয়া?" সুলোচনাকে চেঁচিয়ে উঠতে হয়।

"আজ্ঞে—" আবার সেই প্রাণকেষ্টই।

"বোলো বোলো।" সুলোচনা রুখে উঠেছেন।—"বাতাও তো!"

"আমার ছুড়ে মেরেছে।" প্রাণকেষ্ট পুনরায় শাদা বাংলায় ব্যক্ত করে : "কে জানি না—কালিতে ভেজানো এই ব্লটিং-এর ডেলাটা।" সঙ্গে সঙ্গে উদাহরণস্বরূপ ব্লটিং-এর তাল আর নিজের কলঙ্কিত গাল সে দেখায়।

"কৌন মারা?"

সবাই চুপ।

"কেউ না। কোই নেহি। কোন মারনে যায়গা? আউর কোই নেহি মারা। তুম হুঁয়া বৈঠ কর—ওইখানে বোসে বোসে আকাশ থেকে চিজ আমদানি কোরছো?" সবাইকে বেকসুর খালাস দিয়ে সুলোচনা প্রাণকেষ্টকেই দায়রায় সোপর্দ করেন।

"কিন্তু—আমি—আমি কী করে—" বলতে গিয়ে প্রাণকেষ্টর বিস্ময় লাগে।—'আমি নিজে নিজেকে মারব—মারতে যাব?"

"হিঁয়া আ যাও। ইধর আ কর বৈঠো। এই ধারে আমার সামনামে এসে একেলা বোসে রহো।"

উঠতে গিয়ে প্রাণকেষ্ট আবার গোল বাধাল। নিজের বইখাতা নিজেই ফেলল এবার। সপাটে মেঝের ওপর।

সেদিনের পাট চুকিয়ে বাড়ি ফিরল প্রাণকেষ্ট। সামনেই পেলে অণুকে। পেয়েই এক সেলাম ঠুকে দেয়।

"আহা! নমেস্ত। কেয়া আণু, মজেমে হ্যায় তো? তবিয়ত খুশ হ্যায় আপকা?"

"যাও যাও। নিজেকে আর পণ্ডিত নেহরু বলে চালাবার চেষ্টা কোরো না।" পাশ কাটাবার চেষ্টা করে অণু।

"আমি তার দেখা পেয়েছি।"

"কার? য়্যাঁ?"

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

"সেই মেয়েটি—যে সেদিন পথ হারিয়েছিল—"

"ও-সেও বুঝি হিন্দি শিখচে সেখানে?"

"না না!—সে-ই হিন্দি শেখায়। হিন্দি বেশ মিষ্টি ভাষা গো! ভালো করে শিখব আমি ভেবেছি।"

"বেশ তো! সেইসঙ্গে ছাতু খাওয়াটাও শিখে ফ্যালো। ভালোই খেতে। ভাতের চেয়ে খারাপ নয় কোনো অংশে।"

অণুর এই খোঁচা-দেওয়া ছাতুর কথা গায়েই মাখে না প্রাণকেষ্ট। সে-ধাতুতেই সে গড়া নয়। সে তখন হিন্দিপ্রীতিতে ডগমগ।

"জানো অণু, একদিনেই আমি অনেকটা এগিয়েছি। একটা গানও শিখে ফেলেছি এর মধ্যে। একজন সহপাঠীর কাছেই শিখলাম—শোনো-না!" বলেই প্রাণ খুলে গান ধরে প্রাণকেষ্ট।—"চাহে মুঝে কোই জংলি কহে...."

অণু হেসে ফ্যালে—"ঠিক গানই শিখিয়েছে। ঠিক লোককে।"

ততক্ষণে প্রাণকেষ্ট গানের আরও দু'কলি এগিয়ে গেছে। অকস্মাৎ সে এক বিকট হুঙ্কার ছাড়ে—"ইয়া-হু।" (ওটাও ওই গানেরই অন্তর্ভুক্ত। যদিও চিৎকারের বহর দেখে মনে হয়, হিন্দি গানটা হঠাৎ ইংরেজি Gun-এ রূপান্তরিত হলো)

রাষ্ট্রভাষাকে বুঝি এমনি চ্যাঁচামেচি করেই রাষ্ট্র করা প্রয়োজন। অণু মনে-মনে ভাবে। আর মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে হিন্দি শেখার দাপট।

৯

কিন্তু প্রাণকেষ্টকে নিয়ে সত্যিই আর পারে না অণু।

আহারে যেমন দেড়া, নিদ্রায় তেমনি দড়।

ভোজনে চ প্রাণকেষ্ট—শুলেই একেবারে পদ্মলাভ। তখন তাকে ঘুম থেকে তোলে কার বাবার সাধ্যি? তার ওপরে যদি বিপদ্মলাভ হবার দুর্যোগ থাকে তো সে- পথে শ্রীপ্রাণকেষ্ট নেই। একদম না।

কিন্তু বিপদ তো দিনক্ষণ বেছে আসে না। দিনদুপুরেও যেমন দেখা দেয় তেমনি রাতবিরেতেও হানা দিতে পারে।

অণু খানিকক্ষণ উসখুস করে তারপর জোড়াখাটের এধার থেকে হাত বাড়িয়ে প্রাণকেষ্টকে একটু নাড়া দেয়—"ওগো শুনচ?"

কিন্তু গভীর নাকডাকের মাঝখানে তার অস্ফুট হাঁকডাক কোথায় যে তলিয়ে যায়!

"শুনচ—ওগো?" এবারের আন্দোলনটা আরও একটু জোরালো যেন।

প্রাণকেষ্ট জেগে ওঠে—'অ্যাঁ অ্যাঁ, কী? কী হয়েছে?"

"নিচের তলায় কার যেন সাড়া পেলাম।"

"বেড়াল।"

"না না, বেড়াল নয়। কেউ যেন বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে মনে হলো।"

"আহা, বেড়াল যেন আর বেড়ায় না!" প্রাণকেষ্ট এক কথায় কথাটাকে একেবারে অকাট্য করে দেয়। তার পরে আবার তার নাক ডাকতে থাকে।

"না না, বেড়াল না। বলি, ঘুমুলে নাকি? শুনচ?"

প্রাণকেষ্টকে সজাগ হতে হয় আবার—"বলচি আমি বেড়াল। বেড়াতে ওস্তাদ বলেই ওদের ওই নাম। তা নইলে তো লোকে তাদের গাধা কি বাঁদর বলতো। বুঝেচ? বাবা, বেড়ালের মতো পাড়াবেড়ানি আছে নাকি আবার? আমরা একবার একটা বেড়ালকে থলেয় পুরে পুল পার করে দিয়ে এসেছিলাম—চুরি করে করে

www.MurchOna.com

ভারি মাছ খেতো হতভাগটা! ভাবলাম গেল বুঝি আপদ। ওমা দেখি কী, মুখপোড়া ফের একদিন ঘুরেফিরে এসে হাজির। চলে এসেছে হাওড়া থেকে বেড়াতে বেড়াতে...."

বলতে- না-বলতে প্রাণকেষ্ট কথার বেড়া ডিঙিয়ে ঘুমের ডেরায় গিয়ে পড়ে ফের। বেড়ালটা যে শেষ পর্যন্ত হাওয়া খেতে নয়, মাছ খেতেই এসেছিল, সেই খবরটা আর জানানো হয় না।

"এ তো ভালো জ্বালা হলো। বেড়াল নয়"—অণু আবার তার স্বামীকে ধরে নাড়ে, "বলছি বেড়াল নয়। বেড়ালটাকে আমি ধরে বাড়ির বার বের করে দিয়ে তার পরে দরজার খিল এঁটেছি, আমার মনে আছে বেশ।"

"তা হলে ইঁদুর। আমাদের সেই নেংটিইঁদুরটা। বেড়ালটার অভাব বোধ করছে। বিরহে মনের দুঃখে দাপাদাপি করছে তাই।"

"ইঁদুর? বল কী! অ্যাঁ? ইঁদুর লাফাবে বেড়ালের জন্যে?" অন্ধকারে অণু নিজের গালে হাত দিলেও তা দেখা যায় না।

"করবে না? ইঁদুরদের কি দুঃখ হয় না। ওদের কি মন নেই?" বলে প্রাণকেষ্ট আবার পাশ ফেরে। "কেন? ওরা কি মানুষ নয়?"

"কী বিপদে পড়লুম! বেড়াল নয়, ইঁদুর নয়, কার যেন পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি। পায়ের আওয়াজই নয় খালি, গলার আওয়াজ পেলাম যেন। মানুষের গলার।"

"একটু যে চোখের পাতা বুজব তার জো নেই।" প্রাণকেষ্টর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে—'আচ্ছা, দেখচি আমি। নিচে গিয়ে দেখে আসচি।"

"খুব সাবধান কিন্তু। ওদের হাতে ছোরাছুরি থাকে।"—অণু সতর্ক করে দেয়।

"সে আর তোমায় বলতে হবে না।"

শীতের রাত্তির। লেপের প্রলেপ ফেলে উঠতে হয় প্রাণকেষ্টকে। জানালা খড়খড়ি এঁটে বন্ধ করা—ঘোর ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। সে-আঁধারে চোখে পড়ে না কিছুই, তবে একজনের ওঠাবসার খসখসানি শোনা যায়। সেই নড়াচড়ার মধ্যেই একটা কথা নাড়াচাড়া দেয় প্রাণকেষ্টর মনে—"তুমি ঠিক জানো মানুষের গলা? শুনেচ ঠিক? অ্যাঁ? আমার এই নাকের ডাক নয়তো গো? নাকের আওয়াজকে মানুষের গলা বলে ভ্রম করনি তো? ইস, এই নাকডাকা নিয়ে যে কী বিপদেই পড়া গেছে! এর জন্যেই যত হ্যাঙ্গাম। একটু যে নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমুব তার জো নেই। এই ব্যাটাই আমায় ডোবাবে দেখচি!"

হা-হুতাশ করে প্রাণকেষ্ট। বাস্তবিক তার এই নাকের জন্যই- না যত নাকাল! ঘরের মধ্যে যদি জাঁতার মতো ঘর্ঘর চলে সারারাত তা হলে সেই অনুনাসিক যাতনায় কারও ঘুম হয়! অণুর যে হয় না সে আর বেশি কী? আর রাতভোর জাগতে হয় বলেই তাকে চোর-ছ্যাঁচোড়ের পদধ্বনি শুনতে হয়। কান পেতে থাকে বলেই এক তিল আওয়াজকে এক তাল বানিয়ে বসে। বেতালের পদক্ষেপ বলে মনে করে।

নাঃ, নাকের এই ন্যাকামো বন্ধ না করলেই নয়.....

খাটটা ক্যাঁচকোঁচ করে। প্রাণকেষ্ট উঠেছে তা হলে। চৌকি ছেড়েছে চৌকিদারি করতে। অন্ধকারে চোখ চলে না বটে তবে যতটা ঠাওরানো যায়—অণু কল্পনানেত্রে দ্যাখে, তার স্বামী—অমিতবিক্রমে ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে আগুয়ান হয়েছে।

www.MurchOna.com

"ইস, কী ঠাণ্ডা।" না, নাক নয় এবার, প্রাণকেষ্টর অর্থস্ফুট স্বর—তাদের ড্রেসিং-টেবিলের কোণ থেকে কানে আসে অণুর।

"কিন্তু, খুব সাবধান কিন্তু"—আবার সে মনে করিয়ে দেয়।

কিন্তু আর কোনো প্রতিধ্বনি আসে না। আর কোনো সাড়া নেই প্রাণকেষ্টর—টুঁ শব্দটিও নেই আর। প্রেতের মতোই নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে বেরিয়ে গেছে অভিপ্রেত যাত্রায়।

সিঁড়ি ধরে নামছে প্রাণকেষ্ট, মনশ্চক্ষে দ্যাখে অণু। সিঁড়ির কোণে রাখা মোটা লাঠিটা সে বাগিয়ে নিয়েছে .....লাঠি-হাতে আগিয়ে চলেছে ধীরে....ধীরে.

একটু ভয় খায় অণু, সত্যিই। প্রাণকেষ্টর ক্ষমতায় তার সন্দেহ নেই—গায়ের জোর আছে ওর। চোর যদি লাঠির সামনে পড়ে তা হলে আর বাঁচন নেই তা ঠিক। কিন্তু যদি সামনে না পড়ে পিছনে পড়ে? পেছন থেকে যদি আগায়? ছোরাছুরি না নিয়ে বেরয় না নাকি তারা আবার!

ধুকধুক করে অণুর বুক। কই, লাঠালাঠির কোনো আওয়াজ তো আসছে না। হাঁটাহাঁটিরও নয়। টিকটিকির ডাকটিও শোনা যায় না। যে-টিকটিক ধ্বনি কানে আসে তা ঘরের কোণের ওই দেয়ালঘড়ির।

তা হলে—তা হলে প্রাণকেষ্টই কি তবে লাঠিগ্রস্ত হয়ে ধরাশায়ী? ছুরিকাবিদ্ধ রক্তাপ্লুত ভূলুণ্ঠিতই? হতাহতের কোনো-একটা? তা যদি না হয়, তবে কোনো সাড়াশব্দ নেই কেন তার?

নাঃ, আর থাকা গেল না। আস্তে-আস্তে বিছানা ছাড়ল অণু। নিজের স্লিপারের ভেতরে পা গলাল। আলোয়ানটা জড়িয়ে নিল গায়। কিন্তু আলো জ্বালল না, পাছে চোরটা টের পেয়ে যায়। নিঃশব্দে দরজা খুলে সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়াল সে।

অন্ধকার ঘুটঘুট্টি। তবুও আলো জ্বালবার তার দরকার নেই একটুও। এ-বাড়ির অলিগলি, ঘরদোর, নিচ ওপর, সিঁড়ির প্রত্যেকটি ধাপ তার মুখস্থ। কোথায় কী আছে না আছে সব তার নখদর্পণে। এ-বিষয়ে হাতের মতোই তার পায়ের নখের সমদর্প।

গা টিপে টিপে নামে অণু। চারধার চুপচাপ। কোনো আওয়াজ নেই কোথাও। কেবল বাসন ধোয়ার ঘোলাটে কলটা থেকে জল পড়ছে টিপটিপ করে। কলের মুখটা ভালো করে এঁটে যায়নি'কো ঝি।

জলের টিপটিপের সঙ্গে তাল রেখে পা টিপে টিপে এগোয় সে। রান্নাঘরে সেঁধোয়। অন্ধকার। শুধু উনুনের পড়ন্ত আঁচটুকুই যা একটু ছটা ছড়াচ্ছিল। হতভাগা ঝি-টার কাজের ছিরি জানাতেই। উনুনের আধপোড়া কয়লাগুলোও নামিয়ে যেতে পারেনি।

উনুনের আঁচ পেল কিন্তু চোখের আঁচ পেল না সে। প্রাণকেষ্টরও নয়।

দু-দুটো লোক গেল কোথায়?

চোর নাহয় চুলোয় যাক, কিন্তু সোয়ামি? তার এহেন চোরের মতন খাপটি মেরে থাকা—এমন বেঢপ আচরণের কোনো মানে হয়?

নাঃ, কোনো সাড়া নেই প্রাণকেষ্টর। আঁচড়টিও না। অস্ফুট একটু কাতরোক্তিও নয়। হতাহত হয়নি। হতাহত হয়ে থাকলেও একটা অধঃপতিত দেহ—অন্ধকার তার পাদস্পর্শ লাভ করত কিন্তু কই, পা দিয়ে হাতড়েপাতড়ে কারওই তো পাত্তা মিলছে না।

আলো নেই এক ফোঁটাও। খাবার ঘরটার এক কোণে রাস্তার গ্যাসবাতির সরু এক ফালি আলো এসে পড়েছে, অন্ধকার একটু ফিকে সেদিকটায়।

www.MurchOna.com

"কোথায় তুমি?" ফিসফিস করে সে—"শুনতে পাচ্চ ডাকচি?"

উচ্চস্বরে যতটা ফিসফিস করা যায়—ফিসফিস করে যতটা স্বর উঁচানো সম্ভব—সে করে। কিন্তু প্রাণকেষ্ট নিজেকে ফাঁস করে না। ফেরত-ডাকের কোনো জবাব আসে না সেদিক থেকে।

অণুর বুক গুড়গুড় করে। সে আর স্থির থাকতে পারে না। খাবার ঘরের সুইচ টিপে আলোটা জ্বালে—বীভৎসতম দৃশ্য দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়বার আশঙ্কা নিয়ে তৈরি হয়েই। কিন্তু না, চিরপরিচিত আসবাবপত্র ছাড়া আর কিছুই তার নজরে পড়ে না। না চোর, না প্রাণকেষ্ট। দুজনেই লোপাট।

"কোথায় তুমি গো?" এবার গলা বড় করে অণু—"গেলে কোথায়?"

কিন্তু প্রাণকেষ্ট নিঃশব্দ, নির্জন। একেবারে কোনো রা নেই তার। তা হলে? কী সর্বনাশ হয়েছে কে জানে! ভয় খেয়েও অণু এগোয়। অকুস্থলে এগুতে দ্বিধা করে না। এঘর থেকে ওঘরে যায়, আলো জ্বালে, চারধার দ্যাখে ভালো করে, কিন্তু কই, কোথাও কোনো তছনচ ঘটেনি তো! জিনিসপত্র যেখানকার যা সেখানেই রয়েছে। কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি হয়নি। ভালো করে খুঁটিয়ে ইতর-বিশেষ কিছু তার চোখে পড়ল না। বিশেষ ইতর সেই চোরের চেহারাও যেমন দেখা গেল না, নির্বিশেষ প্রাণকেষ্টও তেমনি নিশ্চিহ্ন।

বেয়াড়া ব্যাপার!

কোথাও সিঁধকাটা হয়নি, কোনো সিঁধকাটি নেই। শার্সি খড়খড়ি ঠিকঠাক। জানালা-দরজাও ভাঙেনি-যেমনকার তেমনি লাগানো, খিল আঁটা ভেতর থেকে। যেমনটি সে রেখে গেছে। দেখে গেছে শুতে যাবার আগে। চোর তা হলে ঢুকল কোথা দিয়ে? চোর যদি না এসে থাকে না-ই আসুক, না এল তো বয়েই গেল তার, কিন্তু প্রাণকেষ্ট-বা নেই কেন? কোথায় গেল বেমালুম?

নেমে এল যে-প্রাণকেষ্ট, কোথায় গেল সে? যদি তাকে মুখ বেঁধে গুম করে থাকে, তা হলে কি সে একটুও গুমরোবে না? মৌখিক বাধ্যবাধকতার তোয়াক্কা না করেই? আর যদি তাকে এখান থেকে সরিয়েই নিয়ে যায়, তা হলেও তো সদর দরজাটা খোলা থাকবে। চোর তো তাকে নিয়ে কখন উবে যেতে পারে না।

অণু দরজা খুলে উঁকি মারল বাইরে। তাকাল এগিয়ে—গলিটার এ-মোড় থেকে ও-মোড় অবধি। একটা পাহারাওয়ালাকে আসতে দেখল আস্তে-আস্তে। দেখে আশ্বস্ত হলো একটুখানি।

"কেয়া মাইজি? কোই, কুছ গড়বড় হুয়া?" পাহারাওয়ালাটা জিজ্ঞেস করে।

"হাঁ জি। হামকো কর্তাকে দেখতে পাচ্ছি না।" বলে সমস্ত ব্যাপারটা বিশদরূপে সে বোঝাল—হিন্দিতে বাংলায় মিলিয়ে।

"আচ্ছা, হামি দেখছে।" বলে পাহারাওয়ালা খোঁজ নিতে লাগল—'আপ ঘাবড়াইয়ে মাৎ।'

নিচেকার ঘরগুলো ফিরে দেখা হলো আবার—বেশ তন্নতন্ন করেই।

আনাচে-কানাচে, এধার-ওধারে। কয়লাঘরে, ময়লাঘরে। কলতলা, ধকলতলা—বাদ গেল না কোথাও।

পাহারাওয়ালা সিঁড়ি ধরে দোতলার দিকে এগুলো তারপর।

"ওপরে আসেননি উনি।" অণু জানায়—"সেকথা আমি জোর করে বলতে পারি, পাহারোলাজি, তাঁর নামার পরেই তো আমি নামলাম।"

"তবভি একবার দেখনা দরকার। হামার তো ভারি তাজ্জব লাগছে মাইজি। কেয়ারি ভিতরসে বন, কাঁহা যা সাক্‌তা বাবুসাব?"

www.MurchOna.com

শোবার ঘরের সুইচ টিপতেই প্রাণকেষ্ট ধড়মড় করে ওঠে। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে বিছানায়।

"একী! তুমি এখান?" অণুর কথা বেরয় না—"এমনি করে বিছানায় শুয়ে—"

পাহারাওয়ালা আর দাঁড়ায় না তারপর। সদরের দিকে পা বাড়ায়।

কিন্তু প্রাণকেষ্টর কৈফিয়ত বেরয়—'ওঃ, ভুলে গেছি। ভুলে গেছি বেবাক। নিচে গিয়ে দেখবার কথাটা মনেই ছিল না। ইস, ছি ছি! ফের আবার কখন ঘুমিয়ে পড়লাম? অ্যাঁ?"

জিজ্ঞাসু নেত্রে স্ত্রীর কাছে সে যেন প্রশ্নটার সদুত্তর চায়।

"তুমি যে উঠলে! বিছানা ছাড়বার খসখসানি শুনলুম—আমার ড্রেসিং-টেবিলের কাছেও খুটখাট শোনা গেল যে!"

খাটের ক্যাঁচকোঁচও শুনেছে—সেকথাও বুঝি বলতে যাচ্ছিল অণু, কিন্তু এসব কচকচি প্রাণকেষ্টর কাছে বাহুল্য বোধ হয়। এক কথায় সে সব পরিষ্কার করে—

"ও, তোমার ড্রেসিংটেবিলটার কাছটায়—হ্যাঁ, গেছলাম বটে একবার। আমিই গেছলাম। তোমার গন্ধতেলের থেকে একটুখানি নিয়ে এই পোড়া নাকে লাগালাম। পাজি নাকটাকে বাগালাম আগে। ভারি ঘুমের ব্যাঘাত করে এ-ব্যাটা—তোমারি—আমারও। তারপর নাকে তেল-না দিয়ে—

তারপর আর বলতে হয় না প্রাণকেষ্টকে। না বললেও চলে সে কথা।

১০

অতঃপর পরমাত্মীয় প্রসঙ্গের অবতারণা। প্রাণকেষ্টর ধারণা বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনদের শুভাগমন সবসময়েই একটি তাড়নাবিশেষ। বীরবর আর বীরাঙ্গনাদের প্রাদুর্ভাবের বিড়ম্বনা।

কিন্তু অণিমা ছটফট করছে তখন থেকে। সাতটা বেজে গেল—এখন প্রাণকেষ্টর দেখা নেই। হয়তো এখনই মহিমারা এসে পড়বে। আপিস থেকে একটা দিনও—আজকের দিনটাও কি একটু চটপট বাড়ি ফিরতে নেই গা? ওঁর আসার আগে যদি ওরা এসে পড়ে আর গৃহকর্তাকে অভ্যর্থনাকালে অনুপস্থিত দ্যাখে তা হলে কী বিচ্ছিরি হবে ভাবো দিকি? কোনো দিনও কি একটু আক্কেল হবে না ওঁর?

অণিমা ছটফট করে। ছটফট করে ঘুরে বেড়ায়। নিজের কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে এধারের জিনিস নড়িয়ে ওধারে রাখে, ওদিকের জিনিস সরিয়ে এদিকে আনে—তারপর এক-এক সময়ে দূরে সরে এসে দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করে—হ্যাঁ, বেশ মানানসই হয়েছে এবার।

অণু নিজেকে যেমন বেশবাসে সাজিয়েছে, নিজের আবাসকেও তেমনি সাজিয়ে-গুছিয়ে নিজের অনুরূপ করতে চায় বুঝি। তার মনের রূপ মূর্তি ধরেছে তার এই গৃহস্থালিতে—তারই অনুকৃতি-তারই কৃতিত্ব চারিদিকে—কিন্তু তা যেন হলো—তা-ই দেখাল—কিন্তু এই অণুগৃহীত জগতের সবচেয়ে বড় দ্রষ্টব্য, গৃহস্থ যে, তারই এখন দেখা নেই।

ধূমকেতুর সংঘর্ষে পৃথিবীর কক্ষচ্যুত হবার সম্ভাবনা হয় বলে শোনা যায় মাঝে মাঝে। কিন্তু সংঘর্ষের আগেই প্রাণকেষ্ট ঘর ছেড়ে পালাবে—এই-বা কী কথা? আর তা ছাড়া, মহিমারা কিছু ধূমকেতু নয়, নিরঞ্জন যদিও ধূমপান একটু

www.MurchOna.com

ভালোবাসে আর দেখতেও একটু ঘুমসো—কিন্তু তাই বলে তাকে ঐ ধূমায়মান আখ্যা দেয়া যায়?

নেপথ্যের একটুখানি আওয়াজেই প্রাণকেষ্টর আবির্ভাব টের পাওয়া গেল। ঝঙ্কার দিয়ে উঠল অণিমা : "হ্যাঁগা, আজকের দিনেও কি এমন দেরি করে? আজ কি একটু সকাল সকাল বাড়ি আসতে নেই তোমার? আমি আধ ঘণ্টা ধরে ছটফট করছি, কখন তুমি আস, কখন তারা আসে। আর তুমি এদিকে কিনা—"

প্রাণকেষ্ট প্রতিবাদচ্ছলেই কিছু বলতে দুবার হাঁ করেছিল, কিন্তু অণিমার তোড়ের মুখে নিতান্তই তা "না" হয়ে বুজে গিয়েছে।

"—যাও, অমন করে আর সঙের মতো দাঁড়িয়ে থেকো না। হাতমুখ ধুয়ে জামাকাপড় ছেড়ে তৈরি হয়ে নাও। এক্ষুনিই তারা এসে পড়তে পারে, জানো তো।"

"সেকথা বারবার জানাবার দরকার করে না অণু," প্রাণকেষ্ট বলে। "আসবেই তারা, না এসে যাবে না, আমি জানি।"

"যখনই আমার কোনো আত্মীয়স্বজন আসে তুমি যেন কেমনধারা হয়ে যাও।" অণু ফোঁস করে ওঠে : "আপনার লোক আসুক, কে না চায়? তারা বাইরের চাঞ্চল্য বয়ে আনে, জীবনের স্বাদ ফিরিয়ে দেয়। বাঁধাধরার একঘেয়েমি থেকে বাঁচায় আমাদের।"

"একঘেয়েমি দূর করতে অনেক ঘা খাবার কোনো মানে হয় না।" প্রাণকেষ্ট জানায়।

"তুমি যেন কী! দিনকে দিন কী যেন হয়ে যাচ্ছ—একলবেঁড়ে, একগুঁয়ে কীরকম যেন। কোনো আমোদ ফুর্তি নেই প্রাণে—কেমন যেন এক জরদ্গব। নিরঞ্জনকে দ্যাখো তো! তোমার চেয়ে বয়সে বড় অথচ কেমন ফুর্তিবাজ।"

"দেখেচি। গতবারে যখন এসেছিল তার ফুর্তির চোট দেখা গেছল বটে। দুখানা চেয়ার দিয়ে সেই যে কী কায়দা দেখিয়েছিল—"

"ভাবো দিকি কী আমোদ—"

"কায়দা দেখাতে গিয়ে চেয়ার দুখানা ভাঙল—দুখানাই দামি দামি চেয়ার—সেইসঙ্গে নিজেও পা ভেঙে পড়ে রইল মাসখানেক। দিনরাত রুগ্নশয্যার পাশে তটস্থ থেকে সেবাশুশ্রূষার হাঙ্গাম—সেই ডাক্তার ডাকো—ওষুধ আনো—সেসব কি ভুলবার? তার ওষুধের দাম, রোগের পথ্যি, ডাক্তারের ফি—তাও আমাদের গুনতে হয়েছে। অথচ চেয়ার নিয়ে ঐ ফুর্তি না দেখলেই কি তার চলত না? ফুর্তিবাজের বাজে ফুর্তি যত! এ কীরকমের আত্মীয়তা?

"আত্মীয়তার মানে তুমি বোঝো? নিজে কখনও কোথাও যাবে না, বেরুবে না, আত্মীয়দের খোঁজখবর নেবে না, কেবল নিজের ঘর আঁকড়ে পড়ে থাকবে। আত্মীয়তা কী জিনিস তুমি কী জানবে? মহিমারা এসে এবার বেশ কিছুদিন এখানে থাক, তা-ই আমি চাই।"

"তা-ই নাকি?" প্রাণকেষ্ট বলে। "তা হলেই হয়েছে।" একথাটা সে আর উচ্চারণ করে না।

মড়ক মারি দুর্ভিক্ষ অনেক সময় পথ ভুল করে, পতঙ্গপালও ভুল করে অপর ক্ষেত্রে গিয়ে পড়ে, মৃত্যুও শিয়রে এসে অজান্তে ফিরে যায় একসময়, কিন্তু আত্মীয়দের বেলা কখনও অন্যথা হয় না। যে-গাড়িতে আত্মীয়রা আসে তাতে কলিশন হবার কথা কদাপি শোনা যায়নি। প্রাণকেষ্টর এইসব শ্রুতি এবং স্মৃতিসুলভ

www.MurchOna.com

দার্শনিক অভিজ্ঞতাকে সত্য প্রতিপন্ন করে মহিমা আর নিরঞ্জন যথাসময়ে নিরঞ্জন মহিমায় দেখা দিল।

দরজার কড়া নড়তেই অণিমা কানখাড়া করচে। প্রাণকেষ্ট বলেছে—"ঐ রে! ওরা এসেছে! ওরাই! ওরা ছাড়া কেউ না।"

বলতে বলতে ওরা এসে পড়ল। অণিমার বোন মহিমা, মহিমার বর নিরঞ্জন, আর নিরঞ্জনের দুলালি ইলা।

"এই যে প্রাণকেষ্ট!" কেমন আছ প্রাণ? বহাল তবিয়ত তো?" নিরঞ্জনের পুরাতন ফুর্তি দেখা গেল—প্রথম দর্শনেই

"নিরঞ্জন যে! ভালো আছো বেশ?" প্রাণকেষ্টর শুকনো অভ্যর্থনা। "মহিমা, আমাদের যে ভুলে যাওনি, তুমিও যে এসেছ—তাতে যে কী খুশি হলাম বলতে পারি না।"

"আপনাদের কখনও ভোলা যায় জামাইবাবু, কী যে বলেন!" মহিমা বলে : "ইলা, তোমার মেসোমশাইকে প্রণাম করো।"

"থাক থাক। হয়েছে। ওতেই হবে।" প্রণামাঘাতের ভয়ে প্রাণকেষ্টকে পশ্চাৎপদ দেখা যায়। "ইলা আমাদের খুব লক্ষ্মীমেয়ে।" অযাচিত সার্টিফিকেট দিয়ে বসে।

"লক্ষ্মীমেয়ে। হ্যাঁ, লক্ষ্মীই বটে!"—নিরঞ্জন উছলে ওঠে : "ওর পদভরে আমাদের সারা পাড়া কাঁপছে।"

"আশ্চর্য নয়। যেমন বাপ-মার মেয়ে! ঘোড়া না হলেও—কিছু না হলেও—থোড়া থোড়া তো হবে।" প্রাণকেষ্ট মনে-মনে বলে। এবং এখনই তাকে একটু কম্পান্বিত দেখা যায়।

জলযোগের পর সবাই আরাম করে বসেছে, প্রাণকেষ্ট বলল : "হ্যাঁ, ভালো কথা। নিরঞ্জন, এবার তোমরা বেশ—বেশ কিছুদিন এখানে থাকচ তো?" মনের কথাটা প্রাণের বহির্গত না করে সে পারে না।

"আঃ, চুপ করো—" অণু উচ্ছ্বসিত হয়েছে।

"তা—মেরেকেটে দিন পনেরো থাকা যাবে'খন। ছুটি পেলে আরও কিছুদিন কাটানো যেত, কিন্তু....

"সত্যি! দিদির এখানে এমন আরামে দিনগুলো কাটে যে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু তোমার যা আপিস বাবা!" মহিমাই স্বামীর বাক্য সম্পূর্ণ করে দেয়।

"ওহে, সিগ্রেট আছে?" নিজের পকেট হাতড়ানো শেষ করে নিরঞ্জন পকেটের বাহিরে অনুসন্ধান করে।—'আমার ফুরিয়ে গেছে দেখছি!"

"সেগ্রেট! সিগ্রেট তো আমি খাইনে, জানো তুমি।" প্রাণকেষ্ট জানায় : "পঠদ্দশায় খেতাম, তারপর বাধ্য হয়েই ছাড়তে হয়েছে। আচ্ছা, আনিয়ে দিচ্ছি সিগ্রেট।" বলে সে উঠে পড়ে। "নিয়ে আসছি বোসো।" বলে নিজেকেই আনতে পাঠায়।

"সত্যি! আনিয়ে রাখা উচিত ছিল আগেই। নিরঞ্জনবাবু ভীষণ সিগ্রেট ভালোবাসেন।" অণিমা বলে : "আমিও বলতে ভুলে গেছি আর উনি—উনি যে নিজের থেকে খেয়াল করে কিছু করবেন তবেই আমার হয়েছে।..."

নৈশভোজন সমাধার পর নতুন সমস্যা দেখা দিল। অণুর অণুস্বর শোনা গেল "ওগো শুনছ?"

"কী—বলো-না!"

www.MurchOna.com

"দ্যাখো, ইলা নাহয় আমার কাছে শোবে। মহি আর নিরঞ্জনকে আমাদের বাড়তি ঘরটা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু তুমি শুচ্ছ কোথায়?"

"তা-ই তো! আমি কোথায় শুই!" প্রাণকেষ্ট ভাবনায় পড়ল, "তা আমার শোয়া—আমাকে শোয়ানো কি এতই জরুরি দরকার?"

"বাজে কথা রাখো। ভাঁড়ারঘরে যে বেঞ্চিটা আছে তার থেকে হাঁড়িকুড়িগুলো নামিয়ে তোমার জন্যে বিছানা করে দেব?.....ডবোল করে পাতা যাবে'খন—বিছানা তাতে পুরু হবে বেশ। আরাম করে শুতে পারবে তুমি।"

"সেই বেঞ্চিটা, যার থেকে সেবার আমি পড়ে গেছলাম? সেবারে নিরঞ্জনরা এলে শুয়েছিলাম যাতে—সেইটে তো? না, তাতে আমি আর শুচ্ছিনে।"

"অবাক করলে! কেন, বেঞ্চিতে কি শোয়া যায় না? শোয় না নাকি মানুষ? রেলাগাড়িতে তবে লোকে শুয়ে যায় কী করে শুনি?"

"প্রাণ হাতে করে। দিনের পর দিন—রাতের পর রাত—নিজেকে হাতে করে থাকা আমার পোষাবে না। তার চেয়ে আমি মাটিতেই শোবো নাহয়।"

"বেশ। তা হলে স্নানের ঘরে তোমার জন্যে বিছানা করে দিই। কেমন?"

"আমি স্নানের ঘরে শোবো মাসিমা।" ইলাকে উৎসাহিত দেখা যায় : "চান করবার ঘর—আহা—সেখানে শুতে কী আরাম!"

"না। তুমি কেন স্নানের ঘরে শুতে যাবে লক্ষ্মী? তুমি আমার কাছে থাকবে।"

"না, আমি স্নানের ঘরে শুতে পারব না। কলটা খারাপ হয়ে গেছে। টপটপ করে জল পড়ে কেবল।" প্রাণকেষ্টর আপত্তির কারণ জানা যায়।—"আর মাথায় জল পড়লে আমার আবার ঘুম হয় না।"

"কেন, ছাতা মাথায় দিয়ে ঘুমোনো যায় না নাকি? তুমি তাজ্জব করলে বাপু!"

এমন আশ্চর্য কাণ্ড—এমনকি, অণুরও অনুমানের বাইরে—প্রাণকেষ্টর এহেন আদিখ্যেতা প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দেবে তা সে ভাবতে পারেনি কখন।

"তার চেয়ে আমি বাইরের ঘরে শোব বরং। আমার আরামচেয়ারে।" প্রাণকেষ্ট জানায়।

"নিরঞ্জন তো ঐ চেয়ারটায় আরাম করবে। অনেক রাত অবধি সে গল্পের বই পড়ে—জানো না বুঝি?"

"তা হলে আমার শোবার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি আরও বাইরে গিয়ে শোব। সামনের ফুটপাথেই সটান। সেও আমার ভালো।"

জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে, প্রাণকেষ্ট ফুটপাথের সন্ধানেই কি না বলা কঠিন, সবেগে বেরিয়ে যায়। অণিমা ইলার দিকে ফেরে : "তোমার মেসোমশাই ঐরকম। আপনার লোকরা বাড়ি এলে য়্যাতো খুশি হন যে বলা যায় না। যাতে সবার আরাম হয়, সবাই সুখে থাকে তাই উনি চান—দেখচ তো। নিজের জন্যে ভাবেন না মোটেই।"

কিছুক্ষণ ফুটপাথে ফুটপাথে, শুয়ে শুয়ে নয়, ঘুরে ঘুরে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ কাটিয়ে অবশেষে প্রাণান্ত অবস্থায় প্রাণকেষ্ট কয়লার ঘরে এসে আশ্রয় নেয়—ছুঁচো এবং ইঁদুরদের আপত্তি অগ্রাহ্য করেই। তাদের স্বচ্ছন্দ বিচরণের দিকে দৃক্‌পাত না করে এক কোণের কয়লা সরিয়ে কোঁচার খুঁট দিয়ে একটু ঝেড়েঝুড়ে নিয়ে সে লম্বা হয়ে পড়ে। ছুঁচোদের সুখ-সুবিধা কেন সে দেখতে যাবে? ছুঁচোরা কিছু তার আত্মীয় নয়।

শুয়ে শুয়ে সে ভাবে। মানুষের সবচেয়ে কঠিন পীড়া এই আত্মীয়পীড়া। নানারকমের মারাত্মক জীবাণু আত্মীয়ের ছদ্মবেশে এসে বাসা বাঁধে। সহজে সারে না,

www.MurchOna.com

একেবারে সারে। এ-ব্যায়রামের প্রধান লক্ষণ এই, ব্যয় আছে, কিন্তু আরাম নেই। তা ছাড়া উপসর্গ অনেক—কোনটা কখন দেখা দেবে বলা কঠিন।

আত্মীয়-ঘটিত এই পীড়ার সবচেয়ে দুর্লক্ষণ দেখা দেয় আত্মীয়ের পীড়া হলে। সেটা পীড়ার ওপরে পীড়া। একেবারে পীড়াপীড়ি। সংস্কৃত করে বললে পীড়ম্‌পীড়া। আর চলতি ভাষায় বলতে গেলে, গোদের ওপর বিষফোড়া। খুব সম্ভব, সর্বস্বান্ত হওয়া কিম্বা ভিটে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াই সেই দুশ্চিকিৎস্য উৎপীড়ার একমাত্র প্রতিকার।

আত্মীয়রা পর নয়, কাজেই পরম্পরায় পীড়াদায়ক হলেও তাদের মেরে ধরে তাড়ানো রীতি নয়। তাতে আত্মীয়তা অটুট থাকে না। অথচ এধারে আত্মরক্ষা ও আত্মীয়তা-রক্ষা একাধারে অসম্ভব। প্রাণকেষ্ট কী করবে? পাগল হয়ে যাবে কি না এই কথাই সে শুয়ে শুয়ে ভাবে।....কিন্তু পাগল হওয়াটা কি এতই সহজ? ইচ্ছে করলেই কি পাগল হওয়া যায়? পাগল হওয়া একরকমের দৈব ওষুধ—দৈবাৎ এক আধজন পাগল হয়। দাওয়াইটা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বটে, কিন্তু সবাই কি তা পায়? প্রাণকেষ্টর তেমন বরাত নয়। অত সুখ নেই ওর অদৃষ্টে। দেবতার আশীর্বাদে সে বঞ্চিত। শুয়ে শুয়ে হাত কামড়ায়, মাথার চুল ছেঁড়ে, কী করলে পাগল হওয়া যায় প্রাণপণে তার পাঁয়তারা ভাঁজে। পাগল হতেই বুঝি ওর বাকি রয়েছে কেবল!

ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দ্যাখে কি সত্যি দ্যাখে কে জানে, আকারে প্রকারে হুবহু ওর মতোই আরেক প্রাণকেষ্ট—সেই কয়লার ঘরে তার সামনে এসে দেখা দেয়।

"বাবা প্রাণকেষ্ট!" ডাক ছাড়ে লোকটা

প্রাণকেষ্ট চমকে ওঠে—"য়্যাঁ। কে তুমি—কী বলছ?"

"তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত করলাম বুঝি?" লোকটা একটু কিন্তু-কিন্তু হয় যেন।

"বিশ্রাম? না না, এমন কিছু বিশ্রাম নয়। অবিশ্রাম বলতে পারো বরং, নিজের চোখেই তো দেখছ!" সে দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালে।

"দেখলাম বলেই তো ছুটে এলাম। না এসে পারলাম না। তুমি যে-সমস্যায় পীড়িত হচ্ছ তার ওষুধ অমার জানা আছে—সেই কথাই তোমাকে জানাতে এলাম। আমার চিনতে পারছ কি.."

প্রাণকেষ্টর চেনা-চেনা মনে হয় বটে। মনে হয় সে নিজেই যেন ধুতি-পাঞ্জাবি ছেড়ে চোগা-চাপকানের ভেতর সেঁধিয়েছে। আর, যে-কারণেই হোক, বহুৎ দিন নিজের দাড়ি কামায়নি।

"না তো!" ম্লানমুখে সে জানায়।

"কী করে চিনবে! তোমার জন্মাবার ঢের আগেই যে আমি পটল তুলেছি। আমি তোমার বেশ কয়েক পুরুষ আগেকার—তোমারই পূর্বপুরুষ হে! আমার নাম ধিনিকেষ্ট। শ্রীধিনিকেষ্ট পতিতুণ্ডি। আমি কোম্পানির আমলের লোক ছিলাম।"

"ও—তা-ই বলো। তোমার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি তো চিনব কী করে? কিন্তু সেকথা থাক, আমার এই আত্মীয়-সঙ্কটের কী একটা ওষুধ তোমার কাছে আছে—বলছিলে না?"

"হ্যাঁ, সেই কথাই। আমার আত্মীয়েরা তোমার মতো নয়—তারা আরও নিকটাত্মীয় ছিল। যারপরনাই আপনার। তাদের খপ্পর থেকে কী করে বাঁচলাম—সেই কথাই বলছি তোমায়।"

"বলো কী! তোমাদের সময়েও আত্মীয়রা হানা দিত নাকি? আমি তো জানতাম

www.MurchOna.com

এসব ব্যাধি আধুনিক সভ্যতার আমদানি। তখন আত্মীয়রা ছিল—বটে?" প্রাণকেষ্টকে বেশ অবাক হতে হয়।

"ছিল বলে ছিল! আমার বাবা তিনশো তিয়াত্তরটা বিয়ে করেছিলেন। বড় জ্যাঠামশাই চারশো নিরানব্বইটা বিয়ে করতেই দেহরক্ষা করেন—পাঁচশো পুরো করে যেতে পারলেন না—এই দুঃখ নিয়ে নব্বই বছর বয়সে সজ্ঞানে তিনি গঙ্গালাভ করেন। তারপর আমার মেজো-সেজো-ন-রাঙা-ছোট এইসব জ্যাঠা আর খুড়োরা মিলে সবসুদ্ধ কত যে বিয়ে করেছিলেন তার লেখাজোখা হয় না। আমার সহোদর ভাই ছিল সাতজন—কিন্তু পৈতৃক ভাইয়ের সংখ্যা এগারো শো চুরাশি—এবং এরা তো শুধু আত্মীয় নয়, আপনার ভাই, আত্মীয়ের বাড়া। তার সঙ্গে জেঠতো খুড়তুতো সব যোগ কত হাজার দাঁড়িয়েছিল তা ধারণা করা যায় না। এইসব আত্মীয়—এবং এদের আত্মীয়—এবং তাদের আত্মীয়দের আত্মীয়তা—এত ধাক্কা আমাকে সামলাতে হয়েছে। ঠ্যালা বোঝো!"

প্রাণকেষ্ট সহানুভূতি দেখাতে চায়, কিন্তু ভাষায় কুলিয়ে উঠতে পারে না। এই সব পরাৎপর আত্মীয়দের কী করে তিনি পরাস্ত করেছিলেন জানতে ব্যাকুল হয়।

"তা, এত আত্মীয় নিয়ে তুমি খুব বিপদে পড়েছিলে বোধ হয়?"

"বিপদ? বিপদ বলে বিপদ! কোম্পানির চাকরি নিয়েছিলাম বলে আমার একটু রোজগারপত্র ছিল। তাই সবাই মিলে আমার স্কন্ধে এসে ভর করল। নিকট আত্মীয়, দূর আত্মীয়, সুদূর আত্মীয়—কোনো দুরাত্মাই বাদ দিল না। কেউ ছেড়ে কথা কইল না। তবে ভগবানের ভারি দয়া ছিল আমার ওপর—এক বছরের মড়কে আমার অনেক আত্মীয় খসে গেল—আরেকবার পদ্মার ভাঙনে তলিয়ে গেল কতকগুলো আর আমার সেজশালিকে টেনে নিয়ে গেল বাঘে—"

"আহা, মহিমাকেও একটা বাঘে টেনে নিয়ে যেত যদি!" প্রাণকেষ্ট গুমরে ওঠে।—"কিন্তু বাঘ কি আর আছে আজকাল? এই কলিকালে?" থাকলেও যথাস্থানে সময়মতো নেই জেনে ওর দুঃখ হয়।

"বাকি যারা রইল তারা নাছোড়বান্দা। একেবারে যমের অরুচি। বাঘ-ভালুক কুমির-টুমির কেউ তাদের ছোঁয় না। কী করি? তখন করলাম কি, কোম্পানি চা-বাগান খুলেছিল—সেই চা-বাগানে তাদের চালান করে দিলাম। ধরে ধরে নিয়ে জোড়া পিছু কুড়ি টাকা হিসেবে বেচে দিয়ে এলাম। একটু কষাকষি করলে আরো কিছু দর উঠত জানি, কিছু কে এত সবুর করে? ওরা আমাকে এমন জ্বালিয়েছিল যে অমনসব আত্মীয়ের দর বাড়াবার একটুও আমার মেজাজ ছিল না—ভাবলাম আর অত আদরে কাজ নেই। কিসের এত গরজ? নগদ যা মেলে তা-ই লাভ। আর বলেত কি, আত্মীয়দের থেকে এত উপায়, এমন লাভ আমার জীবনে আর হয়নি। পতিতুণ্ডি বংশে তো নয়ই। ভেবে দেখো ১২০, হিঃ ডজন—দু'শো টাকা করে কুড়ি—এই দরে কত ডজন কত কুড়ি যে বেচেছি তার ইয়ত্তা হয় না।" সেই স্মৃতির সৌরভে এতদিন পরেও ধিনিকেষ্ট পতিতুণ্ডিকে উদ্ভ্রান্ত দেখা যায়।

"আহা, আমিও যদি পারতুম", প্রাণকেষ্ট বলে : "তা হলে নিরঞ্জনজোড়াটিকে বেচে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতুম। কিন্তু কিনবে কে? সে-চা-বাগান কি আছে আর? বাগান আছে কিন্তু অমন করে বাগানো নেই। এখন কোনাবেচা করতে হয় না—এখন অমনি লোকে সেধে গিয়ে চা-বাগানে চাকরি নেয়। সভ্যতা বাড়ার সাথে সাথে মানুষের অসভ্যতা যেমন বেড়েছে, তেমনি অসুবিধাও বিস্তর।"

"তা হলে—তা হলে আমার ওষুধ তোমার কোনো কাজে লাগবে বলে মনে হচ্ছে না।" ধিনিকেষ্টকে ম্রিয়মাণ দেখা যায়।

www.MurchOna.com

এমন সময় খড়ম খটখট করে লাল চেলি পরনে প্রাণকেষ্টর আরেক প্রতিমূর্তি আবির্ভূত হলেন। তাঁর এক হাতে মড়ার খুলি, তাতে তরলমতো কী যেন পানীয়।

তাঁকে দেখে ধিনিকেষ্ট সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পায়ের ধুলো নিল। "ঠাকুরদা যে! কী মনে করে এখানে?"

"আহা, বেচারা বড় কষ্ট পাচ্ছে। সেইজন্যেই আসতে হলো আমায়।" প্রাণকেষ্টকে দেখিয়ে তিনি বললেন।

প্রাণকেষ্ট দুই চোখে—"??"—এক জিজ্ঞাসা।

"ইনি আমাদের আরও পূর্বপুরুষ, বুঝালে প্রাণকেষ্ট! আমার ঠাকুরদা কুলাচার্য শ্রীমৎ কালীকেষ্ট পতিতুণ্ডি। সেকালের একজন নামাজাদা তান্ত্রিক ছিলেন। কালীসাধনা করতে গিয়ে শেষে ইনি কাপালিক হয়ে যান।"

"বৎস প্রাণকেষ্ট। তুমি আত্মীয়দের নিয়ে বড় বিব্রত বোধ করছ—তা-ই না? আর কিছু না, এক কাজ করো। খেয়ে ফ্যালো।" কাপালিক কালীকেষ্ট তাকে এই উপদেশ দিলেন।

"খেয়ে ফেলব। কী বলছেন?" সে হাঁ করে থাকে—"কাকে খাব?"

"কেন, ঐ আত্মীয়দের। এক-একটাকে ধরো, আর ধরে ধরে খাও। এ ছাড়া আর উপায় নেই ভাই। নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

"আত্মীয়দের খাব, বলছেন কী আপনি! তা কী করে খাওয়া যায়? তারা অতি অখাদ্য যে!" প্রাণকেষ্ট মোটেই তেমন উৎসাহ পায় না।

"মোটেই না, তোমার ধারণা ভুল। শুধু ঐভাবেই ওরা সুস্বাদু হতে পারে। রসনার পথেই ওদের রসালো করা যায়। নতুবা ওরা অতীব বেরসিক। আমি কাপালিক হলাম কেন হে? ঐ খাবার লোভেই তো! আমার আত্মীয়দের যারা আমাকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিল আর আমার গৃহে স্থান নিয়েছিল তাদের গর্ভে ধারণ করতে দ্বিধা করিনি। আমাদের সময়ে একটা সুপ্রথা ছিল। নরবলির প্রথা। এখন আর নেই বোধহয়? কিন্তু তুমি এক কাজ করো। আগে ওদের কালীঘাটে নিয়ে যাও। মার কাছে নিয়ে বলি দিয়ে তারপর খেয়ো। তা হলে আর কোনো দোষ থাকবে না। মহাপ্রসাদ হয়ে যাবে, তাতে তুমিও উদ্ধার পাবে, ওরাও উদ্ধার হবে। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা—ওই করেই মোক্ষলাভ হয়।"

"না, যতই ত্যক্ত হই না, তা আমি পারব না।" প্রাণকেষ্ট বলে : "ও-ই মোক্ষম লাভ করতে গেলে আমার ফাঁসি হয়ে যাবে। যাদের খাওয়াতে ফতুর হতে হয় তাদের খেলে নাজানি আরো কী দুর্গতি হবে! হয়তো সেটা ফাঁসির খাওয়া হতে পারে।"

"তোমার কোনো ভয় নেই, মা আছেন। এই নাও, একটু কারণবারি পান করে নাও। মনে জোর পাবে।" মড়ার খুলিটা কালীকেষ্ট বংশধরের দিকে এগিয়ে দেন।

"ছি ঠাকুরদা! এমন জ্ঞানী, প্রবীণ, বিবেচক হয়ে তুমিও কিনা শেষটায় ছেলে বখাচ্চ, ছি!" ধিনিকেষ্ট আপত্তি না করে পারে না।

"কোনো দ্বিধা কোরো না, প্রাণকেষ্ট। পান করো। তোমার ওপরে আমি অনেক ভরসা করেছিলাম। আমাদের বংশে আরেকজন কাপালিক জন্মাবে এই আমার সাধ ছিল। যদি আমার সে-আশা তোমার দ্বারা পূর্ণ হয় সারা বংশ ধন্য হবে, আমিও কৃতার্থ হব।"

উপরোধে পড়ে প্রাণকেষ্ট কারণের একটুখানি স্বাদ নেয়, কিন্তু কার্যের বিষয়ে তার কোনো উদ্দীপনা দেখা যায় না। কার্যকারণের সমন্বয় না দেখে কুলাচার্যও যে একটু ক্ষুণ্ন না হন তা নয়।

প্রাণকেষ্ট তাঁকে অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করে : "আজ্ঞে, একেবারে না খেলে কি হয়

www.MurchOna.com

না? রামকেষ্টদেব—তিনি আমাদের পতিতুণ্ডি বংশের কেউ কি না জানি না—বলতেন যে ফোঁস করো, তাতে কোনো দোষ নেই, কিন্তু ছেলের ছোবল মেরো না কখন। তা, আত্মীয়দের বেলাও না খাবলে কেবল খালি ফোঁস করলে হয় না?"

কালীকেষ্ট ফোঁস করে ওঠেন।—"রামকেষ্টদেব? সে আবার কে? তিনি দেবতা হতে পারেন কিন্তু আমাদের আত্মীয়দের তিনি কী বোঝেন? কী জানেন তিনি? এ বিষয়ে কদ্দুর তাঁর অভিজ্ঞতা শুনি একবার?"

"তা বটে! এ সব দৈত্য নহে তেমন।" প্রাণকেষ্ট সায় দেয়।

"তা ছাড়া যদ্দুর মনে হচ্ছে, তিনি পতিতুণ্ডি ছিলেন না। কে ছিলেন রামকেষ্টদেব? আমরা কখনও তাঁর নাম শুনিনি—তা, তিনি যে-ই হোন, যত বড় দেবতাই হোন, পতিতুণ্ডিদের সমস্যা বোঝা তাঁর কর্ম নয়। বরং আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় বটকেষ্ট পতিতুণ্ডির কথা বলতে পারো বটে। তিনি বলতেন, যদি ফোঁস করে ছেড়ে দাও তো পরে আপসোস করবে। ফোঁস নয়, আগেই গিয়ে ফাঁসাও—নইলে দেখবে সেই কখন এসে তোমাকে ফুস করে দিয়েছে—আত্মরক্ষার কোনো সুযোগ না দিয়েই। তাই ফাঁসি যেতে হয় তাও স্বীকার কিন্তু আগে ফাঁসিয়ে যাওয়া চাই।"

প্রাণকেষ্ট টনক নড়ল! "কে আসচেন না? চেনা-চেনা আওয়াজ পাচ্ছি যেন। আমাদের কোনো আত্মীয়ই হবেন বোধহয়?"

আত্মীয়ই বটে। নামাবলি গায়ে, কপালে তিলক, গলায় কণ্ঠি, প্রাণকেষ্টর অনুরূপ আরেক শ্রীমূর্তি দর্শন দান করেন।

"আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ—প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীহরেকেষ্ট পতিতুণ্ডি। তোমাদের ইনি কে হন—তোমরা নিজেরাই তা আন্দাজ করে নাও।" কুলাচার্য নত হয়ে পুভুপাদের পদধূলি নেন।

প্রাণকেষ্টর আন্দাজ অতদূর পৌঁছায় না—একটু চেষ্টা করেই সে হাল ছেড়ে দেয়।

"প্রভুপাদ, এমন বেশে এখানে যে হঠাৎ?" জিগেস করেন কুলাচার্য।

"আর বলো কেন হে? বংশলোপের আশঙ্কায় আসতে হলো। বেচারা প্রাণকেষ্ট পাছে বাড়ি ছেড়ে বিবাগী হয়ে যায় সেই ভয়ে—"

"প্রভু! একটুখানি আমাদের কুঁড়ে, আমাদের দুজনেরই কুলোয় না। তার উপরে—" প্রাণকেষ্ট প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে পড়ে।

"ঠিক কথা। আমার জীবনেও এই সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আমার কুঁড়েতেও রাজ্যের কুড়ে লোকের আমদানি দেখেছিলাম। তবে আমি কিন্তু তাদের তাড়ালাম না, আসতেও বারণ করলাম না—তাদেরই ঘাড় ভেঙে আমার প্রাসাদ বানালাম। কালক্রমে সেই প্রাসাদ ফলাও হয়ে বেড়ে উঠে মহাপ্রাসাদ হয়ে দাঁড়াল।"

"হ্যাঁ, উনি বলছিলেন বটে—মহাপ্রসাদের কথা।" প্রাণকেষ্ট বলে : "কিন্তু ওতে আমার তেমন রুচি হচ্ছে না।"

"মহাপ্রসাদ নয় মূর্খ, মহাপ্রাসাদ। রাজারাজড়াদের যা থাকে, তা-ই। নবাবদের রংমহল শিসমহল খাসমহল সব জড়ালে যা একখানা হয়, তার কথাই বলছিলাম।"

আ-কারভেদে প্রসাদ এবং প্রাসাদের পার্থক্য অনুভব করার প্রয়াস পায় প্রাণকেষ্ট : "প্রভু, কী করে তা হলো? সবিশেষ আমায় বলুন আপনি।"

"সেরেফ মন্ত্রের জোরে। আবার কি?" প্রভুপাদ প্রকাশ করলেন : "তারাও আসতে লাগল, আমিও তাদের মন্ত্র দিয়ে গুরুদক্ষিণা নিয়ে ছাড়তে লাগলাম। গলায় কণ্ঠি আর কীর্তন দিয়ে, কণ্ঠে আর পৃষ্ঠে নামাবলি দান করে ছেড়ে দিলাম। তাদের

www.MurchOna.com

ইহলোকের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পরলোকের পথ মুক্ত করে দিলাম। যেমন হাসতে হাসতে তারা এসেছিল—কাঁঠাল হাতে করে আমার মাথায় ভাঙবার মতলবে—তেমনি কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল একদিন। কিন্তু তা কান্না নয় ভাই—তা-ই জীবের সম্বল—তারই নাম শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।"

"কীর্তন আমি শুনেছি, কিন্তু অমন মারাত্মক বলে তো মনে হয়নি আমার।"

"শুনেছ কিন্তু শোনার মতো করে শোনোনি। তা হলে মন্ত্রের মতো ফল দেখতে। তোমরা একালের ছেলেরা মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করো না, নইলে এই কলিতে কেবল নামমাহাত্ম্য! নাম ছাড়া আর কী আছে? কলৌ নামৈব কেবলম্। প্রভো, তুমিই সত্য!" প্রভুপাদ যুক্তকরে তাঁর প্রভু কার প্রতি যেন নমস্কার-নিক্ষেপ করলেন।

"তা জানি। এ-যুগে নামের জন্যই যা-কিছু করা। তা ঠিক।" প্রাণকেষ্ট ঘাড় নাড়ে, অনেকটা নমস্কারের মতো করেই।

"আহা, কী নাম! কেমন মন্ত্রের মতো অব্যর্থ এই নাম! যেমন জোরালো তেমনি ধারালো। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। অর্থাৎ তিনিই সব হরণ করেন, আমরা শুধু নিমিত্তমাত্র, তাঁর সহায় হই বই তো নই! তিনি তো বলেই গেছেন, নিমিত্তমাত্র ভব সব্যসাচী। নিমিত্ত হও, নিমিত্ত হলেই সব্যসাচী হতে পারবে।"

"কেবল নাম দিয়ে আপনি কাম ফতে করলেন? মন্ত্রের কেরামতিতে ঐ কুড়েদের দ্বারা, কুঁড়েঘরের থেকে আপনার মহাপ্রাসাদ হলো? এ যে দেখছি আলাদিনের কাণ্ড মশাই! কিন্তু এ...এ কি আমি পারব? ....আমার কি অতখানি গুরুত্ব আছে?"

"খুব পারবে বৎস। আত্মীয়দের ধনেপ্রাণে মারতে পারবে না—কী যে বলো ! তুমিও যে তাদের আত্মীয়, সেকথা কেন ভুলে যাচ্ছ? আত্মীয়র পক্ষে এর চেয়ে সহজ কাজ আর কী আছে? প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে দ্যাখো—খোদ কেষ্টর কথাটাই ভাবে- না একবার!"

"খোদ কেষ্ট? তিনিও কি পতিতুণ্ডি ছিলেন নাকি?" প্রাণকেষ্ট বেশ অবাক হয়।

"পতিতুণ্ডি না হোন, পতিতপাবন তো বটেন। সমগোত্র বইকি! আত্মীয়কবলে পতিত তাদের উদ্ধারকর্তাও তিনি। নিজে তিনি কী করেছিলেন মনে নেই? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাধিয়েছিল কে? তিনিই তো! অত আত্মীয়-নিপাত আর কোন যুদ্ধে হয়েছে বলো? তাতেও শান্তি না পেয়ে শেষে নিজের যদুবংশ ধ্বংস করে তবে তিনি ক্ষান্ত হন। এতেই বোঝো।

প্রাণকেষ্ট বোঝে। কিন্তু বুঝেও বোঝে না—"আমি কি তা পারব? অমন একটা কুরুক্ষেত্র করতে পারবো কি আমি।"

"খুব পারবে ; সংশয় কোরো না। সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। প্রত্যহ গীতাপাঠ করো। নাকের ওপর তিলক চড়াও। সেইসঙ্গে পাইকিরি দরে নামাবলি আর কণ্ঠির বায়না দিয়ে রাখো। আত্মীয়দের ডাকো। সহজে না আসে, নিমন্ত্রণ করে খাবার লোভ দেখিয়ে আনাও। আর তার পরে, নামাবলির ফাঁস জড়িয়ে—নামজাদা গামছা গলায় দিয়ে—বুঝতেই পারছ। শেষটায় আমি আর আত্মীয় অনাত্মীয় বাছিনি। যে এসেছে, কাছে ঘেঁষেছে, যাকে ধরতে পেরেছি তাকেই দীক্ষা দিয়েছি। হাড়ে-হাড়ে দীক্ষা। না দিয়ে তো নিস্তার নেই—জীবে দয়া নামে রুচি আমাদের ধর্ম কিনা!"

"আমার বেলায় কিন্তু জীবে রুচি আর নামে দয়া—দয়াটা আমার নামমাত্র কিন্তু রুচিটা আপনার চেয়ে ঢের বেশি।" কুলাচার্য বলেন।

"তুমি আমাদের বংশের কুলাঙ্গার। তিন কুল খেয়ে শেষ করেচ। তাদের বাঁচিয়ে রোজগারের উপায় করলে কত লাভ হত, সেটা একবার ভেবে দেখেছিলে?—প্রভো, তুমিই সত্য।" প্রভুপাদ নিজের টিকিতে হাত বুলান।

www.MurchOna.com

"আর তুমি বুঝি আমাদের বংশের এক মহাপুরুষ? তা-ই না?" কুলাচার্যের কুলোপানা চক্র দেখা দেয়। এক ঢোক কারণবারি গিলে নিতেই তাঁর চোখ জবাফুলের মতো টকটকে হয়ে চরকির মতো ঘুরতে থাকে : "বটে! পুরুষ তো অনেক দেখলাম—চোখেও দেখেছি—চেখেও দেখেছি—মহাপুরুষটিকে তো দেখি একবার! মার দয়ায় সাধারণ পুরুষই মহাপ্রসাদ হয়ে ওঠে, কিন্তু আস্ত একটা মহাপুরুষ কীরূপ দাঁড়ায় সেটাও তো একবার দেখতে হয়।"

এই বলে কুলাচার্য প্রভুপাদকে তাড়া করতেই তিনি—"ওরে বাবারে! খেয়ে ফেল্লেরে!"—বলে প্রাণান্ত এক ডাক ছেড়ে কয়লাঘরের জানলা ধরে টপকে উধাও হলেন। কুলাচার্যও পেছনে পেছনে দৌড়ল—খড়ম হাতে করে তার।

"দিব্বি একটা ঘরোয়া বৈঠক জমেছিল—এমনভাবে ভেঙে গেল শেষটায়!" প্রাণকেষ্ট নিজের মনোকষ্ট জানায়।

"ধরতে পারলে খেয়ে ফেলবে ঠিক। আমি বললাম। দূরে দাঁড়িয়ে দেখিগে কদ্দুর গড়ায়। মহা মহা-প্রসাদ পর্যন্ত গড়ায় কি না দেখা যাক। ফাঁক পেলে একটুখানি ঝোল চাখব নাহয়।" এই বলে ধিনিকেষ্টও চলে যান।....

"হ্যাঁগা উঠলে?" কয়লাঘরের দোরগোড়ায় ডাক ছাড়ে অণু।

"রক্ত চাই—রক্ত চাই।" জড়ানো গলায় জবাব আসে।

"য়্যাঁ, কী বলচ গো?—অণু ভেতরে গিয়ে অনুসন্ধান করে। —"কী হয়েছে তোমার? দেখি—ইস। গাটা যেন গরম—গিসগিস করছে দেখছি!"

"আমি খাব। ধরব আর খাব—একেকটাকে ধরে কেটে কুটে মশলা দিয়ে গরগরে করে রাঁধব, চপ—কাটলেট—কারিকোর্মা—কোপ্তা—কালিয়া—কিমাম। তার পরে সেই কালিয়াদমন করা আমার কাজ। আমাদের চোদ্দ পুরুষের কম্মো। আমাদের বংশের আদিপুরুষ কে ছিল তা জানো? খোদ কেষ্ট—যে কুরুক্ষেত্র আর কালিয়দমন করেছিল। আমিও করব।" প্রাণকেষ্টর চোখ ঘুরছে।

"খাবে বইকি! চা হয়েছে। মুখহাত ধুয়ে খাবে এসো এখন।"

"হতভাগাটা বকছে কী?" দাঁতের ব্রুশ-হাতে নিরঞ্জন যাচ্ছিল, দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনে। "রাত্রে ইঁদুরে কামড়েছে—র‍্যাট পয়জন হয়েছে ব্যাটার—বুঝতে পারছি।"

"কেন, আমি কি কুরুক্ষেত্র করতে পারিনে?" নিরঞ্জনকে দেখেই সে লাফ ছাড়ে। "ম্যায় ভুখা হুঁ।" হাঁক ছেড়ে তাড়া করে যায়।

"আরে মলো যা!" নিরঞ্জন তিন হাত পিছিয়ে যায়। "ভুখা হুঁ তো আমি কী করব? তোমার গিন্নিকে বলো, খাবার এনে দেবে।"

"খাবার নয়, তোমায় খাব। হাড় খাব মাস খাব, চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাব। কেন, আমিও কি তোমার আত্মীয় নই? চপ কাটলেট বানিয়ে খাব তোমাকে।"

"আহ্লাদের কথা শুনে মরে যাই।" নিরঞ্জন বলে। মুখে সে বিরক্তি দেখায় বটে কিন্তু মনে-মনে ভয় খায় বেশ। দাঁত-মাজা ব্রুশ দিয়ে কতদূর আত্মরক্ষা করা যাবে চিন্তা করে। এধারে ওধারে-তাকিয়ে লাঠি সড়কি কিছু তার চোখে পড়ে না।—"ভালো আপদ হলো। ওর কি আজকাল মাঝে মাঝে এমনিধারা হয় নাকি?"

"কই কখনও তো দেখিনি।" অণু কাতর হয়ে পড়ে, "বাড়িতে হতে দেখিনি তো কখনও।"

হাঁকডাক শুনে ইলা, ইলার মা-ও এসে পড়েছে। ইলার খুব মন্দ লাগছে না,

www.MurchOna.com

বেশ আনন্দ পাচ্ছে, কিন্তু ওর মা ভাবিত হয়ে পড়েছে—"জামাইবাবুর কী হলো দিদি?" চাপাগলায় সে জিগেস করেছে।

কী যে হয়েছে তা জানাবার জন্য প্রাণকেষ্ট নিজেই তৈরি। ধেই ধেই করে সে নাচতে আরম্ভ করে আর রক্ত চাই—রক্ত চাই বলে চ্যাঁচায়। চ্যাঁচানি আর নাচানিতে তার একাকার। নাচতে নাচতে আবার ছড়া কাটে তার ওপর :

"বল রে বন্য হিংস্র বীর।
দুঃশাসনের চাই রুধির॥
চাই রুধির, রক্ত চাই।
ঘোষো দিকে দিকে এই কথাই॥
দুঃশাসনের রক্ত চাই।
দুঃশাসনের রক্ত চাই॥.."

"বাঃ মেসোমশাই, তুমি তো বেশ নাচতে পারো গো!!" ইলা বাহবা দেয় : "আমাদের যে নাচ শেখায় তুমি দেখছি তার চেয়েও ওস্তাদ!"

"তোকে আমি খাব। কড়মড় করে খাব। চিবিয়ে চিবিয়ে খাব। চেটেপুটে খাব। চেঁছেপুঁছে খাব। তোর কাটলেট বানালে কেমন হয়?" লোলুপ কণ্ঠে সে শুধোয়।

"বেশ হয়। কিন্তু আমাকে একটু তার চাখতে দেবে তো?" ইলার অনুরোধ থাকে।

"তা দেখা যাবে। আগে তো তোকে কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে বলি দিই। কাটলেট—সে তখন পরের কথা। কাটবার পর।"

"ওমা, কী অলক্ষুনে কথা গো! মিন্‌সে বলে কী? ষাট ষাট বলোই ষাট!" মহিমা ইলাকে আড়াল করে সরে দাঁড়ায়।

প্রাণকেষ্ট গুনে গুনে দ্যাখে—"এক দুই তিন। মোটমাট পৌনে এক গণ্ডা। কোয়ার্টার ডজন। চা—বাগানে নেয় না আজকাল—তবে কসাইখানায় নেবে। দশ টাকা দরে বেচলেও পৌনে এক গণ্ডার দাম তিরিশ টাকা—মন্দ কী? তবে পুরো এক গণ্ডা হলেই ভালো হত। ভালো তো হত, কিন্তু পাচ্ছি কোথায়?"

"মাসিমাকেও ধরো, তা হলেই গণ্ডা পুরবে।" ইলা বাতলায়।

প্রাণকেষ্ট অণুর দিকে তাকায় : "ওটা গণ্ডার। গণ্ডার কসাইরা ছোঁবে না। গণ্ডার মানুষে খায় না তো!"

অণু এতক্ষণ অতিকষ্টে নিজেকে বেঁধে রেখেছিল, এবার আর পারে না। প্রাণকেষ্টর এহেন অনুমানে তার আত্মাভিমানে বুঝি ঘা লাগে, চোখে আঁচল চেপে সে ফোঁপাতে থাকে। অকস্মাৎ তার এ কী সর্বনাশ হলো, ডাক ছেড়ে কাঁদলেও যার দুঃখ যায় না। সেই অনুচ্চারিত দুঃখে সে গুমরে গুমরে ওঠে।

"হঠাৎ কেনা-বেচার কথা কেন মেসোমশাই? খাবার কথাটা কি চাপা পড়ে গেল নাকি?" ইলার খোঁজ নেওয়া।

"কেন, চাপা পড়বে কেন? খাব তো আলবাত। কচি পাঁঠা—বৃদ্ধ মেষ—দইয়ের মাথা—ঘোলের শেষ।" প্রাণকেষ্ট থেমে থেমে আওড়ায় আর ভাটার মতো তার চোখ, খাঁড়ার মতো তার হাত নাড়ার সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে ইলা নিরঞ্জন মহিমা হয়ে অবশেষে রোরুদ্যমান অণিমার ওপরে গিয়ে দাঁড়ায়। কী ভেবে অবশেষে সে বলে : "না, ঘোল আমি খাব না। ঢের ঘোল খেয়েছি।"

"খাব খাব তো বলছ—খাচ্ছ কই?" ইলার ভারি মজা লাগে কিন্তু! মেসোমশাইকে সে অনুপ্রেরণা দিতে চায়।

"দাঁড়া, কাটি তোদের। বঁটি আনি আগে।" এই বলে এক লাফে সে অন্য ঘরে

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

গেল আর পরমুহূর্তেই বঁটি-হাতে আরেক লাফে ফিরে এল তক্ষুনি। এসেই "জয় মা-কালী—" বলে তার এক বীভৎস আওয়াজ।—"মা-কালী, বলি দিচ্ছি মা, কিছু মনে করিস নে।"

কালী থেকে কালিয়া—কালিয়া-দমনের কথা তার পরে। কিন্তু তার আগে ঐ বঁটি-না দেখেই নিরঞ্জন মহিমাকে, মহিমা ইলাকে, পরস্পর হ্যাঁচকার এক টানে-টেনে-না নিয়ে—মুক্ত দ্বারপথে দুদ্দাড় করে বেরিয়ে যায়। পরস্পর-সম্বন্ধ অক্ষুণ্ন রাখতে পরস্পর-সম্বন্ধ হয়ে দৌড় মারে, দাঁড়ায় না আর।

প্রাণকেষ্ট তবু পিছুপিছু যায়। কিছুদূর। তার মুখে আর নজরুল নয়, রবীন্দ্রনাথই এখন—"উজার করে নাও হে আমার যা-কিছু সম্বল—ফিরে চাও, ফিরে চা—ও, ফিরে চাও হে চঞ্চল।"

প্রাণকেষ্ট গান গাইছে। যার গলা কখানও সুড়সুড় করেনি সে নাকি সুরেলা হলো? তবে সত্যিই তার স্বামীর খেপে যেতে আর বাকি নেই—অণুর কান্না বাগ মনে না মোটেই।

প্রাণকেষ্ট ফিরে এল। কিন্তু চঞ্চলরা ফিরল না, ফিরে তাকাল না পর্যন্ত। বঁটি রেখে হাঁপ ছেড়ে আরামচেয়ারে গিয়ে কাত হয়ে পড়ল সে—আরাম করে ছড়িয়ে পড়ল। ছাড়ল তার দীর্ঘনিশ্বাস। "—আর ওরা ফিরবে না। এ-জন্মে নয়।....আঃ, বাঁচা গেল বাবা!"

প্রাণকেষ্টর সহজ গলা শুনে চোখের আঁচল সরাল অণু। বাদলার পরদ সরে গিয়ে আলোর ঝিলিক দেখা গেল আবার।

"আমিও বাঁচলাম।" সে বললে।

"আমার কালকের কেনা নতুন টুথব্রাশটা নিয়ে গেল—যাকগে। আত্মীয়তা থাকলে অমন কত যায়! সুটকেস আর হোলড-অল রেখে গেছে....মন্তর না দিয়েই পাওয়া গেল—মন্দ কী? যথালাভ।"

অণু হাসল এতক্ষণে।

[১৯৬৮]

খতম

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

Praan Niye Tanatani

by Shibram Chakraborty

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com